জরুরী মাসায়েল সিরিজ-১

সমকালীন
জরুরী মাসায়েল

সম্পাদনা
মুফতী আবূ সাঈদ

সমকালীন
জরুরী মাসায়েল
(বিশিষ্ট মুফতীগণের সমন্বিত প্রয়াস)

সম্পাদনায়
মুফতী আবূ সাঈদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
প্রধান মুফতী, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রকাশনায়
দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
অস্থায়ী কার্যালয়: সি-৫৪, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪৪৫৯১৭, ০১৮১৮-৫৩০৬৩৮

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

পবিত্রতা অধ্যায়

নামায অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাত অধ্যায়

রোযা অধ্যায়

হজ্জ অধ্যায়

বিবাহ্ অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন অধ্যায়

বিবিধ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

আকাইদ অধ্যায়

পবিত্রতা অধ্যায়

◆ দূর পাল্লার যানবাহনে তায়াম্মুম ও নামায

প্রশ্ন ঃ দূর পাল্লার যানবাহনে চলমান অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেছে কিন্তু শত অনুরোধ সত্ত্বেও চালক বাস থামাচ্ছে না। ওযূও নেই, তবে রাস্তার দু'ধারে পানি দেখা যাচ্ছে ; এ দিক দিয়ে নামাযের ওয়াক্তও শেষ হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় করণীয় কী ?

উত্তর ঃ উক্ত ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে এবং পরবর্তীতে ওযূ করে নামায দোহরিয়ে নিবে।

১. * রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৩৫ নং পৃষ্ঠায় আছে-

اِعْلَمْ اَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْوُضُوْءِ اِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ كَأَسِيْرٍ مَنَعَهُ الْكُفَّارُ مِنَ الْوُضُوْءِ وَمَحْبُوْسٍ فِى السِّجْنِ .... جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَيُعِيْدُ الصَّلَاةَ اِذَا زَالَ الْمَانِعُ - وَاَمَّا اِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالْمَرَضِ فَلَايُعِيْدُ -

২. * ফাতাওয়া আলমগীরী–খণ্ড ১, পৃঃ ২৮।

◆ পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বা মাটি কিছুই না পেলে

প্রশ্ন ঃ যখন ওযূর জন্য পানি, তায়াম্মুমের জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় কিছু পাওয়া না যায় সে মুহূর্তে কী করবে ?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে নামায়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে এবং পরবর্তীতে এ নামায কাযা করে নিবে।

১. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৫২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ يُؤَخِّرُهَا عِنْدَهُ وَقَالَا يَتَشَبَّهُ بِالْمُصَلِّيْ وُجُوْبًا .... وَيُعِيْدُ كَالصَّوْمِ - بِهِ يُفْتٰى - وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوْعُهُ -

◆ পেট্রোল দ্বারা কাপড় ওয়াশ করা

প্রশ্ন ঃ পেট্রোল দ্বারা নাপাক কাপড় ধৌত করলে পাক হবে কি না ? বর্তমানে পেট্রোলের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাপড় ধোলাই করা হয়, এসব পদ্ধতির মধ্যে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে নাপাক কাপড় পাক হবে ?

উত্তর ঃ যদি পেট্রোলের মধ্যে নাপাক কাপড় যথারীতি চুবিয়ে ধোয়া হয় অথবা যদি এ পরিমাণ পেট্রোল উক্ত কাপড়ে ঢেলে দেয়া হয়, যাতে পুরো কাপড় ভিজে যায় এবং পেট্রোল টপকে পড়ে তাহলে উক্ত নাপাক কাপড় পাক হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোল্লেখিত পদ্ধতিদ্বয় ছাড়াও যদি পেট্রোল দ্বারা কাপড় ধোয়ার এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাদ্বারা কাপড় থেকে নাপাকী সমূলে বিদূরিত হওয়ার ব্যাপারে একিন (দৃঢ় বিশ্বাস) জন্মে, তাহলেও কাপড় পাক হয়ে যাবে।

১. * বাদাইউস সানায়ে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৮৩ ও ৮৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَهٰذِهِ الْمَائِعَاتُ فِى الْمُدَاخَلَةِ وَالْمُجَاوَرَةِ وَالتَّرْقِيْقِ .... فَكَانَتْ مِثْلَهُ فِى إِفَادَةِ الطَّهَارَةِ بَلْ أَوْلٰى -

২. * তাহতাবী আলাল মারাকী গ্রন্থের ১৩০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

رُوِىَ عَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ : لَوْغُسِلَ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ بِدُهْنٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ حَتّٰى ذَهَبَ أَثَرُهُ جَازَ -

৩. * ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–খণ্ড ঃ ২ পৃষ্ঠা ঃ ৩২

◆ নামাযের শেষ ওয়াক্তে রক্তের প্রবাহ শুরু হলে

প্রশ্ন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর কেউ নামায পড়লো না এমতাবস্থায় ওয়াক্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়লো এবং তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো এ মুহূর্তে সে ব্যক্তি কী করবে ?

উত্তর ঃ উক্ত ব্যক্তি নামাযের শেষ ওয়াক্তেই ওযূ করে নামায পড়ে নিবে। অতপর লক্ষ্য রাখবে যে, পরবর্তী নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয় কিনা। যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে "মাযূর নয়" বলে গণ্য হবে এবং পূর্ববর্তী ওয়াক্তের নামায দোহরাতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি পরবর্তী নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে সে মাযূর হিসেবে গণ্য হবে। তাই পূর্ববর্তী ওয়াক্তের নামায দোহরাতে হবে না।

উল্লেখ্য যে, শরীয়তের পরিভাষায় 'মাযূর' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার মধ্যে ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোন একটি বা একাধিক বিষয় যেমন–নাক দিয়ে রক্ত ঝরা, পেশাব ঝরা ইত্যাদি এভাবে অনবরত বিদ্যমান থাকে যে সংশ্লিষ্ট নামাযের পূর্ণ ওয়াক্তে ওযূ করে ফরজ নামায পড়া যায় এতটুকু সময় পায় না। উক্ত ব্যক্তির জন্য শরীয়তের বিধান হলো ঃ সে উক্ত অবস্থায় ওযূ করে নামায আদায় করবে। ঐ ওযূ দিয়েই উক্ত ওয়াক্ত থাকাকালীন ফরজ-নফল ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত করতে পারবে, যদি শুধুমাত্র উক্ত ওযর ছাড়া ওযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায়। নতুন ওয়াক্ত শুরু হলে পুনরায় আবার ওযূ করতে হবে।

ফতোয়ায়ে শামীর সাথে সংযোজিত আদদুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩০৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

...... صَاحِبُ عُذْرٍ مَنْ بِهِ سَلِسُ الْبَوْلِ لَا يُمْكِنُهُ اِمْسَاكُهُ ...... اِنِ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ ...... الخ

وَفِى الشَّامِىْ - وَلَوْ عَرَضَ بَعْدَ دُخُوْلِ وَقْتِ فَرْضٍ اِنْتَظَرَ اِلٰى اٰخِرِهِ فَاِنْ لَّمْ يَنْقَطِعْ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ ثُمَّ اِنِ انْقَطَعَ فِىْ اَثْنَاءِ الْوَقْتِ الثَّانِىْ يُعِيْدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ - وَاِنِ اسْتَوْعَبَ الْوَقْتُ الثَّانِىَ لَايُعِيْدُ لِثُبُوْتِ الْعُذْرِ–

◆ টয়লেট পেপারদ্বারা ইস্তেঞ্জা করা

প্রশ্ন ঃ টয়লেট পেপার দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ পাথর বা মাটির ঢেলার ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় অন্য কোন ওযর ব্যতীত টয়লেট পেপার ব্যবহার না করাই ভাল, তবে পাথর বা মাটির

ঢেলার ব্যবস্থা না থাকলে অথবা অন্য কোন ওযর থাকলে টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

১. * "আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৯১ নং পৃষ্ঠায় আছে–

أَمَّا الْوَرَقُ الَّذِىْ لَايَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ فَاِنَّهٗ يَجُوْزُ اِلَا سْتِجْمَارُ بِهٖ بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ -

২. * আহসানুল ফাতাওয়া–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১০৮

৩. * হাশিয়া ইমদাদুল ফাতাওয়া–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৯

◆ বুট জুতার উপর মাসেহ্ করা

প্রশ্ন ঃ বুটজুতার উপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি ?

উত্তর ঃ যে বুটজুতা টাখনুসহ পা ঢেকে রাখে এবং জুতার (পিঠের) ফিতা এমনভাবে বাঁধা হয় যে, মাঝখানে কোন ফাঁক থাকে না এ ধরনের বুটজুতার উপর চামড়ার মোজার ন্যায় মাসেহ করা জায়েয আছে। গামবুটের উপরও অনুরূপ মাসেহ করা জায়েয। মোজার উপর মাসেহ জায়েয ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত প্রযোজ্য বুটজুতা ও গামবুটের উপর মাসেহ সহীহ হওয়ার জন্যও সে সকল শর্ত প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে, বুটজুতা বা গামবুটের উপর মাসেহ করার পর যদি বুট জুতা বা গামবুট খুলে ফেলে তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে পা ধুয়ে নামায পড়তে হবে। অতএব বুটজুতার উপর মাসেহ করে বুটজুতা না খুলে যারা নামায পড়তে চান তাদের জন্যই কেবল এ মাসেহ ফলদায়ক হবে।

বুটজুতা নিয়ে নামায পড়ার প্রয়োজনীয়তা বা পরিস্থিতি আমাদের দেশে না থাকলেও শীত প্রধান অনেক দেশে কঠোর দায়িত্ব পালনরত শ্রমিকদের জন্য বুটজুতা নিয়ে স্বল্প সময়ে নামায শেষ করার প্রয়োজন পড়ে।

১. * ফাতাওয়া দারুল উলুম জাদিদ–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৮

২. * ফাতাওয়া দারুল উলুম কাদীম–খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৪

৩. * ইমদাদুল ফাতাওয়া–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩

◆ অল্প অল্প করে কিছুক্ষণ পর পর পেশাব ঝরলে

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তির পেশাব অল্প অল্প করে কিছুক্ষণ পরপর বের হয়। এতটুকু সময়ের বিরতিও নেই, যে সময় ওযূ করে পবিত্র অবস্থায় শুধু ফরজ নামায আদায় করতে পারবে। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী ?

উত্তর ঃ উক্ত ব্যক্তি মাযূর হিসেবে গণ্য। সুতরাং সে প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযূ করে উক্ত ওযূ দিয়ে উক্ত ওয়াক্ত থাকাকালীন সময়ে ফরজ নফল ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত করতে পারবে, যদি শুধুমাত্র উক্ত ওযর ছাড়া ওযূ ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, পেশাব লাগার কারণে তার পরণের কাপড় ধৌত করলে যদি কোন লাভ না হয়, যেমন ঃ নামায শেষ হতে না হতে আবার কাপড়ে পেশাব লেগে যায়, তাহলে কাপড় ইত্যাদি ধোয়াও জরুরী নয়।

প্রমাণ ঃ শামীর সাথে সংযোজিত আদদুররুল মুখতার এর প্রথম খণ্ডের ৩০৫ ও ৩০৬ নং পৃষ্ঠায় আছে ঃ

(وَحُكْمُهُ الْوُضُوْءُ) لَاغَسْلُ ثَوْبِهِ وَنَحْوُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ -

◆ ফরয গোসলের সময় বাঁধাইকৃত দাঁতের বিধান

প্রশ্ন ঃ ফরয গোসলের সময় যেহেতু মুখের অভ্যন্তরেও পানি পৌঁছাতে হয় তাই তখন বাঁধাইকৃত দাঁত খুলতে হবে কি-না ?

উত্তর ঃ প্রকাশ থাকে যে, দাঁত কয়েক প্রকারে বাঁধাই করা হয় (ক) ফিলিং ঃ কোন ধাতব দ্রব্যের মাধ্যমে দাঁতের মধ্যস্থিত গর্ত ভরাট করাকে বুঝায় (খ) ফিক্সড ঃ স্বর্ণ রৌপ্য বা অন্য কোন ধাতব খোল বা দাঁত শক্তভাবে বসিয়ে দেয়াকে বুঝায়। এই দুই অবস্থায় ফরয গোসলে দাঁত খোলার প্রয়োজন নেই এমনকি ভেতরে এবং (গোড়ায় পানি পৌঁছাবার চেষ্টা করারও প্রয়োজন নেই। (গ) প্লেট সিস্টেম–যা সহজেই খোলা যায় এবং সহজেই লাগানো যায় এতে কুলির সময় দাঁতের মাড়িতে সাধারণত অনায়াসে পানি পৌঁছে যায় বিধায় খোলা জরুরী নয়। তবে এ অবস্থায় পানি পৌঁছেনা বলে যদি কারো প্রবল ধারণা হয় তাহলে সে ফরজ গোছলের জন্য কুলি করার সময় দাঁত খুলে নিবে।

১. * আদদুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৫২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

لَايَجِبُ غَسْلُ مَافِيْهِ حَرَجٌ كَعَيْنٍ - وَاِنِ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ نَجِسٍ وَثَقْبٍ انْضَمَّ الخ -

২. * প্রাগুক্ত–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৪
৩. * কাবিরী–পৃষ্ঠা ঃ ৪৩
৪. * কিফায়াতুল মুফ্‌তী–খণ্ড ঃ ৬, পৃষ্ঠা ঃ ২৮২
৫. * ফাতাওয়া দারুল উলূম–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৪ ও ১৫৫

◆ ঔষধ খেয়ে হায়েয নেফাছ বন্ধ করার বিধান

প্রশ্ন ঃ (ক) ঔষধ খেয়ে হায়েয নেফাছ বন্ধ করা জায়েয কি-না ?

(খ) জায়েয বা নাজায়েয যা-ই হোক তখন নামায-রোযা করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ (ক) হায়েয-নেফাছ কোন রোগ নয়, বরং প্রাকৃতিক নিয়ম। হায়েয-নেফাছ না আসাই বরং রোগ। ইচ্ছা করে বন্ধ করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই ঔষধ খেয়ে হায়েয-নেফাছ বন্ধ করা নিষিদ্ধ। (রহীমিয়া-৬/৪০৪)

(খ) রক্ত যোনীমুখ অতিক্রম করে যোনীকপাটে পৌছার পূর্বে যদি ঔষধ সেবন করে বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে হায়েয-নেফাছ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মহিলা ঋতুমুক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং যথারীতি নামায রোযা করতে হবে। পক্ষান্তরে রক্ত যোনীমুখ অতিক্রম করে যোনীকপাটে পৌছার পর যদি বন্ধ করা হয় তাহলে দেখতে হবে যে, হায়েযের ক্ষেত্রে ১০ দিনের ভিতর এবং নেফাছের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের ভিতর পুনরায় রক্ত দেখা দিয়েছে কি-না, যদি দেখা দিয়ে থাকে তাহলে উক্ত মহিলা হায়েযগ্রস্ত (ঋতুবতী) হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় ঋতুমুক্ত বলে গণ্য হবে।

১। * ফাতাওয়া শামীর প্রথম খণ্ডের ৩০৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَائِضِ) اَنَّهُ لَايَثْبُتُ الْحَيْضُ إلاَّ بِالْبُرُوزِ لَابِالإِحْسَاسِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ - فَلَوْ اَحَسَّتْ بِهِ فَوَضَعَتِ الْكُرْسُفَ فِى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَمَنَعَتْهُ عَنِ الْخُرُوجِ فَهِىَ طَاهِرَةٌ كَمَا لَوْ حَبَسَ الْمَنِىَّ

২. * আল বাহরুর রায়েক–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৩ ও ১৯৪

৩. * বাদাইউস সানায়ে–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯

৪. * আত তাহতাবী–পৃষ্ঠা ঃ ১১১

৫. * আল হিদায়া–খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮৭

৬. * মাজমাউল আনহুর–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫

◆ অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান হলে নেফাছের বিধান

প্রশ্ন ঃ অপারেশনের মাধ্যমে যদি সন্তান বের করা হয়, আর যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত না আসে তাহলে ঐ মহিলার নামাযের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ উক্ত মহিলার উপর নামায পড়া ফরজ। কেননা, যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের না হলে নেফাছ বলে গণ্য হয় না।

১. * ফাতাওয়া আলমগীরির প্রথম খণ্ডের ৩৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ قِبَلِ سُرَّتِهَا بِأَنْ كَانَتْ بِبَطْنِهَا جُرْحٌ فَانْشَقَّتْ وَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْهَا تَكُوْنُ صَاحِبَةَ جُرْحٍ سَائِلٍ لَانُفَسَاءَ ....

২. * হাশিয়াতুত তাহ্তাবী–পৃষ্ঠা ঃ ১১২

৩. * ফাতহুল কাদীর–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৪

৪. * হাশিয়াতুল হিদায়া–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯

◆ হাতের আঙ্গুল খিলাল করার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ হাতের আঙ্গুল কখন এবং কিভাবে খিলাল করবে ?

উত্তর ঃ হাত ধোয়ার পর উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পানি দ্বারা ভিজিয়ে বাম-হাতের পেট ডান হাতের পিঠের উপর রেখে বাম হাতের আঙ্গুল ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করাবে, অতপর উপরের দিকে টেনে আনবে।

এমনিভাবে ডান হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর রেখে ডান হাতের আঙ্গুল বাম হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো উপরের দিকে টেনে আনবে।

১. * স্যাগিরী কিতাবের ১০ নং পৃষ্ঠায় ২ নং টীকায় আছে–

.... فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ بَعْدَ غَسْلِهَا - وَهٰذَا هُوَ الْاَفْضَلُ - وَلَوْ اَخَّرَ تَخْلِيْلَ الْاَصَابِعِ اِلٰى اٰخِرِ الْوُضُوْءِ جَازَ - وَكَيْفِيَّتُهُ فِى الْيَدَيْنِ ....

২. * আল হিন্দিয়া–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৭

৩. * রদ্দুল মুহতার–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১১৭

৪. * দারুল উলূম–খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১২৮

◆ পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ পায়ের আঙ্গুল কিভাবে খিলাল করবে ?

উত্তর ঃ পায়ের আঙ্গুল পা ধোয়ার পর খিলাল করবে। ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গিয়ে শেষ করবে। খিলাল করবে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলো দ্বারা। পায়ের আঙ্গুলের পেটের দিক থেকে হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করাবে অথবা পিঠের দিক থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে খিলাল করবে।

اَلْمَصَادِرُ الْمَذْكُوْرَةُ -

প্রশ্ন ঃ কান মাসেহ করার সময় কানের ভিতর কোন আঙ্গুলি প্রবেশ করাবে ?

উত্তর ঃ তর্জনী বা কনিষ্ঠা প্রবেশ করানো যায় তবে অধিকাংশ কিতাবে এরূপ আছে যে, কনিষ্ঠাদ্বয় দুই কানে প্রবেশ করাবে এবং একটু নাড়বে।

প্রমাণ ঃ তাহতাবী আলাল মারাকী গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় আছে ঃ

وَيُدْخِلُ الْخِنْصَرَيْنِ فِىْ جُحْرَيْهِمَا وَيُحَرِّكُهُمَا -

◆ পেশাব শুকাইতে দীর্ঘ সময় লাগলে

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তির এমন অবস্থা যে পেশাব করার পর পেশাব ঝরে শেষ হতে আনুমানিক আধা ঘণ্টা সময় লাগে। এদিকে সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, আধা ঘণ্টা পর নামাযের ওয়াক্ত থাকবে না, তখন সে কি করবে ?

উত্তর ঃ এমন ব্যক্তির জন্য উচিৎ হলো, হাতে পর্যাপ্ত সময় রেখে পেশাব করে পবিত্র হয়ে ওয়াক্ত মত নামায পড়ার প্রস্তুতি নেয়া। অগত্যা যদি কোন দিন এমন হয়ে যায় যে, ওয়াক্তের শেষভাগে এসে পেশাব করেছে এবং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে, পেশাব ঝরে শেষ হওয়ার পর নামাযের সময় থাকবে না, তাহলে সে ব্যক্তি ওযূ এবং নামায পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত, তুলা বা অন্য কোন মোলায়েম বস্তু চিকন করে ভাজ করতঃ পেশাবের ছিদ্র পথে এমনভাবে রেখে দিবে, যেন পেশাবের রাস্তার মুখ থেকে তা ভিতরে থাকে। যদি উক্ত তুলা ইত্যাদির কিছু অংশ পেশাবের রাস্তার বাইরে বা মুখ বরাবর থাকে তাহলে মুখ বরাবর বা বাইরের অংশে পেশাবের আর্দ্রতা পরিলক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত ওযূ থাকবে। আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, রোযা রাখা অবস্থায়ও পুরুষরা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে, রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এতে মহিলাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১. আদদুররুল মুখতার ও শামী–প্রথম খণ্ডের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় আছে–

يَجِبُ الْاِسْتِبْرَاءُ بِمَشْيٍ اَوْ تَنَحْنُحٍ ...... وَقَالَ فِى الشَّامِيَةِ اَمَّا نَفْسُ الْاِسْتِبْرَاءِ حَتّٰى يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِزَوَالِ الرَّشْحِ .... وَمَنْ كَانَ بَطِيْئَ الْاِسْتِبْرَا ءِ فَلْيَفْتُلْ نَحْوَ وَرَقَةٍ مِثْلَ الشَّعِيْرَةِ وَيَحْتَشِىَ بِهَا فِى الْاِحْلِيْلِ فَاِنَّهَا تَتَشَرَّبُ مَابَقِىَ مِنْ اَثْرِ الرُّطُوْبَةِ الَّتِىْ يُخَافُ خُرُوْجُهَا - وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُغَيِّبَهَا فِى الْمَحَلِّ لِاَنْ لَّاتَذْهَبَ الرُّطُوْبَةُ اِلٰى طَرْفِهَا الْخَارِجِ -

২. * ফাতাওয়া আলমগীরী–খণ্ড ১ ঃ পৃষ্ঠা ২০৪

৩. * দারুল উলুম–খণ্ড ১ ঃ পৃষ্ঠা ৩০৮

৪. * আদদুররুল মুখতার–খণ্ড ১ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৫০

◆ অনিয়মিত মাসিক এর হুকুম

প্রশ্ন ঃ অনিয়মিত মাসিক এর হুকুম কি ?

উত্তর ঃ মহিলাদের জরায়ু হতে যৌনাঙ্গ দিয়ে যে রক্ত বের হয় শরীয়তের পরিভাষায় তা দুইভাগে বিভক্ত। (১) হায়েয ; (২) ইসতেহাযা।

কোন রোগ ব্যাধি ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার জরায়ু হতে (যথা নিয়মে বা নিয়মিত) যে রক্ত বের হয়, তাকে "হায়েয" বা নিয়মিত মাসিক (ঋতুস্রাব) বলে।

পক্ষান্তরে কোন রোগের কারণে যে অনিয়মিত মাসিক (ঋতুস্রাব) হয় তাকে ইস্তেহাযা বলে। মোটকথা, নিয়মিত রক্তস্রাবকে হায়েয আর অনিয়মিত রক্তস্রাবকে ইস্তেহাযা বলে। এখন কথা হলো শরীয়তের পরিভাষায় কোন ধরনের মাসিককে নিয়মিত বলা হয় ?

এর উত্তর হলো ঃ

হায়েয বা নিয়মিত ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন মেয়াদ বা সময়কাল হলো, তিনদিন তিনরাত আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশদিন দশরাত। অতএব, কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যদি ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ অথবা ১০ দিন পর্যন্ত (রাতসহ) এসে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এ ঋতুস্রাবকে নিয়মিত ঋতুস্রাব বা হায়েয বলা হয়।

পক্ষান্তরে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যদি ৩ দিন ৩ রাতের কম সময় স্থায়ী হয়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৫ দিনের ভিতর পুনরায় রক্ত না আসে তাহলে এ ধরনের অনিয়মিত ঋতুস্রাবকে ইস্তেহাযা বলা হয়। এমনিভাবে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যদি তা ১০ দিন ১০ রাত অতিক্রম করে তাহলে এ অতিরিক্ত ঋতুস্রাবকেও এস্তেহাযা বা অনিয়মিত ঋতুস্রাব বলা হয়।

হায়েয ও ইস্তেহাযার বিধান ঃ হায়েয বা নিয়মিত ঋতুস্রাবের সময় মহিলারা কোন নামায পড়বে না এবং রোযাও রাখবে না, অবশ্য নামায কাযা করতে হবে না তবে রোযা পরে পবিত্র অবস্থায় কাযা করতে হবে। এমনিভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা এবং বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করাও নিষিদ্ধ।

ইস্তেহাযা বা অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের নামায রোযা তথা ইবাদতের বিধান কী, তা বুঝতে হলে নিচের বিবরণটি বুঝতে হবে।

ইস্তেহাযা তথা অনিয়মিত ঋতুস্রাব আক্রান্ত মহিলা (মুস্তাহাযা) তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ ঐ সমস্ত মহিলা যাদের জীবনের প্রথম যে রক্তস্রাব হয়েছিল তা অনিয়মিতভাবে অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ রক্তস্রাব শুরু হয়ে ১০ দিন ১০ রাতের পরেও বন্ধ হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, হায়েয নেফাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রক্ত আসলেও তাকে অব্যাহত ঋতুস্রাব ধরা হয়।

এদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো ঃ এরা হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ (১০ দিন ১০ রাত) পর্যন্ত আগত স্রাবকে হায়েয হিসেবে গণ্য করবে এবং এ ১০ দিন ১০ রাত নামায রোজা কিছুই করবে না। ১০ দিন ১০ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোছল করে নামায রোযা শুরু করে দিবে। এরপর (পবিত্রতা বা স্রাবমুক্ত সময়ের সর্বনিম্ন মেয়াদ) ১৫ দিন পর আবার দশদিন দশরাত হায়েয হিসেবে গণনা করবে এবং নামায রোযা ছেড়ে দিবে।

এভাবে স্রাবের প্রতি ২৫ দিনের প্রথম ১০ দিন হায়েয এবং এরপর ১৫ দিন ইস্তেহাযা গণনা করে হায়েযের দিনগুলোতে নামায রোযা ছেড়ে দিবে এবং ইস্তেহাযার দিনগুলোতে নামায রোযা যথারীতি করবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ঐ সমস্ত মহিলা, যাদের কমপক্ষে দুইবার নিয়মমাফিক হায়েয এসেছিল। এরপর তৃতীয় মেয়াদে অব্যাহতভাবে রক্তস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছে।

উদাহরণতঃ বালেগা হওয়ার পর কোন মহিলার দুইবার নিয়ম মত হায়েয এসেছিল। যেমন প্রথম মাসে ৫ দিন বা ৬ দিন এবং দ্বিতীয় মাসেও ৫ দিন বা ৬ দিন যথারীতি হায়েয আসলো, কিন্তু তৃতীয় মাসে এসে ৫ দিন বা ৬ দিন পার হওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হচ্ছেনা। বরং রক্ত অব্যাহতভাবে আসছে।

এদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো ঃ এ সকল মহিলা দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি দশদিন পুরা হওয়ার আগে বা দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এ সব দিনে আগত রক্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং বুঝতে হবে যে, তার পূর্ববর্তী অভ্যাস বা সময়সীমা (৫ দিন বা

৬ দিন) পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং এ মাসে যে কয়দিন রক্তপাত হলো সে কয়দিনকে নতুন অভ্যাস বা সময়সীমা হিসেবে গণ্য করবে।

পক্ষান্তরে, ১০ দিন ১০ রাত পূর্ণ হওয়ার পরও যদি রক্তস্রাব চালু থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী সময়সীমা (৫ দিন বা ৬ দিন) পর্যন্ত আগত রক্ত হায়েয এবং পূর্ববর্তী সময়সীমার পরের রক্ত ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। ফলে পূর্ববর্তী সময়সীমার পরে যে সকল নামায রোযা সে ছেড়ে দিয়েছিল তা কাযা করতে হবে। তবে এ কারণে কোন গোনাহ হবে না।

তৃতীয় প্রকার ঃ ঐ সমস্ত মহিলা যাদের কমপক্ষে দুইবার নিয়মমাফিক ও নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী ঋতুস্রাব হয়েছিল, এরপর রক্তস্রাব অব্যাহতভাবে চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ মহিলা তার পূর্ববর্তী হায়েযদ্বয়ের বা হায়েযসমূহের নির্ধারিত সময়সীমা ভুলে গেছে।

উদাহরণতঃ কোন মহিলা বালেগা হওয়ার পর কমপক্ষে দুইবার তার নিয়মিত হায়েয এসেছিল। যেমন প্রথম মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন হায়েয আসলো এবং দ্বিতীয় মাসেও হুবহু সেই কয়দিনই হায়েয এলো কিন্তু তৃতীয় মাসে বা আরো কয়েক মাস পরে রক্তস্রাব শুরু হয়ে আর বন্ধ হচ্ছে না। এদিকে তার পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযসমূহের সময়সীমাও ভুলে গেছে।

এ ধরনের মহিলাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় মুতাহাইয়্যিরা (مُتَحَيِّرَةٌ) বা সংশয়গ্রস্তা বলে। এরা আবার তিন প্রকার।

(ক) সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা ঃ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযের সময়সীমার মোট সংখ্যা ভুলে গেছে যে, ৫ দিন ছিল, না ৬ দিন, না ৭ দিন।

(খ) সূচনাকালের ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা ঃ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী হায়েযের সময়সীমার সূচনাকাল ভুলে গেছে যে, তা মাসের শুরুতে ছিল, না মাঝে, না শেষে।

(গ) সূচনাকাল ও সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা ঃ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযের দিনগুলোর সংখ্যা ও সূচনাকাল উভয়টিই ভুলে গেছে। কিছুই মনে নেই।

সংশয়গ্রস্তা মহিলাদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ঃ সংশয়গ্রস্তা মহিলাদের ব্যাপারে বিধান হলো ঃ তারা পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযের

দিনগুলো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। এভাবে যদি পূর্ববর্তী সময়সীমা মনে পড়ে যায় বা কোন একটা সময়সীমা সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে তাহলে তারা সে অনুযায়ী আমল করবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন সময়সীমা সম্পর্কে প্রবল ধারণা না জন্মে বরং সংশয় থেকেই যায় তাহলে তাদের বিধান কী তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

যেহেতু, সংশয়গ্রস্তা মহিলা তিন প্রকার। তাই তাদের প্রত্যেক প্রকারের বিধানও আলাদা আলাদা।

(ক) প্রথম প্রকার অর্থাৎ ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী হায়েযের দিনগুলোর মোট সংখ্যা ভুলে গেছে (কিন্তু হায়েযের সূচনাকাল বা শুরু কাল মনে আছে) এ সকল মহিলা হায়েযের শুরু তারিখ হতে তিনদিন পর্যন্ত নামায রোযা পরিহার করবে। (কেননা, এ দিনগুলো হায়েয হওয়া নিশ্চিত) এরপর সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে গোছল করে নামায পড়বে। এরপর হতে পরবর্তী মাসের হায়েযের শুরু তারিখের আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযূ করে নামায পড়বে। (কেননা, এদিনগুলো নিশ্চিতরূপে হায়েযমুক্ত)।

(খ) সূচনাকালের ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা মহিলাগণ প্রত্যেক মাসের শুরুতে (মাসের শুরু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ দিন যে দিন থেকে রক্তস্রাব শুরু হয়েছে) তার পূর্বকালীন অভ্যাসগত হায়েযের দিনগুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করবে। উদাহরণতঃ কোন মহিলার পূর্বে হায়েযের সময়সীমা পাঁচদিন নির্ধারিত ছিল। সে মহিলা মাসের প্রথম তারিখ হতে পাঁচদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযূ করে নামায পড়বে। (কেননা, সে প্রকৃতপক্ষে হায়েযগ্রস্ত না হায়েয মুক্ত এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।) এরপর পঁচিশ দিন প্রত্যেক ওয়াক্তে গোছল করে নামায পড়বে।

কেননা, এ দিনগুলোর প্রত্যেক দিনই হায়েয মুক্ত হয়ে ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(গ) হায়েযের সূচনাকাল ও সংখ্যা উভয়টির ক্ষেত্রে যারা সংশয়গ্রস্তা তারা প্রত্যেক চন্দ্রমাসের প্রথম তিনদিন প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করে নামায পড়বে এবং অবশিষ্ট ২৭ দিন (যদি মাস ৩০ দিনে হয়) বা ২৬ দিন (যদি মাস ২৯ দিনে হয়) প্রত্যেক ওয়াক্তে গোছল করে নামায পড়বে।

উল্লেখ্য যে, যাদের বেলায় প্রত্যেক ওয়াক্তে গোছল করে নামায পড়ার বিধান দেয়া হয়েছে। তাদের বেলায় এ অবকাশও রয়েছে যে, যোহরের

ওয়াক্তের শেষভাগে গোছল করে যোহর আদায় করবে আর উক্ত গোছল দিয়েই আছরের প্রথম ওয়াক্তে আছর আদায় করবে। এমনিভাবে মাগরিবের ওয়াক্তের শেষভাগে গোছল করে শেষ ওয়াক্তে মাগরিব আদায় করবে আর উক্ত গোছল দিয়ে ইশার প্রথম ওয়াক্তে ইশা আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আলাদা গোছল করবে। এভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য তিনবার গোছল করলে চলবে।

তবে এক্ষেত্রে কারো জন্য যদি কোন সময় গোছল করলে প্রবল ধারণা মতে, অথবা বিজ্ঞ ও মুসলিম ডাক্তারের রায় মতে, ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করেও নামায পড়তে পারবে। তবে এক তায়াম্মুম দ্বারা দুই ওয়াক্ত নামায পড়া যাবে না। প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য আলাদা আলাদা তায়াম্মুম করতে হবে।

১. * আল বাহরুর রায়েক খণ্ড ১, পৃঃ ২০৮

২. * দরসে তিরমিযী খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৭

◆ মাসিক অবস্থায় আয়াতুল কুরছী, দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়া

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের মাসিকের সময় আয়াতুল কুরছী, দুরূদ শরীফ বা মুখে কুরআন শরীফ পড়া যায় কি-না ? তেমনিভাবে আযানের উত্তর দেওয়া যায় কি-না ?

উত্তর ঃ মহিলাগণ মাসিক অবস্থায় আল্লাহর ছানা তথা প্রশংসার নিয়ত করে আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে পারবেন। তেলাওয়াতের নিয়ত করে আয়াতুল কুরছী পাঠ করা যাবে না।

* তাহতাবী আলাদদুর–খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫০

মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা যাবে না।

* হেদায়া–খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪

◆ শরীর হতে রক্ত বের করলে ওযূর বিধান

প্রশ্ন ঃ ডাক্তারী পরীক্ষা বা অন্য কোন কারণে সূচ বা সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বের করলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি ?

উত্তর ঃ সূচ বা সিরিঞ্জ দ্বারা বেরকৃত রক্ত যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে, তা নিজে নিজে গড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১. * কাবিরী গ্রন্থের ১২৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

اِذَا فَصَدَ وَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَتَلَطَّخْ رَأْسُ الْجُرْحِ فَاِنَّهُ يَنْقُضُ -

২. শামী–প্রথম খণ্ড ঃ ১৩৪ পৃষ্ঠা

৩. রহীমিয়া–চতুর্থ খণ্ড ঃ ২৬৭ পৃষ্ঠা

৪. আহসানুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড ঃ ২৭ পৃষ্ঠা

তেমনিভাবে রগের মধ্যে যে সব ইনজেকশন দেয়া হয় (যেমন স্যালাইন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি) সেগুলো পুশ করার সময় যদি সিরিঞ্জের ভিতর গড়িয়ে পড়ার সমপরিমাণ রক্ত এসে যায়, তাতেও ওযূ ভেঙ্গে যাবে।

তদ্রূপ জোঁকে পানকৃত রক্তও যদি গড়িয়ে পড়ার সমপরিমাণ হয় তাহলেও ওযূ ভেঙ্গে যাবে।

১. * রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৩৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَالْمُخْرَجُ وَالْخَارِجُ بِنَفْسِهِ فِىْ حُكْمِ النَّقْضِ عَلَى الْمُخْتَارِ -

২. * কাবিরী গ্রন্থের ১৩৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاَمَّا الْعَلَقُ اِذَا مَصَّتِ الْعُضْوَ حَتَّى امْتَلَئَتْ لَوْسَقَطَتْ وَشُقَّتْ لَسَالَ مِنْهَا الدَّمُ انْتَقَضَ الْوُضُوْءُ-

৩. * আলমগীরী–খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ঃ ১১

৪. * রহিমীয়া–খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৭

৫. * আহসানুল ফাতাওয়া–খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৬

◆ নেফাসগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হতে হলে যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হওয়া জরুরী কি-না

প্রশ্ন ঃ অপারেশন করে বাচ্চা বের করার পরে মহিলা নুফাসা (নেফাসগ্রস্তা) হওয়ার জন্য যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হওয়া জরুরী কি-না? জরায়ুর রক্ত যদি কর্তিত পেট বা পাঁজর দিয়ে বের হয় তাহলে নুফাসা বলে গণ্য হবে কি-না ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হওয়া জরুরী। শুধু কর্তিত পেট বা পাঁজর দিয়ে রক্ত বের হলে নুফাসা বলে গণ্য হবে না।

১. * তাহতাবী আলাল মারাকী গ্রন্থের ১১২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ سُرَّتِهَا مَثَلًا وَسَالَ مِنْهَا الدَّمُ لَاتَكُوْنُ نُفَسَاءَ بَلْ هِىَ صَاحِبَةُ جُرْحٍ مَالَمْ يَسَلْ مِنْ فَرْجِهَا -

২. * ফাতাওয়া হিন্দিয়া–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭

৩. * ফাতহুল ক্বদীর–দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৪

৪. * আল হিদায়ার টীকা–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯

◆ মাটি জাতীয় নয় এমন পদার্থের উপর তায়াম্মুম

প্রশ্ন ঃ মাটি জাতীয় নয় এমন কিছুর উপর তায়াম্মুম করতে হলে তার উপর কি পরিমাণ বালি থাকা প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ এ পরিমাণ বালি থাকা প্রয়োজন যাতে হাত রাখলে হাতে মোটামুটি ভালভাবে বালি লাগে, অর্থাৎ হাতের মধ্যে বালির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

১. আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَوْ اَنَّ الْحِنْطَةَ اَوِ الشَّئَ الَّذِىْ لَايَجُوْزُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ التُّرَابُ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ يُنْظَرُ اِنْ كَانَ يَسْتَبِيْنُ ...... جَازَ وَاِنْ كَانَ لَايَسْتَبِيْنُ لَايَجُوْزُ–

২. সা'দিয়া–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬

৩. আহসানুল ফাতাওয়া–দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫

◆ মহিলাদের মিছওয়াকের বিধান

প্রশ্ন ঃ মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত মেছওয়াক করবে কি-না ?

উত্তর ঃ মহিলাদের বেলায়ও পাঁচ ওয়াক্ত মেছওয়াক করা সুন্নত। তবে তাদের দাঁতের মাড়ি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিধায় নিয়মিত মেছওয়াক না করে তার স্থলে সুন্নতের নিয়তে ইলক ব্যবহার করলেও সুন্নত আদায় হবে। তবে এর দ্বারা শুধু মহিলাদের বেলায়ই মেছওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে।

পুরুষদের বেলায় আদায় হবে না। উল্লেখ্য যে, ওযূর পূর্বে ইলক ব্যবহার করতে হবে এ ধরনের কোন শর্ত নেই।

উল্লেখ্য, ইলক মূলত এক প্রকার গাছের কস। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেটাকে আরো উন্নত করা হয়েছে যা আরব দেশগুলোতে ইলক, লুবান ও মুস্তাকা নামে পরিচিত। আমাদের দেশে তা চুইঙ্গাম বিশেষ। আরবরাও ইংরেজিতে সেটাকে চুইংগামই বলে।

১. * রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

يَقُوْمُ الْعِلْكُ مَقَامَهُ الخ –

২. * আততাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৫৪

৩. * ইমদাদুল ফাতাওয়া–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫

৪. * আল মু'জামুল ওয়াসীত– علك শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

◆ মহিলাদের জন্য কুলুখ ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের ছোট ইস্তেঞ্জার সময় কুলুখ ব্যবহার করা মুস্তাহাব কি-না ?

উত্তর ঃ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ফাতাওয়া শামী ব্যতিত অন্য কোথাও এর হদিস পাওয়া যায় না। ফাতাওয়া দারুল উলূমে শুধু শামীর উদ্ধৃতির ভিত্তিতেই এটাকে উত্তম বলা হয়েছে। বস্তুতঃ মহিলাদের ছোট ইস্তেঞ্জার পর কুলুখ ব্যবহার করাটা যদি আমল করার মত কিছু হতো তাহলে তা যেহেতু দৈনন্দিনের কয়েকবারের ব্যাপার সেহেতু এ ব্যাপারে নবীজীর (সঃ) যুগ সহাবীদের যুগ ও তাবেইনদের যুগ থেকে আমলও চলে আসতো, আর কিতাবাদির মধ্যেও এ সম্পর্কে মহিলাদের অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারের মত বহুল আলোচনা থাকত। কিন্তু এসবের কিছুই নেই। অন্য দিকে মহিলাদের সংশ্লিষ্ট শারীরিক কাঠামোর সাথেও কুলুখ ব্যবহারের ব্যাপারটা সঙ্গতিহীন মনে হয়। এ'লাউস সুনানে এ সম্পর্কে আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর বিস্তারিত আলোচনা দেখে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, ছোট ইস্তেঞ্জার (প্রস্রাবের পর মহিলাদের কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নত মুস্তাহাব বা উত্তম কিছুই নয়।)

এ'লাউস সুনান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩১২-৩১৩ নং পৃষ্ঠায় আছে ঃ

قُلْتُ وَلٰكِنْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا .... وَهُوَ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ السُّنَّةَ فِى الْقُبُلِ لَهَا هُوَ الْغُسْلُ وَحْدَهُ الخ -

◆ মসজিদে প্রবেশের জন্য তায়াম্মুম

প্রশ্ন ঃ গোছল ফরয হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করতে হলে তায়াম্মুম করা জরুরী কি-না ?

উত্তর ঃ ওযর থাকলে যেমন, মসজিদের বাইরে চোর-ডাকাতের প্রবল ভয় থাকলে বা গোসলের জন্য পানির ব্যবস্থা মসজিদের অভ্যন্তরে হলে এবং মসজিদে প্রবেশ করা ব্যতীত পানি সংগ্রহ করার কোন পথ না থাকলে-এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতে হলে তায়াম্মুম করা ওয়াজিব। এমনিভাবে মসজিদে থাকা অবস্থায় যদি গোছল ফরয হয়ে যায় আর কোন ওযরের কারণে মসজিদ থেকে বের হতে বিলম্ব হয়, তাহলেও তায়াম্মুম করে নেয়া ওয়াজিব। আর সাথে সাথে বের হলে তায়াম্মুম করে নেয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। উল্লেখ্য যে, এসব তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা বা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না।

১. * মাবসূত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১১৮ নং পৃষ্ঠায় আছে-

مُسَافِرٌ مَرَّ بِمَسْجِدٍ فِيْهِ عَيْنُ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ فَاِنَّهُ يَتَيَمَّمُ لِدُخُوْلِ الْمَسْجِدِ لِاَنَّ الْجَنَابَةَ تَمْنَعُهُ مِنْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ عِنْدَنَا سَوَاءٌ قَصَدَ الْمَكْثَ فِيْهِ أَوِ الْاِجْتِيَازَ .

২. * আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় আছে-

وَاِنِ احْتَلَمَ فِى الْمَسْجِدِ تَيَمَّمَ لِلْخُرُوْجِ اِذَا لَمْ يَخَفْ وَاِنْ خَافَ يَجْلِسُ مَعَ التَّيَمُّمِ وَلَا يُصَلِّىْ وَلَا يَقْرَأُ وَصَرَّحَ فِى الذَّخِيْرَةِ اَنَّ هٰذَا التَّيَمُّمَ مُسْتَحَبٌّ وَظَاهِرُمَا قَدَّمْنَاهُ فِى التَّيَمُّمِ عَنِ الْمُحِيْطِ اَنَّهُ وَاجِبٌ -

৩. * কিতাবুল ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯
৪. * তাবয়ীনুল হাকায়েক–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৪
৬. * তাহতাবী আলাদ্দুর–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৭ ও ৯৮
৭. * রদ্দুর মুহতার–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩১২ ও ৩১৩
৮. * ইলমুল ফিকহ–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯২ ও ১০১
৯. * ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–প্রথম খণ্ড, ৫১২
১০. * কিফায়াতুল মুফতী–তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬

◆ মসজিদ অতিক্রম করে কামরায় প্রবেশ

প্রশ্ন ঃ মসজিদ সংলগ্ন কামরায় প্রবেশ করার জন্য মসজিদের ভিতরের অংশ অতিক্রম করা ব্যতীত কোন ব্যবস্থা নেই। উক্ত কামরায় ইমাম সাহেব স্ত্রীসহ বসবাসের জন্য ইমাম সাহেব ও তার স্ত্রী মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে কি-না ?

উত্তর ঃ মসজিদকে রাস্তা বানানোর ব্যাপারে শরিয়তে নিষেধাজ্ঞা আছে। তবে অনন্যোপায় অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের অবকাশ আছে। এমতাবস্থায় দৈনিক একবার দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেয়া উচিৎ। এ অবকাশ শুধু ইমাম সাহেবের জন্য নয় বরং তার স্ত্রীর জন্যও।

১. * ফাতাওয়া আলমগীরী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১১০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

رَجُلٌ يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ وَيَتَّخِذُهُ طَرِيْقًا اِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَايَجُوْزُ وَبِعُذْرٍ يَجُوْزُ ثُمَّ اِذَا جَازَ يُصَلِّىْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً لَا فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ -

২. শামী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৫৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(كُرِهَ تَحْرِيْمًا الْوَطْءُ فَوْقَهُ وَالْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ لِاَنَّهُ مَسْجِدٌ اِلٰى عَنَانِ السَّمَاءِ) وَاتِّخَاذُهُ طَرِيْقًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَصَرَّحَ فِى الْقُنْيَةِ بِفِسْقِهِ بِاِعْتِيَادِهِ (قَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ) قَوْلُهُ وَاتِّخَاذُهُ طَرِيْقًا فِى التَّعْبِيْرِ

بِالْاِتِّخَاذِ اِيْمَاءٌ اِلٰى اَنَّهُ لَا يُفَسَّقُ بِمَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ وَلِذَا عَبَّرَ فِى الْقُنْيَةِ بِاِعْتِيَادِ - نَهْرٌ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ بِعُذْرٍ جَازَ وَيُصَلِّىْ كُلَّ يَوْمٍ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ مَرَّةً - بَحْرٌ - وَ عَلَى الْخُلَاصَةِ اَىْ اِذَا تَكَرَّرَ دُخُوْلُهُ تَكْفِيْهِ التَّحِيَّةُ مَرَّةً -

৩. ফাতাওয়া সিরাজিয়া গ্রন্থের ৭১ নং পৃষ্ঠায় আছে-

رَجُلٌ يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ وَيَتَّخِذُهُ طَرِيْقًا فَاِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ يُكْرَهُ -

৪. * তাহতাবী আলাদ্দুর-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৭

৫. * ফাতাওয়া মাহমূদিয়া-১৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৫

৬. * ফাতাওয়া রাহীমিয়া-ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯২

নামায অধ্যায়

◆ দ্রুতগামী রকেটে নামায

প্রশ্ন ঃ দ্রুতগামী রকেট যা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করতে পারে সে রকেটের আরোহীগণ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় কত ওয়াক্ত নামায পড়বেন ?

উত্তর ঃ প্রতি ঘূর্ণনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। তবে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাওয়ার সময় হয়ত ওযূ করে নামায পড়ে শেষ করা যায় এ পরিমাণ সময় মাগরিব ও ফজরের ওয়াক্তে নাও পাওয়া যেতে পারে, তাই সে নামায পরে কাজা করে নিবে। কেননা, নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য তাকবীরে তাহরীমা পরিমাণ সময় পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট যা উক্ত দ্রুতগামী রকেটে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

১. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা নং ৯৫

২. নিযামুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৬ ও ৬৭

◆ বিমানে নামাযের ওয়াক্ত

প্রশ্ন ঃ বিমান পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে সাধারণতঃ নামাযের সময় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে, পূর্বদিকে যেতে থাকলে নামাযের সময় ক্রমশঃ কমতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো এর ফলে নামাযের হুকুমে কোনরূপ পরিবর্তন আসবে কি-না ?

উত্তর ঃ ওয়াক্ত বৃদ্ধি পাওয়া আর কমে যাওয়াতে নামাযের হুকুমে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না। বিমান পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে নামাযের ওয়াক্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে তা ঠিক, এমনিভাবে পূর্বদিকে যেতে থাকলে ওয়াক্তের ব্যাপ্তি ছোট হয়ে আসে তাও ঠিক ; কিন্তু তাতে কোন নতুন ওয়াক্ত সৃষ্টি হয় না বা কোন ওয়াক্ত হারিয়ে যায় না। সুতরাং যখন যে নামাযের ওয়াক্ত আসবে তখন সেখানকার ওয়াক্ত মতে সে নামায আদায় করে নিলেই চলবে।

প্রশ্ন ঃ মাগরিব পড়ার পর সূর্যের গতির চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বিমানে চড়ে পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে যদি পুনরায় আছরের ওয়াক্ত এসে যায়, তাহলে আরোহীগণের জন্য আছর ও মাগরিবের নামায পুনরায় পড়তে হবে কি-না ?

উত্তর ঃ ফিকাহবিদ্‌দের মাঝে এ ব্যাপারে প্রমাণভিত্তিক মতানৈক্য বিদ্যমান থাকায় আরোহীগণের উপর আছর ও মাগরিবের নামায পুনরায় পড়া সতর্কতামূলক ওয়াজিব।

১. শামী সংযোজিত আদদুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৬০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَلَوْغَرَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ هَلْ يَعُوْدُ الْوَقْتُ.اَلظَّاهِرُ نَعَمْ -

২. শামী–প্রথম খণ্ড ঃ ৩৬১ নং পৃষ্ঠা

৩. আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড ঃ ১৩৪ নং পৃষ্ঠা

◆ যে সব অঞ্চলে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া যায় না

প্রশ্ন ঃ যে সব এলাকায় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া যায় না সে সব এলাকায় কোন্ নামায কখন পড়বে ?

উত্তর ঃ দৈনিক (২৪ ঘণ্টায়) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া যাওয়া না যাওয়া হিসেবে পৃথিবীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১। যে সকল অঞ্চলে কোন কোন মৌসুমে ২৪ ঘণ্টার ভিতর সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা বা এর অধিক সময় (এমনকি প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত) দিন বা রাত থাকে। যেমন ঃ উত্তর গ্রীনল্যান্ড ও এর প্রতিপাদ স্থানসমূহ এবং সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চল।

২। যে সকল অঞ্চলে সূর্য ২৪ ঘণ্টার ভিতর উদয় হয় ও অস্ত যায় বটে কিন্তু কোন কোন মৌসুমে সূর্য ১২ ডিগ্রীর বেশি উপরে উঠে না বা ১২ ডিগ্রীর বেশী নীচে নামে না যা ৫৫° অক্ষাংশ ও এর পরবর্তী এলাকা যেমন নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদিতে কোন কোন মৌসুমে হয়ে থাকে।

৩। যে সকল অঞ্চলে সূর্য ২৪ ঘণ্টার ভিতর উদয় হয় ও অস্ত যায় এবং ১২ ডিগ্রীরও বেশী উপরে উঠে। (এমনকি ৯০ ডিগ্রী পর্যন্ত উপরে উঠে) এবং সমপরিমাণ নীচেও নামে।

উপরোক্ত অঞ্চল বা এলাকাত্রয়ের শেষোক্ত অঞ্চলে যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া যায়, তাই তা নিয়ে কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নেই। তবে প্রথমোক্ত এলাকায় যেহেতু যথার্থরূপে ও স্বাভাবিকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া যায় না, তাই উক্ত এলাকায় হিসাব করে প্রতি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে।

১. * ফাতাওয়া শামী–প্রথম খণ্ড ঃ ৩৬৫ পৃষ্ঠা

২. * তাহতাবী আলাল মারাকী–১৪৩ পৃষ্ঠা

৩. * ফাতাওয়া দারুল উলুম (কাদীম) ১ম ও ২য় খণ্ড ঃ ৬৩ পৃষ্ঠা

৪. * আহসানুল ফাতাওয়া ২য় খণ্ড ঃ ১১৪ পৃষ্ঠা

হিসাব করে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সব এলাকায় বছরে কোন দিনই ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যথারীতি সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় না, সেখানকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এমন এলাকার সময়সূচী অনুসরণ করবে, যে এলাকায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যথারীতি সময় পাওয়া যায়।

১. তাকমিলাতু ফাত্হিল মুলহিম–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮২

২. আহসানুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫

উল্লেখ্য যে, নিকটবর্তী এলাকার সময় অনুসরণ করার অর্থ এই নয় যে, তারা যে সময় যে নামায আদায় করে ঠিক সে সময়ে এরাও সে নামায আদায় করবে। বরং এর অর্থ হলো নিকটবর্তী এলাকাটিতে দুই নামাযের শুরু ওয়াক্তের মাঝখানে যে পরিমাণ সময়ের পার্থক্য থাকে এরাও উক্ত দুই নামাযের শুরু ওয়াক্তের মাঝখানে ততটুকু পার্থক্য করবে।

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১১

২. ফাতাওয়া দারুল উলুম–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩০

পক্ষান্তরে, যে সব এলাকায় বছরের কোন না কোন সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যথারীতি সময় পাওয়া যায় সে সব এলাকার

লোকজন নিজেদের এলাকায় যে দিন সর্বশেষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া গিয়েছিল, সে দিনের সময় অনুযায়ী নামায আদায় করবে।

* ফাতাওয়া শামী–প্রথম খণ্ড, ৩৬৩ নং পৃষ্ঠা

আহসানুল ফাতাওয়া–দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ নং পৃষ্ঠা

আর দ্বিতীয়োক্ত এলাকা অর্থাৎ সে সকল এলাকায় কোন কোন মৌসুমে সূর্য ২৪ ঘণ্টার ভিতর উদয় ও অস্ত যায় বটে, কিন্তু সূর্য ১২ ডিগ্রীর উপরে উঠে না বা ১২ ডিগ্রীর নিচে নামে না। ফলে সংশ্লিষ্ট মৌসুমে দিন বা রাত ছোট হয়ে যায়। দিন ছোট হলে নামাযের ওয়াক্ত নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয় না। কেননা, সূর্য উদয় হওয়ার আগে ফজর, সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহর আর যোহরের সময় ও সুর্যাস্তের মাঝামাঝি সঙ্গতিপূর্ণ সময়ে আছর ও সূর্যাস্তের পর মাগরিব পড়ে নেয়া যায়।

তবে সমস্যা হয় বেশী ছোট রাতের নামায নিয়ে। কেননা, রাত যদি এত ছোট হয় যে, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের নিচে ১৫ ডিগ্রীর বেশী যায় না। অর্থাৎ শুভ্র আভা (شَفَقٌ اَبْيَضُ) শেষ হওয়ার আগেই পূর্ব আকাশে সুবহে সাদেক দেখা দেয়, তাহলে এখানে যথারীতি এশার নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় করণীয় হলো, সূর্য ১২ ডিগ্রীর নীচে যাওয়ার পর হতে ১৫ ডিগ্রীর ভিতর এশার নামায পড়ে নিতে হবে। অতপর সুবহে সাদিকের পর ফজরের নামায পড়বে। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের নীচে ১২ ডিগ্রীর বেশী যায় না ফলে সেখানে লাল আভা (شَفَقٌ اَحْمَرُ) শেষ হওয়ার আগেই যেহেতু ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ কোন মাযহাব বা ইমামের মতে ইশার ওয়াক্ত পাওয়া যায় না। সেহেতু এমতাবস্থায় করণীয় হলো ঃ পশ্চিম আকাশে লাল আভা (شَفَقٌ اَحْمَرُ) শেষ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ অর্ধরাত পর্যন্ত) সময়কালকে দুইভাগে ভাগ করে প্রথমভাগে মাগরিব ও দ্বিতীয় ভাগে ইশার নামায আদায় করবে।

* তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০

জ্ঞাতব্য

২৩ শে সেপ্টেম্বর ও ২১ শে মার্চ উভয় মেরু সূর্য হতে সমান দূরে অবস্থান করে। এই দিন দুটিতে সূর্য ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয় এবং নিরক্ষরেখার (বিষুবরেখা) উপর মধ্যাহ্ন সূর্য লম্বভাবে (৯০° কোণে) কিরণ দেয়। এই দুই তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়।

২১ শে মার্চের পর হতে ২৩ শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত দিন এবং দক্ষিণ মেরুতে অবিরত রাত থাকে। আর ২৩ শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে ২১ শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত রাত এবং দক্ষিণ মেরুতে অবিরত দিন থাকে।

২১ শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সব চেয়ে বড় এবং রাত সব চেয়ে ছোট হয়, দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত হয়। এই দিন ৬৬ $\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে কুমেরু পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা রাত থাকে। ৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর এবং ৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ সমাক্ষ রেখাদ্বয়কে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত এবং কুমেরুবৃত্ত বলা হয়।

২২ শে ডিসেম্বর তারিখে উত্তর গোলার্ধে ৬৬ $\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে সর্বত্র রাত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে সর্বত্র দিন থাকে।

◆ ভিন্ন মাযহাব অবলম্বী ইমামের পিছনে ইক্তেদা

প্রশ্ন ঃ হানাফী মাযহাব অবলম্বী ব্যক্তি অন্য মাযহাব অবলম্বী বা লা-মাযহাবীদের ইমাম হতে পারবে কি ?

উত্তর ঃ সকল নামাযেই হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারী ভিন্ন মাযহাব অবলম্বী বা লা-মাযহাবীদের ইমাম হতে পারবে। তবে, মুক্তাদী যদি শাফিঈ মাযহাব অবলম্বী হয় তাহলে লক্ষণীয় যে, হানাফী ইমাম দ্বারা এমন কোন কাজ সংঘটিত না হতে হবে যার ফলে শাফিঈ মাযহাব মতে নামায পড়া যায় না বা নামায ফাসেদ হয়ে যায়। যেমন, শাফিঈ মাযহাবে নিজ স্ত্রী বা অন্য কোন মহিলাকে শুধুমাত্র স্পর্শ করলে ওযূ ভেঙ্গে যায়। তাই, হানাফী ইমাম যদি ওযূ করে কোন মহিলাকে স্পর্শ করে থাকেন, তাহলে পুনরায় ওযূ না করে শাফিঈ মাযহাব অবলম্বীদের ইমাম হতে পারবেন না। কেননা,

এমতাবস্থায় তিনি শাফিঈ মাযহাবীদের ইমামতি করা তাদের নামায নষ্ট করারই নামান্তর।

আর যদি মুক্তাদী মালেকী বা হাম্বলী মাযহাব অবলম্বী হয় তাহলে হানাফী ইমাম দ্বারা এমন কোন কাজ সংঘটিত না হতে হবে যার ফলে মালেকী বা হাম্বলী মাযহাব মতে নামায হয় না বা ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যায়। যেমন মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে ফরজ নামায আদায়কারীর জন্য নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয নয়। তাই হানাফী ইমাম নফল নামাযের নিয়তে মালেকী বা হাম্বলীদের কোন নামায পড়াতে পারবেন না। কারণ, এতে তাদের নামায নষ্ট করা হবে।

১. আল-ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৮০–১৮১ পৃষ্ঠায় আছে–

اِشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ اَنْ تَكُوْنَ صَلَاةُ الْاِمَامِ صَحِيْحَةً فِى مَذْهَبِ الْمَامُوْمِ ...... اَوْ صَلّٰى شَافِعِيٌّ خَلْفَ حَنَفِيٍّ لَمَسَ امْرَئَةً مَثَلًا فَصَلَاةُ الْمَامُوْمِ بَاطِلٌ ...... وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَا كَانَ شَرْطًا فِىْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فَالْعِبْرَةُ فِيْهِ بِمَذْهَبِ الْاِمَامِ فَقَطْ ...... وَاَمَّا مَا كَانَ شَرْطًا فِىْ صِحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ فَالْعِبْرَةُ فِيْهِ بِمَذْهَبِ الْمَامُوْمِ الخ –

২. আল-মুগনী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০–১৯১

প্রশ্ন ঃ হানাফী মাযহাব অবলম্বী ইমাম অন্য মাযহাব অবলম্বী বা লা-মাযহাবীদের ইমাম হয়ে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীদের অনুসৃত মাযহাব অনুসরণ করতে পারবেন কি ? যেমন ইমাম সাহেব সূরা হাজ্বের শেষ (দ্বিতীয়) সেজদার আয়াতটি নামাযে পড়লেন। হানাফী মাযহাব মতে এ আয়াতে সেজদা নেই। পক্ষান্তরে, শাফিঈ মাযহাব মতে এ আয়াতে সেজদা আছে। এখানে ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের খেয়াল করে সেজদা দিতে পারবেন কি ?

উত্তর ঃ হানাফী ইমাম নিজ অনুসৃত মাযহাব মোতাবেক নামায পড়াবেন। হানাফী মাযহাব মতে নামাযে সে সকল ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মোয়াক্কাদা রয়েছে সেগুলোতে ছাড় দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

তেমনিভাবে হানাফী ইমাম ভিন্ন মাযহাব অবলম্বীদের প্রতি খেয়াল করতে গিয়ে যদি হানাফী মাযহাব মতে কোন মাকরূহ কাজে লিপ্ত হতে হয় তাহলেও ভিন্ন মাযহাব অবলম্বীদের প্রতি খেয়াল করার অবকাশ নেই।

অতএব, হানাফী ইমাম সূরা হজ্জের দ্বিতীয় সেজদার আয়াত পাঠ করলে শাফিঈ মাযহাব অবলম্বীদের প্রতি খেয়াল করে তেলাওয়াতে সিজদা করতে পারবেন না। তবে হানাফী মাযহাবের কোন হুকুম লঙ্ঘন না করে এবং হানাফী মাযহাব মতে কোন মাকরূহ কাজে লিপ্ত না হয়ে ভিন্ন মাযহাব অবলম্বীদের রেয়াত (লক্ষ্য) করতে পারলে তা করা যায়।

১. আদদুররুল মুখ্‌তার ১ম খণ্ডের ১৪৭ নং পৃষ্ঠা আছে–

لٰكِنْ يَنْدُبُ لِلْخُرُوْجِ مِنَ الْخِلَافِ لَاسِيَّمَا لِلْاِمَامِ لٰكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ لُزُوْمِ اِرْتِكَابِ مَكْرُوْهِ مَذْهَبِهٖ -

২. দারুল উলুম জাদীদ–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৯

৩. দারুল উলুম জাদীদ–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৩

◆ ভিন্ন মায্‌হাব অবলম্বী বা লা-মায্‌হাবীদের পিছনে ইক্তিদা বা তাদের ইমামতি করা

প্রশ্ন ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারী ব্যক্তি কোন্ কোন্ নামাযে লা-মায্‌হাবী বা অন্য মায্‌হাব অনুসারী ইমামের ইক্তেদা করতে পারবে আর কোন্ কোন্ নামাযে পারবে না।

উত্তর ঃ হানাফী মায্‌হাব অনুসারী ব্যক্তি সকল নামাযেই অন্য মায্‌হাব অনুসারী ইমামের ইক্তেদা করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, হানাফী মুক্তাদী এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে হবে যে, ইমাম সাহেব হানাফী মায্‌হাব মতে প্রমাণিত নামাযের সকল ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রাখেন।

মুক্তাদী এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে যে কোন নামাযে ভিন্ন মায্‌হাব অনুসারী ইমামের ইক্তেদা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে, হানাফী মায্‌হাব অনুসারী মুক্তাদী যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যে, ইমাম সাহেব হানাফী মাযহাব মতে প্রমাণিত নামাযের ভিতর ও বাহিরের ফরজগুলোর প্রতি খেয়াল রাখেন না, তাহলে হানাফী মুক্তাদির

জন্য তার ইক্তেদা করা জায়েয হবে না। (যেমন ভিন্ন মায্হাবের অনুসারী কোন ইমাম যদি নিজ অনুসৃত মাযহাব মতে রমজান মাসে বিতিরের নামায দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাকাত পড়ে, তাহলে তার পিছনে হানাফী মুক্তাদী ইক্তেদা করতে পারবে না। তদ্রূপ হানাফী মায্হাব মতে কোন ইমাম মুকিম অথচ ইমামের অনুসৃত মায্হাব মতে সে মুসাফির তাই সে (ইমাম) কসর পড়ে কিংবা হানাফী মায্হাব মতে ইমাম মুসাফির কিন্তু ইমামের অনুসৃত মায্হাব মতে সে মুকীম ফলে সে চার রাকাত পড়ে। এমতাবস্থায় হানাফী মুক্তাদির জন্য উক্ত ইমামের ইক্তেদা করা যাবে না।

এমনিভাবে ভিন্ন মাযহাব অবলম্বী ইমাম দুই ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তের ভিতর পড়তে গিয়ে যে নামাযটিকে তাঁর ওয়াক্ত আসার আগেই পড়বে সে নামাযটিতে হানাফী মুক্তাদি ঐ ইমামের ইক্তেদা করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে, হানাফী মুক্তাদি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন যে, উক্ত ইমাম শুধু ফরজগুলোর ক্ষেত্রে হানাফী মায্হাবের রেয়াত করেন, ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলোর ক্ষেত্রে করেন না, তাহলে তার ইক্তেদা করা মাকরূহে তাহ্রীমি। হানাফী ইমাম পাওয়া না গেলে একা পড়া ভাল। তবে (হানাফী) মুক্তাদি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন যে, উক্ত ইমাম সাহেব শুধু ফরজ ও ওয়াজিবের রেয়াত করেন কিন্তু সুন্নাতগুলোর রেয়াত করেন না তাহলে তার পিছনে ইক্তেদা করা মাকরূহে তানযীহি। হানাফী ইমাম পাওয়া না গেলে একাকী পড়ার চেয়ে ইক্তেদা করা ভাল।

ইমাম মুক্তাদীর মাযহাব মতে ফরয-ওয়াজিবের রেয়াত করেন কি করেন না তা যদি জানা না থাকে, তাহলে ইক্তেদা করা মাকরূহে তাহ্রীমি।

এখন কথা হলো লা-মায্হাবী (যে মায্হাব চতুষ্টয়ের কোন মায্হাব মানে না) ইমামের পিছনে ইক্তেদা নিয়ে, এ ব্যাপারে লক্ষণীয় হলো ঃ সেই লা-মায্হাবী যদি এমন ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী হয় যার ফলে সে কাফের না হলেও ফাসেক হয়ে যায়, (যেমন ঃ মায্হাব মেনে চলাকে শিরক মনে করা বা মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ইত্যাদি) এ ধরনের লা-মায্হাবী ইমামের ইক্তেদা মাকরূহে তাহ্রীমি। (একা পড়া ভাল)

পক্ষান্তরে যদি সেই লা-মায্হাবী ইমাম, সঠিক আকীদা পোষণ করেন এবং হানাফী মায্হাব মতে নামাযের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহের প্রতি

লক্ষ্য রাখেন, তাহলে তার ইক্তেদা করা জায়েয। আর যদি রেয়াত (লক্ষ্য) না করেন তাহলে ভিন্ন মায্হাব অবলম্বী ইমামের ইক্তেদা করার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য।

১. তাহতাবী আলাল মারাকী–২৩২ নং পৃষ্ঠা

২. আদদুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮

৩. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭

৪. আহসানুল ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮২

৫. মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭১

প্রশ্ন ঃ হানাফী মুক্তাদী যথারীতি ভিন্ন মায্হাব অবলম্বী ইমামের ইক্তেদা করলো, এখন মুক্তাদী তার ইমামকে সকল বিষয়ে অনুসরণ করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ হানাফী মুক্তাদী যখন ভিন্ন মায্হাবী বা লা-মায্হাবী ইমামের ইক্তেদা করবেন তখন তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে ইমামের অনুকরণ করবেন না।

(১) ইমাম তাঁর অনুসৃত মায্হাব মতে ফজরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়লে হানাফী মুক্তাদি তার অনুকরণ করতে পারবেন না বরং তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ইমামের অনুকরণ করে দোয়ায়ে কুনুত পড়লে তা মাকরূহ হবে।

১. শামী সংযোজিত আদদুররুল মুখতার–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮

২. মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪

(২) হানাফী মায্হাব মতে আছরের সময় হওয়ার আগে (অর্থাৎ যে কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার আগে) ইমাম যদি (তাঁর নিজ অনুসৃত মায্হাব মতে সময় হওয়ার কারণে) আছরের নামায শুরু করেন তাহলে হানাফী মুক্তাদী তার পিছনে আছরের নামাযের ইক্তেদা না করা বাঞ্ছনীয়। বরং যথাসময়ে নামায জামাতে আদায় করা সম্ভব না হলে একাকী পড়বে।

তবে হারামাইন শরীফে আছরের জামাত যখনই হোক না কেন তাতে শরীক হবে।

* মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪

(৩) রুকূর তাকবীরে হাত উঠানো যাবে না।

* শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭২

(৪) ইমাম জানাযার তাকবীর চারের অধিক বললে অতিরিক্ত তাকবীরে তার অনুকরণ করা যাবে না।

১. * তাহতাবী আলাল মারাকী–৪৮৩ নং পৃষ্ঠা

২. * শামী–১ম খণ্ড, ৪৭২ নং পৃষ্ঠা

৩. * শামী–২য় খণ্ড, ১২ নং পৃষ্ঠা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে অন্য মায্হাব অবলম্বনকারী ইমামের অনুকরণ করা যায় ঃ

(১) ভিন্ন মায্হাব অবলম্বনকারী ইমাম ঈদের নামাযে ছয় (৬) তাকবীরের অতিরিক্ত তাকবীর বললে ১৬ তাকবীর পর্যন্ত অনুকরণ করা যেতে পারে।

১. * শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭২

২. * শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২

৩. * মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪

উল্লেখ্য যে, ঈদের নামায হানাফী মায্হাবে ওয়াজিব হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর এক রেওয়াত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর সিদ্ধান্ত হলো ঈদের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (দরসে তিরমিযী/২/৩০২) সে মতে ইমাম সাহেব ঈদের নামাযকে সুন্নাত মনে করলেও তার পিছনে ইক্তেদা করা যাবে।

* শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৬

(২) ভিন্ন মায্হাব অবলম্বী ইমাম সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করলে তার অনুকরণ করা ওয়াজিব।

* শামী–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭২

(৩) রমজানের বিতির নামাযে ইমাম রুকূর পরে কুনুত পড়লেও তার অনুকরণ ওয়াজিব।

* শামী–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭২

(৪) নামাযে সিজদায়ে তিলাওয়াতে (অর্থাৎ সূরায়ে "হাজ্জ"-এর দ্বিতীয়টি করা ও সূরায়ে ছোয়াদ-এর সিজদা না করার) ক্ষেত্রে ভিন্ন মায্হাব অনুসারী ইমামের অনুকরণ করা ওয়াজিব

* শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০৫

* মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪

(৫) বিতিরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়ার সময় অন্য মায্হাব অনুসারী ইমাম যদি হাত উঠিয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে তাহলে তার অনুসরণে হানাফী মুক্তাদির জন্যও হাত উঠিয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়া বাঞ্ছনীয়।

* মারাকী (তাহতাবী সংযোজিত) ৩০৫ নং পৃষ্ঠা

◆ যারা বিতির নামায দুই সালামে পড়েন তাদের পিছনে হানাফীদের ইক্তেদা

প্রশ্ন ঃ বিতিরের নামায জামাতে আদায় করার সময় ইমাম যদি দুই সালামে বিতির পড়ান, তাহলে হানাফী মায্হাবকে যারা হক্ব বলে মনে করেন তাদের পক্ষে ঐ ইমামের পিছনে বিতির পড়া ছহীহ্ হবে কি ?

উত্তর ঃ রমজানে বিতিরের নামাযও জামাতের সাথে আদায় করা হয়। আর এক্ষেত্রে হারামাইনের ইমাম সাহেবগণ দুই সালামের সাথে বিতিরের নামায আদায় করে থাকেন। এ জন্য এরূপ ইমামের পিছনে হানাফীদের ইক্তেদা ছহীহ হবে না। কাজেই হানাফীদের বিতির নামায আলাদা পড়তে হবে।

* ফাতাওয়া শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮

◆ ইমাম ও মুক্তাদী কখন দাঁড়াবেন

প্রশ্ন ঃ জামাতের সময় হওয়ার পর ইমাম সাহেব আসছেন এ সময় মুয়ায্যিন কখন ইকামত শুরু করবেন ? ইমাম সাহেব এসে কি করবেন? মুক্তাদীগণ কখন দাঁড়াবেন ?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেবকে দেখামাত্র মুয়ায্যিন ইকামত শুরু করবেন, ইমাম সাহেব মেহরাবে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বাকি রইল মুক্তাদীগণ

কখন দাঁড়াবেন? ইমাম সাহেব যদি পেছনের দিক দিয়ে আসেন, তাহলে তিনি যখন যেই কাতারে পৌঁছবেন তখন সেই কাতারের লোকজন দাঁড়িয়ে যাবেন। আর যদি ইমাম সাহেব সামনের দিক দিয়ে আসেন, তাহলে তাঁকে দেখামাত্র সকলেই দাঁড়িয়ে যাবেন।

১. আদদুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاِلَّا فَيَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ يَنْتَهِيْ اِلَيْهِ الْاِمَامُ عَلَى الْاَظْهَرِ - وَاِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّامٍ قَامُوْا حِيْنَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ -

২. তাহতাবী আলাল মারাকী প্রথম খণ্ড ২২৫ নং পৃষ্ঠা

প্রশ্ন ঃ ইমাম সাহেব মেহরাব বা মেহরাবের কাছে নেই। কিন্তু জামাতের সময় হওয়ার পূর্ব থেকেই মসজিদের ভিতরেই মেহরাব থেকে দূরে কোথাও আছেন। এমতাবস্থায় জামাতের সময় হয়ে গেলে মুয়াযযিন কখন ইকামত শুরু করবেন ? ইমাম কখন দাঁড়াবেন এবং মুক্তাদিরা কখন দাঁড়াবেন ?

উত্তর ঃ জামাতের সময় হলে ইমাম সাহেব মেহ্‌রাবের দিকে অগ্রসর হবেন। আর মুয়ায্‌যিন ইকামত শুরু করবেন ইমাম সাহেব সামনে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তার পেছনের সকল কাতারের মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে যাবেন, আর সামনের দিকে ইমাম সাহেব যখন যে কাতার অতিক্রম করবেন তখন সেই কাতারের মুক্তাদীগণ দাঁড়াবেন।

শামী–গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاِنْ لَّمْ يَكُنِ الْاِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ بِأَنْ كَانَ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ اَوْ خَارِجَهُ وَدَخَلَ مِنْ خَلْفٍ الخ -

প্রশ্ন ঃ ইমাম সাহেব আগ থেকেই অর্থাৎ জামাতের সময় হওয়ার পূর্ব থেকেই মেহরাবের কাছে বসা আছেন–এমতাবস্থায় মুয়ায্‌যিন কখন ইকামত দিবেন ? ইমাম মুক্তাদিগণ কখন দাঁড়াবেন ?

উত্তর ঃ এমতাবস্থায় জামাতের সময় হওয়ার পর মুয়ায্‌যিন একামত শুরু করবেন। মুয়ায্‌যিন যখন একামতের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বা حَيَّ

عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন তখন ইমাম ও মুক্তাদীগণ দাঁড়াবেন, এটা উত্তম। পক্ষান্তরে, এমতাবস্থায় একামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে গেলেও কোন অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য যে, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় দাঁড়াবার কথা শুধু একমাত্র ঐ অবস্থার সাথেই প্রযোজ্য, যখন ইমাম সাহেব পূর্ব থেকেই মেহরাবের কাছে থাকবেন। অন্য সব অবস্থায় ইকামতের শুরুতেই দাঁড়াতে হয় যা বিস্তারিতভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কোন কোন মসজিদে দেখা যায় যে, সর্বাবস্থায়ই حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার আগ পর্যন্ত ইমাম ও মুক্তাদী বসে থাকেন এটা নিতান্তই পরিহারযোগ্য। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, যে অবস্থায় حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় দাঁড়াবার কথা বলা হল, তখনও যদি ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে যাওয়া হয় সেটাও দোষনীয় নয়।

১. তাহতাবী আলাদ্‌দুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২১৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ اِحْتِرَازٌ عَنِ التَّاخِيْرِ لَا التَّقْدِيْمِ حَتّٰى لَوْقَامَ اَوَّلَ الْاِقَامَةِ لَابَأْسَ -

২. তাহতাবী আলাল মারাকী–২২৫ নং পৃষ্ঠা

৩. শামী সংযোজিত আদদুররুল মুখতার–প্রথম খণ্ড, ৪৭৯ নং পৃষ্ঠা

৪. মাহমূদিয়া–৭ম খণ্ড, ৩১ নং পৃষ্ঠা

অধিকন্তু নেক কাজে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে।

অতএব, কেউ যদি সর্ব অবস্থায়ই ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যায়, তাকে খারাপ মনে না করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাকে ইবাদতের দিকে অগ্রসর মনে করা বাঞ্ছনীয়।

কোন কোন মসজিদে দেখা যায়, জামাতের সময় হলে ইমাম সাহেব মেহরাবে গিয়ে বসে পড়েন। অতঃপর মুয়ায্‌যিন দাঁড়িয়ে ইকামত দেন حَيَّ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বা عَلَى الصَّلَاةِ বলা পর্যন্ত ইমাম মুক্তাদী সকলেই বসে থাকেন এ পদ্ধতি কুরআন-সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য ফেকাহর কিতাব পরিপন্থী, যা বর্জন করা প্রয়োজন।

◆ মাসবুক কখন দাঁড়াবে

প্রশ্ন ঃ মাসবুক তার অবশিষ্ট নামায আদায়ের জন্য কখন দাঁড়াবে ? প্রথম সালামের পর না কি দ্বিতীয় সালামের শুরুতে না দ্বিতীয় সালাম শেষ হওয়ার পর ?

উত্তর ঃ উক্ত তিন সময়ের যে কোন সময়ে দাঁড়াতে পারে। তবে দ্বিতীয় সালাম শেষ হওয়ার পর দাঁড়ানো ভাল।

ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–খন্ড ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৯

◆ সিজদারত অবস্থায় পা কিভাবে রাখবে

প্রশ্ন ঃ সিজদারত অবস্থায় উভয় পা মিলিয়ে রাখবে না কি মাঝখানে উপরে নিচে সমপরিমাণ ফাঁক রাখবে ?

উত্তর ঃ আলোচ্য মাসআলাটি সম্পর্কে উভয় ধরনের (অর্থাৎ সিজদারত অবস্থায় উভয় পা মিলিয়ে রাখা ও মাঝখানে সমপরিমাণ ফাঁক রাখা) হাদিস বিদ্যমান থাকায় এবং মুজতাহিদ ফকীহ্গণের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না বিধায় উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। তাই উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের যে কোন একটি অনুযায়ী আমল করলেই চলবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী তদীয় আহসানুল ফতোয়ার তৃতীয় খণ্ডের ৪৯/৫০ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক কিছু বললেও তদপ্রতি অনুৎসাহিত করেছেন। কেননা, উপসংহারে তিনি বলেন–

یہ بَحث تبرُّعًا لکھدی ہے وَرنہ رُجوع اِلَی الْحَدِیْث وظیفۂ مُقَلِّد نہیں فِقْہ میں اُسکا کوئی ثُبوت نَہیں -

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী (রহঃ) এ'লাইস সুনান-এর ৩য় খণ্ডের ৩০ নং পৃষ্ঠায় উভয় পদ্ধতির হাদিসসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন বটে, তবে বিশেষভাবে কোন একটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেননি।

◆ সেজদারত অবস্থায় উভয় পা উঠে গেলে

প্রশ্ন ঃ সেজদারত অবস্থায় উভয় পা উঠে গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি ?

উত্তর ঃ কপাল মাটিতে থাকা অবস্থায় এক পা ও যদি ক্ষণিকের জন্য মাটিতে লেগে থাকে তাহলে সেজদার ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে পুরা সেজদার পূর্ণ সময়টাতে উভয় পা মাটিতে লাগিয়ে রাখা উচিত। কেননা, ইচ্ছাপূর্বক এক পা বা উভয় পা ক্ষণিকের জন্যও উঠিয়ে রাখা মাকরূহে তাহরীমি।

১. তাহতাবী আলাল মারাকী গ্রন্থের ১৮৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاَمَّا وَضْعُ الْقَدَمِ عَلَى الاَرْضِ فِى الصَّلَاةِ حَالَ السَّجْدَةِ فَرْضٌ - فَاِنْ وَضَعَ إِحْدٰيهُمَا دُوْنَ الْأُخْرٰى جَازَ وَيُكْرَهُ الخ -

২. আদদুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত) ১ম খণ্ড, ৪৪৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَمِنْهَا السُّجُوْدُ بِجَبْهَةٍ وَقَدَمَيْهِ وَ وَضْعُ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا شَرْطٌ

৩. ফাতাওয়া দারুল উলুম (জাদীদ)–৪র্থ খণ্ড, ৩৫ নং পৃষ্ঠা

৪. ফাতাওয়া দারুল উলুম (কদীম)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪৯

উল্লেখ্য যে, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদীয়ার দশম খণ্ডের ২৭০ নং পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডের ২০৫ নং পৃষ্ঠায় হযরত মুফতী মাহমূদ হাসান গাংগুহী (রহঃ) লিখেছেন ঃ এক রুকন বা তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় এ পরিমাণ সময় উভয় পা উপরে উঠে থাকলে নামায হবে না।

◆ মুসাফিরের পিছনে মুকীমের নামায

প্রশ্ন ঃ মুসাফির ইমাম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর পর মুকীম মুক্তাদী বাকি নামায কিভাবে পড়বে ? তদ্রূপ মুকীম মুক্তাদী যদি মাসবূক হয় তাহলে কিভাবে নামায শেষ করবে ?

উত্তর ঃ মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীম ব্যক্তি যদি প্রথম দুই রাকাত আদায় করে থাকে, তাহলে (চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে) পরবর্তী দুই রাকাত সূরা কেরাত ছাড়া (ইমামের কিয়াম পরিমাণ বা কম-বেশি) শুধু দাঁড়িয়ে থেকে যথারীতি রুকূ-সেজদা করে নামায শেষ করবে।

পক্ষান্তরে উক্ত মুক্তাদী যদি মাসবুক হয় অর্থাৎ মুসাফির ইমামের সাথে যদি শুধু দ্বিতীয় রাকাত পায় তাহলে প্রথমে সূরা কেরাত ছাড়া শেষের দুই রাকাত আদায় করার পর শুরুতে ছুটে যাওয়া রাকাত সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাকাতের পরেই বসবে।

উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম ছাড়াও আরো নিয়ম আছে। সেভাবে নামায আদায় করলেও নামায হয়ে যাবে। তবে তা পছন্দনীয় নয়।

১. শামী সংযোজিত আদদুররুল মুখতার এর প্রথম খণ্ডের ৫৯৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَمُقِيْمٌ اِئْتَمَّ بِمُسَافِرٍ (فِى الشَّامِيَةِ) فَهُوَ لَاحِقٌ بِالنَّظْرِ لِلْاَخِيْرَتَيْنِ –

২. ফতোয়ায়ে আলমগীরী–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯২

৩. শামী–প্রথম খণ্ড, ৫৯৫–৫৯৬ পৃষ্ঠায় আছে–

بَيَانُهُ مِمَّا فِىْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ – اَنَّهُ لَوْسَبَقَ ..... وَالْاَصْلُ : اَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّىْ عَلَى تَرْتِيْبِ صَلَاةِ الْاِمَامِ وَالْمَسْبُوْقُ يَقْضِىْ مَا سَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ –

◆ মাসবুকের সানা পড়ার বিধান

প্রশ্ন ঃ মাসবুক কখন সানা পড়বে ?

উত্তর ঃ মাসবুক তাকবীরে তাহরীমার সময় সানা পড়ে থাকুক বা না পড়ে থাকুক সর্বাবস্থায় তার জন্য সুন্নাত হলো ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম সানা পড়া।

এখন কথা হলো, ইমামের পিছনে ইক্তেদা করে তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়তে হয় কি-না ? এক্ষেত্রে কেরাতের অবস্থা দেখতে হবে। কেরাত যদি সরবে পড়া হয় তাহলে মাসবুক তাকবীরে তাহ্রীমার পর সানা পড়তে পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি কেরাত নীরবে পড়া হয় তাহলে সানা পড়তে পারবে।

উল্লেখ্য যে, ইমামকে রুকূ অবস্থায় পাওয়া গেলে দেখতে হবে যে, সানা পড়ে ইমামের সাথে রুকূতে শরীক হতে পারবে কি-না ? যদি শরীক

হতে পারবে বলে প্রবল ধারণা জন্মে তাহলে সানা পড়ে রুকূতে শরীক হবে।

তেমনিভাবে ইমামকে যে কোন রাকাতের প্রথম সেজদা অবস্থায় পাওয়া গেলে দেখতে হবে যে, সানা পড়ে ইমামের সাথে প্রথম সেজদাতে শরীক হতে পারবে কি-না ? যদি প্রথম সেজদাতে শরীক হতে পারবে বলে প্রবল ধারণা জন্মে তাহলে সানা পড়ে প্রথম সেজদাতে শরীক হবে। তবে সানা না পড়লেও নামাযে অসুবিধা হবে না।

তবে দ্বিতীয় সেজদা বা বসা অবস্থায় ইমামকে পাওয়া গেলে তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর সানা না পড়েই ইমামের সাথে শরীক হবে।

১. শামী–প্রথম খণ্ড, ৪৮৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

إِنْ كَانَ الْإِمَامُ يُجْهِرُ لَايُثْنِىْ وَإِنْ كَانَ يُسِرُّيُثْنِىْ -

২. শামী সংযোজিত আদদুররুল মুখতার ঃ ১ম খণ্ড, ৪৮৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا إِنْ أَكْبَرُ رَايِهِ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ أَتٰى بِهٖ - (وَفِى الشَّامِىْ) قَوْلُهُ سَاجِدًا اَىْ السَّجْدَةَ الْاُوْلٰى - كَمَا فِىْ الْمُنْيَةِ - وَاَشَارَ بِالتَّقْيِيْدِ بِرَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا اِلٰى اَنَّهُ لَوْ اَدْرَكَهُ فِىْ إِحْدَى الْقَعْدَتَيْنِ فَالْاَوْلٰى اَنْ لَّاَيُثْنِىَ لِتَحْصِيْلِ فَضِيْلَةِ زِيَادَةِ الْمُشَارَكَةِ فِى الْقُعُوْدِ وَكَذَا لَوْ اَدْرَكَهُ فِى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ -

◆ দ্বিপ্রহরের সংজ্ঞা

প্রশ্ন ঃ ঠিক দ্বিপ্রহরের (نِصْفُ النَّهَارِ) সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ। এখানে ঠিক দ্বিপ্রহর দ্বারা কোন সময়টিকে বুঝানো হয়েছে ? নফল রোযা, রমযানের রোযা নির্ধারিত তারিখে পালনীয় মান্নতকৃত রোযার নিয়ত ঠিক দ্বিপ্রহর এর পূর্বে করতে হয়। এখানে দ্বিপ্রহর বা نِصْفُ النَّهَارِ দ্বারা কোন সময়টিকে বুঝানো হয়েছে ? উল্লেখ্য যে, اَلضَّحْوَةُ الْكُبْرٰى (আযযাহওয়াতুল কুবরা) একটি ফেকহী পরিভাষা তা দ্বারা কী বুঝানো হয় ?

উত্তর ঃ প্রশ্নে উল্লিখিত প্রথম দ্বিপ্রহর (نِصْفُ النَّهَارِ) বলে সূর্য উদয় ও অস্ত গমনের ঠিক মধ্যভাগকে বুঝানো হয়। তখন নামায পড়া নিষিদ্ধ। আর রোযার নিয়তের সম্পর্ক যে দ্বিপ্রহরের বা نِصْفُ النَّهَارِ এর সাথে তার অর্থ হলো ঃ সুবহে সাদিক ও সূর্য অস্ত গমনের ঠিক মধ্যভাগ। যা বেলা ঠিক হওয়ার মোটামুটি ৪৫ (পয়তাল্লিশ) মিনিট পূর্বে হয়।

ফেকাহ্র পরিভাষায় এ দ্বিপ্রহরকেই আযযাহওয়াতুল কুবরা (اَلضَّحْوَةُ الْكُبْرٰى) বলা হয়।

১. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭২
২. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫
৩. তাহতাবী আলাদদুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪২
৪. আদদুররুল মুখতার–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৭
৫. বেহেশতী জেওর–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০২

◆ মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে বিলম্বের পরিমাণ

প্রশ্ন ঃ মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে কতখানি বিলম্ব করা যায় ?

উত্তর ঃ মাগরিবের আযান শেষ হওয়া মাত্রই ইকামত দেয়া যেমনিভাবে মাকরূহ, আযানের পর ইকামত দিতে বেশি বিলম্ব করাও তেমনি মাকরূহ।

দুই রাকাত নামায পড়া যায় পরিমাণ সময়ের চেয়ে কম সময় বিলম্ব করবে।

১. আদদুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত) ১ম খণ্ডের ৩৬৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

...... وَتَعْجِيْلُ مَغْرِبٍ مُطْلَقًا وَتَاخِيْرُهُ قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ يُكْرَهُ تَنْزِيْهًا -

২. তাহতাবী আলাল মারাকী–১৪৭ নং পৃষ্ঠা
৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া–খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩
৪. দারুল উলুম জদীদ–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮

◆ সালাম ফিরানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ সালাম কিভাবে ফিরাবে ? ডানে বামে মুখ ফিরাবার সাথে সাথে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে, না-কি, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ সামনের দিকে মুখ রেখে বলার পর ডানে বামে মুখ ফিরাবে, নাকি ডানে বামে মুখ ফিরানোর পরে اَلسَّلَامُ বলা শুরু করবে ?

উত্তর ঃ সালাম ফিরানোর সঠিক নিয়ম হলো প্রথম সালামে চেহারা কিবলার দিক হতে ডান দিকে ফিরাতে থাকবে এবং সাথে সাথে আসসালামু আলাইকুম বলতে থাকবে। চেহারা এতটুকু ফিরাবে যেন পিছনের ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার গাল দেখতে পায়। এরপর চেহারা ঠিক কিবলা বরাবর করে দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের ন্যায় অর্থাৎ চেহারা কিবলার দিক হতে বাম দিকে ফিরাতে থাকবে এবং সাথে সাথে আসসালামু আলাইকুম বলতে থাকবে। এটাই হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীদের জন্য অনুকরণীয়। এক্ষেত্রে এটাই চূড়ান্ত কথা। অবশ্য এ ব্যাপারে আয়েশা (রাযীঃ) বর্ণিত হাদিস ও মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহের আলোকে কোন কোন আলেম হয়ত ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তবে তা, হানাফী মাযহাব অবলম্বীদের জন্য ফিকহে হানাফীর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করা হবে।

১. আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ–প্রথম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা

২. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু–প্রথম খণ্ড, ৭২৫ নং পৃষ্ঠা

৩. আল হিদায়া–প্রথম খণ্ড, ১১৪ নং পৃষ্ঠা

৪. মিরকাতুল মাফাতীহ–২য় খণ্ড, ৩৫৬ নং পৃষ্ঠা

৫. মা'আরিফুস সুনান–তৃতীয় খণ্ড, ১১০–১১১ নং পৃষ্ঠা

৬. আল মারাকী (তাহতাবী–সংযোজিত) ২৩১ নং পৃষ্ঠা

এখানে উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবের কিতাবাদির মৌলিক সূত্র হতে নির্গত মাসআলাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় সালাম চেহারাকে সোজা পশ্চিম দিকে আনার পর শুরু করবে।

◆ মাসবূক (যিনি প্রথম রাকাতের রুকূর পর ইমামের সাথে শরীক হয়েছেন) ও ইমামের সালাম

প্রশ্ন ঃ নামায শেষ করার জন্য ইমাম সাহেব যে সালাম ফিরান মাসবূক সে সালাম ফিরাবে কি-না ?

উত্তর ঃ মাসবূক উক্ত সালাম ফিরাবে না। ইচ্ছা করে ফিরালে নামায ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যাবে। আর ভুলে ফিরালে নামায ফাসেদ তো হবে না বটে, তবে অবশিষ্ট নামায আদায়ান্তে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে যদি মাসবূকের "আসসালামু" শব্দটি ইমামের "আসসালামু" শব্দের আগে বা সাথে সাথে না হয়ে পরে হয়ে থাকে। আর সাধারণতঃ মুক্তাদীর সালাম পরেই হয়ে থাকে। সুতরাং সেজদায় সাহু করে নিবে।

১. বাদাইউস সানায়ে–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৬

২. শামী–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬৮

৩. প্রাগুক্ত–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮২–৮৩

৪. আহসানুল ফাতাওয়া–তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৫

উল্লেখ্য যে, মাসআলা সঠিকভাবে না জানার কারণে উক্ত সালাম ফিরিয়ে ফেললে সেটাও ইচ্ছাপূর্বক সালাম ফিরানো হয়েছে বলে গণ্য হবে, ফলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

* শামী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩

প্রশ্ন ঃ ইমাম যদি সেজদায়ে সাহুর জন্য সালাম ফিরান, মাসবূক সেই সালাম ফিরাবে কি-না ?

উত্তর ঃ মাসবূক উক্ত সালাম ফিরাবে না, সালাম ফিরানো ছাড়াই ইমামের সাথে সেজদায়ে সাহু করবে এবং তাশাহুদ পড়বে। তবে অবশিষ্ট নামাযের কথা স্মরণ না থাকার কারণে যদি মাসবূক সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে নামায ফাসেদ হবে না এবং এজন্য অবশিষ্ট নামায আদায়ান্তে সেজদায়ে সাহুও আদায় করতে হবে না। পক্ষান্তরে, যদি ইচ্ছাপূর্বক সালাম ফিরিয়ে থাকে অর্থাৎ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে নামায ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যাবে।

১. * বাদায়েউস সানায়ে প্রথম খণ্ড ঃ ১৭৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

ثُمَّ الْمَسْبُوْقُ إِنَّمَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِى السَّهْوِ دُوْنَ السَّلَامِ .... وَإِنْ سَلَّمَ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ - وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لَاتَفْسُدُ - وَلَاسَهْوَ عَلَيْهِ - لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ - وَيُتَابِعُهُ فِى التَّشَهُّدِ -

২. কিফায়াতুল মুফতী–তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯০

৩. ফাতাওয়া রাহীমীয়া–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২

সতর্কীকরণ ঃ

এ মাসআলার ক্ষেত্রে শুধু"শামী" ও আল্ বাহরুর রায়েক গ্রন্থদ্বয়ের ইবারত (ভাষ্য) দেখা যথেষ্ট নয়।

◆ ইমামের অবস্থা না জানলে কী করবে

প্রশ্ন ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে দূরত্বের কারণে বা অন্য কোন কারণে ইমামের অবস্থা (অর্থাৎ তিনি রুকূ করছেন না সিজদা করছেন) না বুঝার দরুন যদি মুক্তাদির কোন ফরজ বা ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় কী ? যেমন ঃ নিচের তলায় ইমাম নামায পড়াচ্ছেন এমতাবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেল, ইমাম সাহেব রুকূতে গেলেন এবং রুকূ থেকে উঠলেন। বিদ্যুৎ না থাকার দরুন উপরতলার মুক্তাদিগণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ এলো। ইমাম সাহেবের তাকবীর শুনে উপরতলার মুক্তাদীগণ একে রুকূর তাকবীর মনে করে রুকূতে গেলেন, অথচ তা ছিল সেজদার তাকবীর। মুক্তাদীগণ পরে জানতে পারলেন যে, ইমাম সাহেব সিজদায় আছেন বা প্রথম সিজদা শেষ করে দ্বিতীয় সেজদায় যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের করণীয় কী ?

উত্তর ঃ এমতাবস্থায় কোন রাকাত বা রাকাতের কোন অংশ (যেমন রুকূ, সেজদা বা কিয়াম) ছুটে গেলে সর্বপ্রথম ছুটে যাওয়া রাকাত বা রাকাতের অংশ (কেরাত ছাড়া) আদায় করবে, অতঃপর ইমামকে নামায পড়া অবস্থায় পাওয়া গেলে তার সাথে শরীক হয়ে বাকি নামায শেষ

করবে। পক্ষান্তরে ইমাম সাহেব নামায শেষ করে থাকলে সে একাকী (কেরাত ছাড়া) বাকি নামায পড়ে নিবে। আর যদি কেউ ছুটে যাওয়া অংশ না পড়ে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যায় এবং ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর সে সালাম না ফিরিয়ে ছুটে যাওয়া অংশ একাকী পড়ে নেয় তাতেও নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে এতে সে গুনাহগার হবে।

ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর উক্ত মুক্তাদী নামায পূর্ণ করার সময় যদি সিজদায় সাহু দিতে হয় এমন কোন কিছু করে ফেলে তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য যে, যদি নামাযের কোন ফরজ ছুটে যায় আর তা নামাযের মধ্যে আগে বা পরে আদায় না করা হয় তাহলে নামায-ই হবে না। পুনরায় অবশ্যই পড়তে হবে।

১. * তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ২৫০
২. শামী–প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭১
৩. প্রাগুক্ত–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯৫
৪. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৯২

◆ শ্বশুর বাড়িতে জামাতার কসর প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ জামাতা তার শ্বশুর বাড়িতে পুরো নামায আদায় করবে না কি কসর করবে ?

উত্তর ঃ জামাতা যদি শ্বশুর বাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাহলে সেখানে সে পুরা নামায পড়বে, অন্যথায় কসর করবে (যদি মুসাফির হয়)।

১. রহীমিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ১০
২. ইমদাদুল আহকাম–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯৬
৩. মাহমুদিয়া–১৪শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৮
৪. দারুল উলুম জাদীদ–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮২

◆ পিত্রালয়ে বিবাহিতা মহিলার নামায

প্রশ্ন ঃ বিবাহিতা মহিলা পিত্রালয়ে গেলে পুরো নামায পড়বে না কি কসর করবে ? এমনিভাবে সে মহিলার সন্তানেরা তাদের নানার বাড়িতে পুরো নামায পড়বে না-কি কসর করবে ?

উত্তর ঃ স্বামীর বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর যখন কোন মহিলা ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য পিত্রালয়ে যাবে তখন সে পিত্রালয়ে কসর করবে। তেমনিভাবে তার সন্তানেরা তাদের নানার বাড়িতে নামায কসর করবে (যদি তারা শরীয়ত সম্মতভাবে মুসাফির হয়)।

১. * ফাতাওয়া কাযীখান (আলমগীরী সংযুক্ত)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫

২. ইমদাদুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮৮

৩. মাহমূদিয়া–খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৮

৪. দারুল উলুম (কদীম)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১

◆ কতটুকু দূরত্বের উদ্দেশ্যে সফর করলে কসর করতে হবে

প্রশ্ন ঃ কি পরিমাণ দূরত্বের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলে নামায কসর করতে হয় ? আধুনিক মাইল ও কিলোমিটার হিসেবে এর পরিমাণ কি?

উত্তর ঃ ৪৮ মাইল দূরত্বের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলে নামায কসর করতে হয়। কিলোমিটারের হিসেবে এই দূরত্ব হলো ৭৭ ১/৪ (সোয়া সাতাত্তর) কিলোমিটার (প্রায়)।

গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

বিষয়টি বুঝতে হলে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক সূত্র জানতে হবে। যেমন–

ক. ৩৬ ইঞ্চি = ১ গজ।

১৭৬০ গজ = ১ মাইল (ইংরেজি)

খ. ১০০ সেন্টিমিটার = ১ মিটার।

১০০০ মিটার = ১ কিলোমিটার।

গ. ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার (প্রায়)

উক্ত সূত্রগুলো জানার পর এখন আমরা দেখতে পাই যে,

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার।

১ গজ = ২.৫৪ × ৩৬ = ৯১.৪৪ সেন্টিমিটার।

∵ ১ মাইল = ৯১.৪৪ × ১৭৬০ = ১৬০৯৩৪.৪ সেন্টিমিটার।

∵ ৪৮ মাইল = ১৬০৯৩৪.৪ × ৪৮ = ৭২৪৮৫১.২ সেন্টিমিটার।

∵ ৪৮ মাইল = ৭৭২৪৮.৫১২ মিটার।

∵ ৪৮ মাইল = ৭৭.২৪৮৫১২ কিলোমিটার।

∵ ৪৮ মাইল = ৭৭.২৫ কিলোমিটার (প্রায়)।

অনুসন্ধিৎসু উলামায়ে কেরামের খেদমতে

শরঈ সফরের দূরত্বের পরিমাণ প্রচলিত ইংরেজি মাইল হিসেবে ৪৮ মাইল, এ সিদ্ধান্তকে ভিত্তিহীন বলা যায় না। কেননা, ফাতহুল বারী তৃতীয় খণ্ডের ২২১ নং পৃষ্ঠায় মাইলের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনু আবদিল বার (রহঃ)-এর যে সিদ্ধান্ত পেশ করা হয়েছে সে অনুযায়ী ইংরেজী মাইল ও শরঈ মাইল প্রায় সমান।

ফাতহুল বারীর ভাষ্য নিম্নরূপ–

وَالْمِيْلُ ...... وَقِيْلَ هُوَ اَرْبَعَةُ اٰلَافِ ذِرَاعٍ - وَقِيْلَ بَلْ ثَلَاثَةُ اٰلَافِ ذِرَاعٍ - نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ - وَقِيْلَ وَخَمْسُ مِأَةٍ - صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - الخ - (طَبْعُ بِمِصْر سَنَةَ ١٣٧٥ ه)

ইবনু আবদিল বার (রহঃ)-এর উক্ত ভাষ্য অর্থাৎ (৩০০০ + ৫০০) = ৩,৫০০ হাত = ১৭৫০ গজ হলো শরঈ এক মাইল। আর শরঈ সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইল। অতএব, (১৭৫০ × ৪৮) = ৮৪০০০ গজ হলো শরঈ ৪৮ মাইল। পক্ষান্তরে ১৭৬০ × ৪৮ = ৮৪৪৮০ গজ ইংরেজি ৪৮ মাইল।

সুতরাং, শরঈ সফরের দূরত্ব = ৮৪০০০ ÷ ১৭৬০ = ৪৭.৭২৭২৭২ (ইংরেজি মাইল) = ৪৮ ইংরেজি মাইল (প্রায়)

◆ মুসাফির দুই জায়গায় ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে

প্রশ্ন ঃ জনৈক মুসাফির ব্যক্তি কোথাও পনের দিন থাকার নিয়ত করেছে। তবে এর মধ্যে দুই-একদিন অন্যত্র (যা সে স্থান হতে ৪৮ মাইলের কম দূরত্বে অবস্থিত) থাকারও নিয়ত করেছে। এমতাবস্থায় উক্ত মুসাফির কসর পড়বে না কি পুরো নামায পড়বে ?

উত্তর ঃ যেই দুই জায়গা একই শহরের অন্তর্ভুক্ত যেমন গেণ্ডারিয়া ও মুহাম্মদপুর এমন দুই জায়গা মুসাফিরের জন্য এক জায়গা হিসেবে গণ্য।

সুতরাং কোন মুসাফির যদি এমন দুই জায়গায় একটানা ১৫ রাত থাকার নিয়ত করে, তাহলে সে মুকীম বলে গণ্য হবে। তাই পুরো নামায পড়তে হবে।

পক্ষান্তরে, যেই দুই জায়গা একই শহরের বা একই গ্রাম্য এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং পৃথক পৃথক শহর বা গ্রাম্য এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই দুই জায়গার মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখতে হবে যদি এক জায়গা হতে অন্য জায়গার দূরত্ব এ পরিমাণ হয় যে, এক জায়গার মিনার হতে মাইক ছাড়া উচ্চঃস্বরে আযান দিলে অপর জায়গা হতে শুনা যায়, তাহলে মুসাফিরের জন্য উভয় জায়গাকে একই জায়গা গণ্য করা হবে। ফলে, এমন দুই জায়গায় একটানা পনের রাত থাকার নিয়ত থাকলে সে মুকীম হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে, যদি উভয় জায়গার দূরত্ব এত বেশি হয় যে, এক জায়গার মিনার হতে মাইক ছাড়া উচ্চঃস্বরে আযান দিলে অন্য জায়গা হতে শুনা যায় না, তাহলে এ জায়গা দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হিসেবে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ জায়গা দুটির যে কোন একটিতে একটানা পনের রাত থাকার নিয়ত না থাকলে সে মুসাফিরই থাকবে। তাই সে কসর পড়বে।

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(اَوْ كَانَ اَحَدُهُمَا تَبْعًا لِلْاٰخَرِ) كَالْقَرْيَةِ الَّتِىْ قَرُبَتْ مِنَ الْمِصْرِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ النِّدَاءُ عَلٰى مَا يَأْتِىْ فِى الْجُمُعَةِ وَفِى الْبَحْرِ لَوْ كَانَ الْمَوْضِعَانِ مِنْ مِصْرٍ وَاحِدٍ اَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَاِنَّهَا صَحِيْحَةٌ لِاَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ حُكْمًا اَلا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ خَرَجَ اِلَيْهِ مُسَافِرًا لَمْ يَقْصُرْ -

◆ 'কাতার সোজা করুন'–এ কথা বলা

প্রশ্ন (ক) নামাযের কাতার সোজা করার জন্য ইমাম বা মুয়াজ্জিনের জন্য "কাতার সোজা করুন" এ ধরনের কোন কিছু বলা জরুরী কি-না?

(খ) বলতে হলে ইকামতের পূর্বে বলবে না পরে বলবে ?

উত্তর ঃ (ক) "কাতার সোজা করুন" এ ধরনের কিছু বলা ইমাম সাহেবের জন্য মুস্তাহাব। তবে, ইমাম সাহেব যদি দেখেন যে, কাতার সোজা আছে, তাহলে এমন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

১. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَيُسْتَحَبُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يَامُرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَسَدِّ الْخَلَلِ وَتَسْوِيَةِ الْمَنَاكِبِ -

২. মিরকাতুল মাফাতীহ–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮

(খ) ইকামতের পরে বলবে।

১. এ'লাউস সুনান গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৩২১ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاِذَا لَمْ تُسَوَّ عِنْدَ اِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ فَالسُّنَّةُ اَنْ يُسَوِّيَ الصُّفُوْفَ ثُمَّ يُكَبِّرَ -

২. মিরকাতুল মাফাতীহ–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮

◆ কসর কোথা থেকে শুরু করবে

প্রশ্ন ঃ শহর ও শহরতলী এর মাঝে যদি চার'শ হাত বা তার বেশি ফসলী জমি বা খালি জায়গা থাকে এমনিভাবে একই গ্রামের দুই বাড়ির মাঝে চার'শ হাত বা তার বেশি ফসলী জমি বা খালি জায়গা থাকে, তাহলে কসর কোথা থেকে শুরু করবে শহরতলী পার হয়ে নাকি শহর পার হয়ে ? এমনিভাবে নিজ বাড়ি পার হয়ে না কি অপর বাড়ি পার হয়ে?

উত্তর ঃ প্রথম সুরতে শহর পার হবার পর আর দ্বিতীয় সুরতে নিজ বাড়ি পার হবার পর কসর শুরু করবে।

১. মাজমাউল আনহুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৬০–১৬১ পৃষ্ঠায় আছে–

وَاَمَّا فِنَاءُ الْمِصْرِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْهِدَايَةِ اَنَّهُ لَايُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ وَقَدْ فَصَّلَ قَاضِيخَانْ فَقَالَ اِنْ كَانَ بَيْنَ الْمِصْرِ وَفِنَائِهِ اَقَلَّ مِنْ قَدْرِ غَلْوَةٍ وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مَزْرَعَةٌ تُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْفِنَاءِ اَيْضًا وَاِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَزْرَعَةٌ اَوْكَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمِصْرِ وَفِنَائِهِ قَدْرَ

غَلْوَة تُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ عُمْرَانِ الْمِصْرِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْإِنْفِصَالُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَةٍ وَمِصْرٍ وَإِنْ كَانَتِ الْقُرٰى مُتَّصِلَةً بِرَبْضِ الْمِصْرِفَالْمُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْقُرٰى هُوَ الصَّحِيْحُ الخ -

২. ফাতাওয়া কাযী খান–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮০

৩. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৪

◆ নৌকায় নামায পড়া

প্রশ্ন ঃ জনৈক ব্যক্তি নৌকাযোগে নদী পার হবে, এখন নামাযের সময় এ পরিমাণ বাকি আছে যে, সে ওপার গিয়ে নামায পড়তে পারবে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি নৌকায় পার হওয়ার সময় নৌকার মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে কি-না ?

উত্তর ঃ চলন্ত নৌকায় দাঁড়িয়ে বা বসে ফরজ নামায ও অন্য যে কোন নামায বিনা ওযরেও পড়তে পারবে। তবে ওযর ব্যতীত চলন্ত নৌকায় ফরয নামায পড়া মাকরূহে তান্‌যীহী। নৌকা থেকে নামার পর পর্যন্ত সময় বাকি থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য নৌকা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম যদি নিজের এবং মালের কোন ক্ষতি না হয়।

১. খুলাসাতুল ফাতাওয়ার প্রথম খণ্ডের ১৯৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَالْاَصْلُ إِن اسْتَطَاعَ الْخُرُوْجَ فَالْاَحَبُّ اَنْ يَّخْرُجَ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْاَرْضِ وَاِنْ صَلّٰى فِيْهَا قَاعِدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَالْخُرُوْجِ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَّخْرُجَ وَيَقُوْمَ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ -

২. রদ্দুল মুহতার–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০১

৩. তাহতাবী আলাদ্দুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২০

৪. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠাঃ ২২৩

৫. আল বাহরুর রায়েক–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৭

৬. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩

৭. তাবয়ীনুল হাকায়েক–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৩

◆ নাবালেগের পিছনে তারাবীর নামায পড়া

প্রশ্ন ঃ যদি কোন নাবালেগ হাফেজ শুধু তারাবীর নামায পড়ায় আর এশা এবং বিতিরের নামায অন্য কোন বালেগ ব্যক্তি পড়ায়, তখন ঐ নাবালেগ হাফেজের পিছনে তারাবীর নামাযের এক্তেদা করা জায়েয হবে কি-না ? যদি জায়েয না হয় তাহলে অতীতে যে সমস্ত তারাবীর নামায ঐ নাবালেগ হাফেজ সাহেবের পিছনে পড়া হয়েছে সে নামাযগুলো কাযা করতে হবে কি-না ?

উত্তর ঃ ঐ নাবালেগের পিছনে তারাবীর নামায বৈধ হবে না এবং অতীতের আদায়কৃত তারাবীর নামায পুনরায় পড়তেও হবে না। তবে এ জন্য আল্লাহর নিকট মাফ চেয়ে নিবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত) প্রথম খণ্ডের ৫৭৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَايَصِحُّ اِقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَخُنْثٰى وَصَبِيٍّ مُطْلَقًا وَلَوْفِىْ جَنَازَةٍ عَلَى الْاَصَحِّ وَتَحْتَهُ فِى الشَامِيَةِ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ لَايَجُوْزُ فِى الصَّلَوَات كِلِّهَا -

২. কাবিরী–পৃষ্ঠা ঃ ৪০৮

৩. শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭৮

৪. বাদায়েউস সানায়ে–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৪

৫. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৭

৬. আযীযুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬

৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩

৮. ইমদাদুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৮

◆ এক সূরা শুরু করার পর অন্য সূরায় যাওয়া

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার পর কোন এক সূরা পড়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু ভুলবশতঃ সেই সূরা না পড়ে অন্য সূরা শুরু করল। কিন্তু পরে আবার সেই উদ্দিষ্ট সূরা পড়ল। এখন প্রশ্ন হল যে,

কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায়, ভুলবশতঃ পঠিত সূরার এক শব্দ পড়ার পর উদ্দিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ, আবার কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায় ভুলবশতঃ পঠিত সূরার এক আয়াত পড়ার পর উদ্দিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ। এখন সঠিক সমাধান কি ?

উত্তর ঃ ভুলবশতঃ পঠিত সূরার কিছু অংশ (তা এক হরফ কিংবা এক শব্দ কিংবা এক আয়াত বা দুই আয়াত যা-ই হোক) পড়ার পর উদ্দিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ। এমন কি তরতীবের লক্ষ্য রাখতে গিয়েও এরূপ করা মাকরূহ।

১. খুলাসাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَافْتَتَحَ سُوْرَةً وَقَصَدَ سُوْرَةً اُخْرٰى فَلَمَّا قَرَأَ اٰيَةً اَوْ اٰيَتَيْنِ اَرَادَ اَنْ يَّتْرُكَ تِلْكَ السُّوْرَةَ وَيَفْتَحَ الَّتِىْ اَرَادَهَا يُكْرَهُ وَكَذَا لَوْ قَرَأَ اَقَلَّ مِنْ اٰيَةٍ وَاِنْ كَانَ حَرْفًا -

২. ফাতহুল কাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৯

৩. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯

৪. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৩

৫. আহসানুল ফাতাওয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪৩

◆ নামাযের কাফফারার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির জ্ঞান থাকা ও অজ্ঞান থাকাকালীন যদি বেশ কিছু দিনের নামায কাযা হয়ে যায় তবে তার পক্ষ থেকে কাফ্ফারা আদায় করা কি? এর পরিমাণ এবং ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত কোনটি ?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তি কাফফারা দেওয়ার জন্য অসিয়ত না করে থাকলে ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে আদায় করা জরুরী নয়। তবে আদায় করা ভাল। কিন্তু ওসিয়ত করে থাকলে মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির ১/৩ অংশ মাল দ্বারা আদায় করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব। ১/৩ অংশ মাল দ্বারা আদায় না হলে সকল ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া বাকি মাল দিয়ে আদায় করা যাবে না।

প্রকাশ থাকে যে, নাবালেগের মাল দ্বারা (সে অনুমতি দিলেও) কাফফারা আদায় করা জায়েয হবে না।

যখন অনবরত একদিনের বেশি সময়কাল বেহুঁশ থাকতেন, তখনকার নামাযের কাফফারা দিতে হবে না। পক্ষান্তরে, যখন একদিন বা তার কম সময়কাল বেহুঁশ থাকতেন, তখনকার কাফফারা দিতে হবে। আর যদি সুস্থতার সময়টাও নির্দিষ্ট থাকে, যেমন–সকালবেলা সজ্ঞান থাকলো পরে আবার বেহুঁশ হয়ে গেল, এ অবস্থা যদি একদিন এক রাতের কম হয়, তাহলে তা সুস্থতার মধ্যে গণ্য হবে, অর্থাৎ তার কাফফারা দেয়া জরুরী। আর যদি সুস্থতার সময়টা নির্দিষ্ট না থাকে বরং কিছুক্ষণের জন্য সুস্থ হয় আবার বেহুঁশ হয়ে যায় আবার সুস্থ হয় আবার বেহুঁশ হয় এভাবে সময় যেতে থাকে, আর তা একদিনের বেশি হয়, তাহলে এ সময়কালের কাফফারা দিতে হবে না।

জীবনে যতগুলো নামায কাযা হয়ে গেছে তা জানা থাকলে ভাল। আর জানা না থাকলে অনুমান করে যেই পরিমাণের ব্যাপারে মনে প্রবল ধারণা জন্মে সেই পরিমাণ নামাযের কাফফারা দিতে হবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য ১৬৩৬ গ্রাম (১ কেজি ছয়শত ৩৬ গ্রাম) গম বা তার মূল্য কাফফারা হিসাবে গরীব মিসকিনকে দিতে হয়।

উল্লেখ্য যে, বিতির নামাযের কাফফারাও দিতে হয়।

১. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭২

২. আদ্দুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত)–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭২

৩. ফাতাওয়া আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬

◆ আযানে ভুল হলে

প্রশ্ন ঃ ফজরের আযানে যদি ভুলক্রমে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ **বা অন্য কোন বাক্য বলা না হয়, তাহলে কি দ্বিতীয়বার আযান দিতে হবে?**

উত্তর ঃ যদি আযানের কোন বাক্য ভুলক্রমে ছুটে যায় ও আযানের ভিতর স্মরণ হয়, তাহলে যে বাক্য ছুটে গেছে, সেই বাক্য ও তার পরবর্তী সকল বাক্য পুনরায় বলবে। তদ্রূপ যদি আযান শেষ হওয়া মাত্র স্মরণ হয়,

তাহলেও ছুটে যাওয়া বাক্যসহ শেষ পর্যন্তের বাক্যগুলো পুনরায় বলতে হবে। কিন্তু যদি আযান শেষ করার পর অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর স্মরণ হয়, তাহলে আর দ্বিতীয়বার আযান দিতে হবে না। হ্যাঁ, যদি অল্প সময় পর স্মরণ হয় তাহলে দ্বিতীয়বার আযান দিবে। তবে শুধু اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ছুটে গেলে দ্বিতীয়বার আযান দেয়া জরুরী নয়।

১. * ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৭

২. * আহসানুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৫

◆ এক সূরা শেষ না করে অন্য সূরায় যাওয়া

প্রশ্ন ঃ সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরার যেই স্থান থেকে কেরাত শুরু করল উক্ত স্থান থেকে তিন আয়াত অথবা তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পূর্বেই যদি অন্য স্থানে চলে যায়, তাহলে উক্ত কেরাত বা নামাযের হুকুম কি ? এবং তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পর লোকমা দেয়া এবং গ্রহণ করা কি ?

উত্তর ঃ সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরার যে স্থান থেকে কেরাত আরম্ভ করবে সে স্থান থেকেই উক্ত কেরাত পুরা করা আবশ্যক। কোন ওজর ব্যতীত উক্ত কেরাত পুরা করার পূর্বে অন্য স্থানে চলে যাওয়া মাকরূহ। তবে যদি উক্ত স্থানে আটকে যায় কিংবা পরবর্তী আয়াত মনে না আসে, তাহলে সাথে সাথে তরতীব অনুযায়ী অন্য স্থান থেকে পড়া আরম্ভ করবে। বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পড়া হোক বা না হোক। প্রয়োজন হলে তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পরও লোকমা দেওয়া ও গ্রহণ করা যায়। তবে তিন আয়াত পড়ার পর আটকে গেলে লোকমার অপেক্ষা না করে রুকূতে চলে যাওয়া উচিৎ। তা না করে তড়িঘড়ি লোকমা দেওয়া বা ইমাম সাহেব লোকমার অপেক্ষা করা ভাল নয়।

১. ফাতাওয়া শামীসহ আদ দুর্‌রুল মুখতার–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৬২

২. ফাতাওয়া আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯

৩. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭

৪. ফাতহুল কাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৯

৫. হিদায়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬

৬. ফাতহুল কাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৯

৭. খোলাছাতুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২১

৮. ফাতাওয়া মাহ্মূদিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫

৯. আহ্সানুল ফাতাওয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৩

১০. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩১

১১. দারুল উলুম কাদীম–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৭

১২. দারুল উলুম জাদীদ–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২১

◆ যানবাহনে নামায প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ (ক) রেলগাড়িতে নামায কিভাবে পড়বে দাঁড়িয়ে না বসে ?

(খ) ওযূ নেই রেলগাড়িতে ওযূর পানিও নেই গাড়ি ওয়াক্তের ভিতর থামবে না এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয হবে কি না ? তায়াম্মুম জায়েয না হলে ওযূ ব্যতীত নামায পড়বে কি-না ?

(গ) বাসে নামায বসে পড়লে চলবে না-কি দাঁড়িয়ে পড়া জরুরী ?

(ঘ) বাস চলছে ওযূ নেই পানিও নেই এমতাবস্থায় কি করণীয় ?

(ঙ) নামাযরত অবস্থায় যানবাহন এভাবে ঘুরছে যে এখন আর কেবলার দিকে ঘুরা সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় করণীয় কি ?

উত্তর ঃ (ক) রেলগাড়িতে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মুশকিল নয়। তাই দাঁড়িয়েই নামায আদায় করবে। তবে মাথা ঘুরা বা অন্য কোন রূপ অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে নামায আদায় করবে। আর যদি মানুষের ভিড়ের কারণে দাঁড়িয়ে পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে বসে নামায আদায় করবে। তবে ভিড়ের কারণে বসে আদায়কৃত নামাযটি পুনরায় কাযা হিসেবে পড়ে নিতে হবে। আর যদি ভিড় এত বেশি হয় যে বসেও নামায আদায় করা সম্ভব নয়, তাহলে শেষ ওয়াক্তে ইশারা করে নামায আদায় করবে এবং পরে কাযা হিসেবে পড়ে নিতে হবে।

১. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২০

২. প্রাগুক্ত–১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১

৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৮১

৪. প্রাগুক্ত–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯১

(খ) যদি রেলগাড়ি থেকে পানি দেখা যায় অথবা শরঈ এক মাইলের ভিতর পানি পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিতে হবে এবং পরে ওযূ করে সেই নামাযকে পুনরায় কাযা হিসেবে পড়ে নেয়া ওয়াজিব।

১. শামী–১ম খণ্ডের ২৩৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ نَشَأَ الْخَوْفُ) إِعْلَمْ أَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْوُضُوْءِ إِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ .... جَازَلَهُ التَّيَمُّمُ وَيُعِيْدُ الصَّلَاةَ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ ....وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالْمَرَضِ فَلَا يُعِيْدُ -

২. আল বাহরুর রায়েক–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৪২

৩. তাহতাবী আলাদদুর– ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬

৪. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৯২

(গ) চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মুশকিলই বটে, তাই এই ওযরের কারণে বাসে বসে যথারীতি রুকূ সেজদার মাধ্যমে নামায আদায় করতে পারবে। তবে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যদি বসেও রুকূ, সেজদাসহ নামায পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে শেষ ওয়াক্তে ইশারা করে নামায আদায় করবে এবং পুনরায় সেই নামাযটি কাযা হিসেবে পড়ে নিতে হবে।

ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ঃ ২২৩

উল্লেখ্য যে, অনেক সময় দেখা যায়, অনেকেই সিটে বসে যথারীতি সেজদা না করে সিটের হেলানীর উপর সেজদা করে থাকে এভাবে সেজদা আদায় হয় না।

(ঘ) বাস চলছে ওযূ নেই, সাথে পানিও নেই, তাহলে ওযূ করার জন্য বাস থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে, যদি বাস না থামায় তাহলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিতে হবে এবং পরে সে নামায কাযা পড়া ওয়াজিব।

১. * শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৫

২. * আল বাহরুর রায়েক–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪২

৩. * তাহতাবী আলাদদুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬

৪. * তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৯২

(ঙ) যদি যানবাহন এমনভাবে ঘুরে যে, নামাযরত ব্যক্তির জন্য কেবলামুখী হয়ে থাকা অসম্ভব, তাহলে যথাসম্ভব চেষ্টা করে নামায শেষ করবে। তাতেই নামায হয়ে যাবে।

১. তাহতাবী আলাদদুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় আছে–

(قَوْلُهُ وكَذَا كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الاَرْكَانُ) اَىْ مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّوَجُّهِ كَشَيْخٍ كَبِيْرٍ لَا يُمْكِنُهُ اَنْ يَّرْكَبَ اِلَّابِمُعِيْنٍ وَلَا يَجِدُهُ فَكَمَا يَجُوْزُ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا وَتَسْقُطُ عَنْهُ الاَرْكَانُ كَذَالِكَ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّوَجُّهُ اِلَى الْقِبْلَةِ اِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ - منح وَهٰذاظَاهِرٌ لَايُحْتَاجُ اِلٰى ذِكْرِهِ لِاَنَّهُ اِذَا عَجَزَ عَنِ التَّوَجُّهِ فَقَطْ جَازَ الْاِنْحِرَافُ فَاَوْلٰى اِذَا عَجَزَ عَنْهُ مَعَ الْعِجْزِ عَنِ الْاَرْكَانِ الخ -

২. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৩

৩. কিতাবুল ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪

◆ মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে পাঞ্জেগানা, জুমা, ঈদের নামায পড়া কেমন ?

উত্তর ঃ ফেৎনার এ জামানায় নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। মহিলাদের জন্য যতটুকু সম্ভব গোপন ও নির্জন স্থানে নামায পড়াই উত্তম। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ ফরমান, মহিলাদের নামাযের উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের নির্জন কোণ। (মুসনাদে আহমদ ও বাইহাকী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালার নিকট মহিলাদের সে নামায বেশি প্রিয়, যা নির্জন ও অন্ধকার কক্ষে পড়া হয়। (ছহীহ ইবনে খুযাইমা)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে,মহিলাদের ক্ষুদ্র কক্ষে নামায, বড় কামরায় নামাযের তুলনায় উত্তম আর ঘরের নির্জন কোণে নামায ক্ষুদ্র কক্ষে নামাযের তুলনায় উত্তম। (আবূ দাউদ শরীফ)

অন্য এক হাদীসে আছে, মহিলাদের একা নামায পড়া জামাতে নামায পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি ছাওয়াব। (মুসনাদে ফেরদাউস)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের নামায যত গোপনে হবে, তত বেশি ছাওয়াব। আর নবীজীর (সাঃ) যুগেও মহিলাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা জামাতে শরীক হওয়া মোটেও জরুরী বিষয় ছিল না। শুধুমাত্র অনুমতি বা অবকাশের পর্যায়ে ছিল। তবে তাও এ জন্য যে, সে যুগ ছিল সমস্ত ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ। ওহী নাযিল হতো, নতুন নতুন আহকাম আসত, অনেকে ছিল নতুন মুসলমান। যার দরুন নামায, রোযা ইত্যাদির আহকাম শিক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মসজিদে হুজুর (সাঃ)-এর পিছনে নামায পড়ার সৌভাগ্য হতো। তারপরও তখন মহিলাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম ছিল। অতঃপর হুজুর (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আর থাকেনি। ক্রমশঃ ফেৎনা ফাসাদও বিস্তার লাভ করতে থাকে, এজন্যই তো ইবনে উমর (রাঃ) জুমআর দিন পাথর মেরে মহিলাদের মসজিদ থেকে বের হতে বাধ্য করেছিলেন। আর এ কাজ সাহাবাগণের উপস্থিতিতে হয়েছিল।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) যদি এ পরিস্থিতি দেখতে পেতেন যা প্রিয়নবীর (সাঃ) তিরোধানের পর মহিলাদের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিষেধ করতেন। (বুখারী শরীফ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২০ ও মুসলিম শরীফ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৩)

এটা ছিল সেই স্বর্ণ যুগের কথা। তাহলে আজ যখন ফেৎনা-ফাসাদ তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি, বিশেষ করে নারী-পুরুষ সকলের অন্তর থেকেই আখেরাতের ফিকির বিদায় নিয়েছে, অঙ্গ পূজা ও বিলাসিতার প্রতি সকলেই ঝুঁকে পড়েছে। এমতাবস্থায় কিভাবে মহিলাদেরকে পুরুষদের জামাতে শরীক হতে অনুমতি দেয়া যায়? এজন্যই ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। তা ওয়াক্তিয়া নামাযের জন্য হোক অথবা জুমা বা ঈদের নামাযের জন্য হোক।

১. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬২৮ নং পৃষ্ঠায় আছে,

وَالْفَتْوٰى اَلْيَوْمَ اَلْكَرَاهَةُ فِىْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ الخ -

২. আল-বাহরুররায়েক-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫১
৩. তাহতাবী আলাদ্দুর-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৫
৪. আলমগীরী-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯
৫. তাহতাবী আলাল মারাকী-পৃষ্ঠা ঃ ২৪৬
৬. ফাতাওয়া দারুল উলুম (কাদীম)-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৩
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া-৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯২
৮. প্রাগুক্ত-৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৬
৯. ফাতাওয়া রাহীমিয়া-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭১ ও ২৩১
১০. প্রাগুক্ত-৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬
১১. প্রাগুক্ত-৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৭ ও ২৬৫
১২. কিফায়াতুল মুফতী-৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯১, ৪৩০

◆ একাধিকবার জানাযা পড়া

প্রশ্ন ঃ একাধিকবার জানাযা পড়া কি শরীয়তে জায়েয আছে ? যদি জায়েয না হয়ে থাকে তারপরও যদি কেউ পড়ে এবং পড়ায়, তাহলে কোন্ ধরনের গুনাহ্ হবে ?

উত্তর ঃ একটি লাশের উপর জানাযার নামায একবারই পড়া যায়, তবে অভিভাবকের অজান্তে বা অভিভাবকের নিষেধ অমান্য করে যদি কেউ পড়ে ফেলে, তাহলে অভিভাবক ইচ্ছা করলে পুনরায় জানাযা পড়তে পারবে। আর উক্ত জানাযায় শুধু ঐ সব লোকেরাই অংশ নিতে পারবে যারা পূর্বের জানাযায় শরীক ছিল না।

পূর্বোক্ত শর্ত অনুযায়ী যদি দ্বিতীয় জানাযা শুদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া হয় তাহলে প্রথম জানাযায় যারা শরীক ছিল তাদের জন্য দ্বিতীয় জানাযায় অংশগ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী।

১. আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২২২ নং পৃষ্ঠায় আছে-

(فَإِنْ صَلّٰى غَيْرُهُ) اَىْ غَيْرُ الْوَلِىِّ (مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ) عَلَى الْوَلِىِّ (وَلَمْ يُتَابِعْهُ) اَلْوَلِىُّ (اَعَادَ الْوَلِىُّ وَاِلاَّ لاَيُعِيْدُ وَاِنْ صَلّٰى هُوَ اَىْ الْوَلِىُّ (يَحِقُّ أَنْ لاَيُصَلِّىَ غَيْرُهُ بَعْدَهُ) الخ -

২. মারাকিউল ফালাহ-এর ৪৮৭ নং পৃষ্ঠায় আছে-

فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ اَىْ غَيْرُ مَنْ لَّهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ اَعَادَهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يُعِيْدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى غَيْرُهُ -

وَفِى الْبَدَائِعِ وَلَا يُصَلِّى عَلٰى مَيِّتٍ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لَاجَمَاعَةً وَلَا وُحْدَانًا عِنْدَنَا اِلَّا أَن يَكُوْنَ الَّذِيْنَ صَلَّوْا عَلَيْهَا الْاَجَانِبُ بِغَيْرِ اَمْرِ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ حَضَرَ الْوَلِيُّ فَحِيْنَئِذٍ لَهُ أَنْ يُعِيْدَهَا -

৩. বাদায়েউস সানায়ে-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩১১

৪. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া-১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৮

৫. প্রাগুক্ত-১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯১

৬. রহীমিয়া-৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪০

৭. আহসানুল ফাতাওয়া-৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৩

◆ ফরয নামাযের ৩য় বা ৪র্থ রাকাতে ভুলবশত সূরা মিলানো

প্রশ্ন ঃ ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর অন্য কোন সূরা বা আয়াত ভুলবশত পড়ে ফেললে সেজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব কি-না ? পক্ষান্তরে, ইচ্ছা করে সূরায়ে ফাতেহার পর অন্য কোন সূরা বা আয়াত পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

উত্তর ঃ ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর অন্য সূরা বা আয়াত ভুলবশত পড়লে সেজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে, ইচ্ছা করে সূরায়ে ফাতেহার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না, তবে না পড়া ভাল।

১. ফাতাওয়া আলমগীরী-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬

২. আহ্সানুল ফাতাওয়া-৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫০

◆ নামাযরত ব্যক্তির কতটুকু সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায়

প্রশ্ন ঃ নামাযরত ব্যক্তির কতটুকু দূর দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া গুনাহর কাজ নয়।

উত্তর ঃ নামাযরত ব্যক্তি যদি ছোট ঘর কিংবা ছোট মসজিদে থাকে এবং তার সামনে কোন প্রকার ছুতরা না থাকে, তাহলে তার সামনে যতদূর দিয়েই অতিক্রম করুক গুনাহগার হবে।

মসজিদ কোনটি ছোট বা কোনটি বড় এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে শেষ ফায়সালা হল, যেই মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪০ হাত হয় না তা ছোট মসজিদ। ৪০ হাত বা তার চেয়ে বেশি হলে বড় মসজিদ বলা হয়।

পক্ষান্তরে, যদি মসজিদ বড় কিংবা ময়দানে নামায পড়া হয় তাহলে নামাযরত ব্যক্তির কতটুকু দূর দিয়ে গেলে গুনাহগার হবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে শেষ ফায়সালা হল যে, মুসল্লী সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখলে যতটুকু পর্যন্ত দেখা যায় ততটুকু জায়গার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহগার হবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৩৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَمُرُوْرُ مَارٍّ فِى الصَّحْرَاءِ اَوْفِى مَسْجِدٍ كَبِيْرٍ لِمَوْضَعِ سُجُوْدِهِ فِى الْاَصَحِّ .... وَاِنْ اَثِمَ الْمَارُّ وَتَحْتَهُ فِى الشَّامِيَةِ (قَوْلُهُ لِمَوْضِعِ سُجُوْدِهِ) اَىْ مِنْ مَوْضِعِ قَدَمِهِ اِلٰى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ كَمَا فِى الدُّرِّ وَهٰذَا مَعَ الْقُيُوْدِ الَّتِىْ بَعْدَهُ اِنَّمَا هُوَ لِلْاِثْمِ ...... (قَوْلُهُ وَ مَسْجِدٌ صَغِيْرٌ) هُوَ اَقَلُّ مِنْ سِتِّيْنَ ذِرَاعًا وَقِيْلَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ اِلخ -

২. কেফায়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৩

৩. তাহতাবী আলাদ্দুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৮

৪. ফাতাওয়া আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪

৫. আল বাহরুর রায়েক–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫

৬. ফাত্হুল কাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৩–৩৫৪

৭. ফাতাওয়া দারুল উলুম কাদিম–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪১২

◆ হারাম শরীফে মহিলাদের কাতার পুরুষদের সামনে হলে নামাযের হুকুম

প্রশ্ন ঃ পুরুষদের কাতার মহিলাদের পিছনে হলে বা কোন পুরুষ মহিলার পাশে দাঁড়ালে নামায হবে কি ? মক্কা শরীফের হারাম শরীফ খুব সম্প্রসারণ করা হয়েছে, এতদসত্ত্বেও মহিলাদের পিছনে পুরুষদের কাতার হয়েই যায়, পাশাপাশি দাঁড়ানো থেকে বেঁচে থাকা রমযান এবং হজ্জের মৌসুমে দুষ্কর হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নামায দুরুস্ত হওয়ার কী ব্যবস্থা হতে পারে ?

উত্তর ঃ হারাম শরীফে মহিলাগণ যদি পুরুষদের কাতারে দাঁড়ায় কিংবা পুরুষের সামনে কাতার করে ফেলে তাহলে এ অবস্থায় মহিলার দুই পার্শ্বের দুই পুরুষের এবং সোজা পিছনের পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নিজ নামাযের হেফাজত করার জন্য দুই পার্শ্বের পুরুষ অর্ধহাত অগ্রসর হয়ে সামনে চলে যাবে এবং সোজা পিছনের পুরুষটি ডানে-বামে সরে যেতে চেষ্টা করবে। অন্যথায়, তার নামায দোহরাতে হবে। আর নামাযের নিয়ত বাঁধার পর যদি কোন মহিলা পাশে দাঁড়াতে আসে, তাহলে ঐ মহিলাকে হাতের ইশারায় বারণ করবে। বারণ করা সত্ত্বেও যদি মহিলা পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে পুরুষের নামায হয়ে যাবে।

১. শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭২–৫৭৩

২. মাহমূদিয়া–১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮১

৩. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ২৬৭

যাকাত অধ্যায়

◆ কোন্ কোন্ জিনিসের উপর কতটুকু যাকাত ওয়াজিব হয়

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় ? এগুলো মোট কত প্রকার এবং কি পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হয় ?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তির মালিকানায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ, অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমমূল্যের টাকা, ডলার, চেক অথবা ব্যবসার মাল থাকে, বছরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

যার নিকট কিছু টাকা কিছু সোনা বা রূপা আর কিছু ব্যবসার মাল আছে কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে কোনটাই যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয় না ; কিন্তু সবগুলোর মূল্য একত্রিত করলে নেসাব্ (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য) পরিমাণ হয়, তবে তার উপরও যাকাত ফরয।

সোনা ও রূপার যে কোন জিনিসের উপর যাকাত আসে, সোনা ও রূপার অলংকার, কাপড়ে খচিত জরি, বুতাম ইত্যাদির উপরও যাকাত আসে। এমনিভাবে ভেড়া বকরী, দুম্বা, গরু, মহিষ ও উট যেগুলোকে বছরের অধিকাংশ সময় মালিকের দানা পানি দিতে হয় না বরং সেগুলো নিজেই বিচরণ করে খায়। কারো মালিকানায় যদি এগুলো নেসাব (বিবরণ সামনে আসবে) পরিমাণ থাকে তাহলে বছরান্তে নিম্নবর্ণিত হারে যাকাত দিতে হয়।

বকরী ও ভেড়ার নেসাব

ভেড়া, বকরী, দুম্বা ৪০টির কম হলে সেগুলোর উপর যাকাত আসে না। ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত ১টি বকরী বা ভেড়া যাকাত দিতে হয়। ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত ২টি ভেড়া বা বকরী যাকাত দিতে হয়। ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ভেড়া বা বকরী যাকাত দিতে হয়। এমনিভাবে পরবর্তী প্রত্যেক শতকের মধ্যে ১টি করে বাড়তে থাকবে।

গরুর নেসাব

গরু, মহিষ ৩০টির কম হলে সেগুলোর মধ্যে যাকাত আসবে না। ৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত ১টি এমন গরু দিতে হবে যেটার এক বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর চলছে। ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত ১টি এমন গরু যাকাত দিতে হবে যেটার দুই বছর শেষ হয়ে তৃতীয় বছর চলছে। অতঃপর প্রত্যেক ৩০ এর মধ্যে ১টি এমন গরু দিতে হবে যেটার এক বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর চলছে এবং প্রত্যেক ৪০ এর মধ্যে ১টি এমন গরু দিতে হবে যেটার দুই বছর শেষ হয়ে তৃতীয় বছর চলছে।

উটের নেসাব

উট ৫টির কম হলে তার মধ্যে যাকাত আসবে না। ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত ১টি বকরী। ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত ২টি বকরী। ১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত ৩টি বকরী। ১৯ থেকে ২৪ পর্যন্ত ৪টি বকরী যাকাত দিতে হবে। ২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত ১টি এমন উট যাকাত দিতে হবে যেটার এক বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর চলছে। ৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত ১টি এমন উট যাকাত দিতে হবে যেটার দ্বিতীয় বছর শেষ হয়ে তৃতীয় বছর চলছে। ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত ১টি এমন উট দিতে হবে যেটার তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে। ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত ১টি এমন উট যেটার চতুর্থ বছর শেষ হয়ে পঞ্চম বছর চলছে। ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত ২টি এমন উট দিতে হবে যে দুটির ২য় বছর শেষ হয়ে তৃতীয় বছর চলছে। ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত ২টি এমন উট দিতে হবে যে দুটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে। ১২১ থেকে ১৪৪ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রত্যেক ৫ এর মধ্যে একটি বকরী। ১৪৫ এর মধ্যে ২টি এমন উট যে দুটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং একটি এমন উট যেটার ১ বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর চলছে। ১৫০ থেকে ১৫৪ পর্যন্ত ৩টি এমন উট যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে। ১৫৫ থেকে ১৫৯ পর্যন্ত ৩টি এমন উট দিতে হবে যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং ১টি বকরী। ১৬০ থেকে ১৬৪ পর্যন্ত ৩টি এমন উট যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং ২টি বকরী। ১৬৫ থেকে ১৬৯ পর্যন্ত ৩টি এমন উট যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং ৩টি বকরী। ১৭০

থেকে ১৭৪ পর্যন্ত ৩টি এমন উট যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং ৪টি বকরী। ১৭৫ থেকে ১৮৫ পর্যন্ত ৩টি এমন উট যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং ১টি এমন উট যেটার এক বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর চলছে। ১৮৬ থেকে ১৯৫ পর্যন্ত ৩টি এমন উট যে তিনটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে এবং ১টি এমন উট যেটার দ্বিতীয় বছর শেষ হয়ে তৃতীয় বছর চলছে। ১৯৬ থেকে ২০০ পর্যন্ত ৪টি এমন উট যে চারটির তৃতীয় বছর শেষ হয়ে চতুর্থ বছর চলছে। ২০১ থেকে সামনের দিকে শুধু সেই হিসেবেই বর্ধিত হতে থাকবে যেই হিসেবে ১৫০ থেকে ২০০ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে।

উশরের নেসাব

যদি উশরী জমির ফসল বৃষ্টির পানি, অথবা জোয়ার-ভাটার পানি দ্বারা উৎপাদিত হয়ে থাকে, তাহলে তার দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যদি ব্যক্তিগত সেচ, অথবা সেচ প্রকল্পের পানি দ্বারা উৎপাদিত হয়ে থাকে তবে বিশ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

১. শরহুন নুকায়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৫০-৩৫৩ নং পৃষ্ঠায় আছে-

وَيَجِبُ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ ثُمَّ فِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَسِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَسِتٍّ وَاَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ جَذْعَةٌ وَفِيْ سِتٍّ وَّسِتِّيْنَ بِنْتَا لَبُوْنٍ وَفِيْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ حِقَّتَانِ اِلٰى مِاَةٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيْ مِاَةٍ وَّخَمْسِيْنَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ كَالْاَوَّلِ فَيَزْدَادُ فِيْ كُلِّ سِتٍّ وَاَرْبَعِيْنَ اِلٰى خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ -

২. ফাতাওয়া আলমগীরী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৭৭-১৭৮ নং পৃষ্ঠায় আছে-

لَيْسَ فِيْ اَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ ثَلَاثِيْنَ سَائِمَةً فَفِيْهَا تَبِيْعٌ اَوْتَبِيْعَةٌ وَهِيَ الَّتِيْ طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ لَيْسَ

فِى الزِّيَادَةِ شَيْئٌ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ وَهِىَ الَّتِىْ طَعَنَتْ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ فِى السِّتِّيْنَ تَبِيْعَانِ اَوْتَبِيْعَتَانِ فَيَجِبُ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْمُسِنَّةٌ - لَيْسَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ مِنَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى مِأَةٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِأَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِأَةٍ شَاةٌ -

৩. জাদীদ ফিকহী মাসায়িল–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০৫
৪. দারুল উলুম কাদীম–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫২
৫. ইমদাদুল আহ্‌কাম–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২
৬. কান্‌য্‌–পৃষ্ঠা ঃ ৫৬–৫৯

◆ নেসাব পরিমাণের অধিক মূল্যের বস্তু যাকাত হিসেবে একজনকে দেয়া

প্রশ্নঃ নেসাব পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে একজন গরীবকে একত্রে দেয়া মাকরূহ। এখন প্রশ্ন হলো, টাকা ব্যতিত অন্য কোন বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করা হলে ; সেক্ষেত্রেও কি নেসাব পরিমাণের চেয়ে বেশি দেয়া হলে মাকরূহ হবে ?

উত্তর ঃ একজন গরীবকে একত্রে নেসাব পরিমাণ যাকাত দিলে মাকরূহ হয় এ কথাটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে গরীব ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ আছে, তাকে একত্রে ঋণ সমপরিমাণ অর্থ ও সাথে সাথে নেসাব পরিমাণ থেকে কম টাকা প্রদান করা যায়। যেমন–রাশেদের জিম্মায়, ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ঋণ আছে এবং সে সময়কালে নেসাব ৯,০০০ (নয় হাজার) টাকা। এমতাবস্থায় রাশেদকে ১৫০০০ + ৯০০০ = ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা থেকে সামান্য কম টাকা যাকাত থেকে প্রদান করা হলে, তা মাকরূহ হবে না। এমনিভাবে কোন গরীব ব্যক্তির জিম্মায় নাবালেগ ছেলেমেয়ে বা অবিবাহিতা মেয়ে থাকলে, তাকেও নেসাবের ঊর্ধ্বে একত্রে এ পরিমাণ টাকা দেয়া যায় যা সকলের মাঝে বণ্টিত হলে কারো অংশই নেসাব পরিমাণ হয় না। টাকা, স্বর্ণ ও রূপা ব্যতিত অন্য কোন বস্তু দ্বারা

যাকাত আদায় করার সময় দেখতে হবে যে, উক্ত বস্তুটি যাকাত গ্রহীতার হাওয়ায়েজে আছলিয়া (মৌলিক প্রয়োজন) এর অন্তর্ভুক্ত কি-না যদি হাওয়ায়েজে আছলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে হাওয়ায়েজে আছলিয়া পূরণ হয় পরিমাণ অর্থ এবং তার সাথে নেসাবের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু একত্রে প্রদান করা যায়।

পক্ষান্তরে, যদি উক্ত বস্তু তার হাওয়ায়েজে আছলিয়ার অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে নেসাবের চেয়ে বেশি মূল্যের বস্তু প্রদান করা মাকরূহ হবে। উদাহরণতঃ খালেদ এমন গরীব মানুষ যার থাকার মত ঘর নাই। থাকার প্রয়োজন মিটাবার জন্যে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার একটি ঘর দরকার। তাকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার একটি ঘর (টাকা নয়) এবং নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম আরো কিছু সম্পদ একত্রে প্রদান করলে মাকরূহ হবে না। পক্ষান্তরে, যদি খালেদের ঘর ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় সব কিছু বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে যাকাত হিসেবে যে বস্তুই দেয়া হোক না কেন তার মূল্য নেসাবের কম অবশ্যই হতে হবে। অন্যথায় মাকরূহ হবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَكُرِهَ اِعْطَاءُ فَقِيْرٍ نِصَابًا اَوْ اَكْثَرَ اِلَّا اِذَا كَانَ الْمَدْفُوْعُ اِلَيْهِ مَدْيُوْنًا اَوْ كَانَ صَاحِبَ عِيَالٍ بِحَيْثُ لَوْ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ لَايَخُصُّ كُلًّا اَوْلَايَفْضُلُ بَعْدَ دَيْنِهِ نِصَابٌ فَلَايُكْرَهُ –

وَتَحْتَهُ فِى الشَّامِىْ : قَالَ فِى النَّهْرِ : وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ النِّصَابِ نَامِيًا أوْلَا حَتّٰى لَوْ اَعْطَاهُ عُرُوْضًا تَبْلُغُ نِصَابًا فَكَذَالِكَ وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ مِنَ النُّقُوْدِ اَوْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ –

২. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৮

৩. আল বাহরুর রায়েক–২য়, খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৯

৪. ফাতহুল কাদীর–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৬

৫. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮

৬. আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯০

◆ ঋণের উপর যাকাত

প্রশ্ন ঃ ঋণ গ্রহীতা ঋণের কথা স্বীকার করছে কিন্তু পরিশোধ করছে না এবং পরিশোধ করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে ; কিন্তু কয়েক বছর পর ঋণ দাতাকে ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে এমতাবস্থায় ঋণদাতার উপর বিগত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে কি-না ?

উত্তর ঃ যদি ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করবে না বলে জানিয়ে দেয় আর ঋণদাতা তা উসূল করতে সক্ষম না হয়, তাহলে প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় বিগত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

শামী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

لَوْكَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلٰى وَالٍ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهٖ اِلَّا اَنَّهٗ لَايُعْطِيْهِ وَقَدْ طَالَبَهُ بِبَابِ الْخَلِيْفَةِ - فَلَمْ يُعْطِهٖ فَلَا زَكَاةَ فِيْهِ -

প্রশ্ন ঃ ঋণ গ্রহীতা ঋণের কথা অস্বীকার করছে আর ঋণ দাতার পক্ষে কোন দলিল বা সাক্ষীও নেই। কয়েক বছর পর ঋণ গ্রহীতা আল্লাহর ভয়ে বা অন্য যে কোন কারণে ঋণ পরিশোধ করে দিল। এমতাবস্থায় ঋণদাতার উপর বিগত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে কি-না ?

উত্তর ঃ যাকাত ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ যদি ঋণ গ্রহীতা ঋণের কথা স্বীকার করে অথবা ঋণদাতার নিকট গ্রহণযোগ্য দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে বিগত বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَا فِىْ مَالٍ مَفْقُوْدٍ وَسَاقِطٍ فِىْ بَحْرٍ .... وَدَيْنٍ كَانَ جَحَدَهُ الْمَدْيُوْنُ سِنِيْنَ وَلَابَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ صَارَتْ لَهُ بِاَنْ اَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَقَوْمٍ الخ -

২. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৩৯০

৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩

৪. আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫

◆ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার যাকাত

প্রশ্ন ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা কর্মচারী স্বেচ্ছায় রাখে সে টাকার উপর যে বর্ধিত টাকা পাওয়া যায় সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে কি-না ? এমনিভাবে উক্ত মূল এবং বর্ধিত টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে কি-না ?

উত্তর ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা কর্মচারী স্বেচ্ছায় রাখে যেহেতু এর জন্য তার আবেদন করতে হয়, তাই উক্ত টাকা তার মালিকানাধীন গণ্য বিধায় সেটার উপর বর্ধিত টাকা সুদ বলে গণ্য হবে এবং বিগত বছরগুলোর জন্য মূল টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে,টাকা যদি বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখা হয় তাহলে সেই টাকার উপর বর্ধিত টাকা সুদ বলে গণ্য হবে না এবং বিগত বছরগুলোর যাকাতও দিতে হবে না।

১. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭

২. প্রাগুক্ত–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪ ও ৩৭৫

◆ ওশর ও খেরাজ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ ওশর এবং খেরাজ কোন্ সম্প্রদায়ের উপর কোন্টি প্রযোজ্য? বাংলাদেশের ফসলের উপর ওশর দেওয়া আবশ্যক কি-না ?

উত্তর ঃ অমুসলিম সম্প্রদায়ের উপর খেরাজ প্রযোজ্য। আর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ওশর প্রযোজ্য। তবে কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম থেকে জমি খরীদ করে তাহলে ঐ জমি খেরাজী-ই থাকবে। অতএব, সে মুসলমান উক্ত জমির খেরাজ আদায় করবে।

বাংলাদেশের যে সব জমি পূর্ব থেকেই মুসলমানদের হাতে আছে, ঐ সব জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য যদি পানি বা সার বাবদ ব্যয় বেশি না হয়, তাহলে ঐ সব জমির উৎপাদিত ফসলের দশভাগের এক ভাগ গরীব-মিসকীনদেরকে দিতে হবে। আর যদি ফসল উৎপাদন করতে পানি বা সার বাবদ ব্যয় বেশি হয় তাহলে ঐ সব জমির উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ গরীব-মিসকীনদের দিতে হবে।

১. জাদীদ ফিকহী মাবাহেছ–৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৬

২. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১১

৩. ফাতাওয়া নিযামিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৭

রোযা অধ্যায়

◆ ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত থাকলে রোযার হুকুম

প্রশ্ন ঃ যে সব দেশে প্রায় ৬ মাস রাত বা ৬ মাস দিন থাকে সেখানে রোযা রাখার হুকুম কি ? এমনিভাবে যেখানে ২৪ ঘণ্টা বা তার অধিক সময় দিন বা রাত হয় সেখানে রোযার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ যে সব দেশে প্রায় ৬ মাস রাত বা ৬ মাস দিন থাকে বা ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় রাত বা দিন হয়, সেখানেও নিঃসন্দেহে রোযা ফরয। তবে সে রোযা রাখার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী স্বাভাবিক রাতদিন হয় মত এলাকার সময় হিসাব করে রোযা রাখবে। অবশ্য এটাও জায়েয আছে যে, নিজ এলাকায় যেই মৌসুমে স্বাভাবিক দিন রাত হয়, সে মৌসুমের সময় হিসাবে রোযা রাখবে।

১. শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৫–৩৬৬

২. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩

৩. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮২

◆ দিন এতবড় যে রোযা রাখা অসম্ভব তখন রোযার হুকুম

প্রশ্ন ঃ যে সব দেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিন-রাত হয় বটে তবে দিন এতবড় হয় যে রোযা রাখা সম্ভব নয়, সেখানে রোযার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ ২৪ ঘণ্টার ভেতর রাত ও দিন হলে দিন যত বড়ই হোক না কেন যেহেতু সেখানে শক্তিশালী লোকদের জন্য রোযা রাখা অসম্ভব নয়, তাই সেখানে রোযা রাখতে হবে। হ্যাঁ, যদি কোন দুর্বল ব্যক্তির জন্য এত লম্বা টাইম রোযা রাখা অসম্ভব হয়, তাহলে ছোট দিনগুলোতে তার কাযা করে নিবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ত্বকী উসমানী লিখেছেন, এ অবস্থায়ও সময় হিসাব করে রোযা আদায় করবে।

১. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯

২. আহসানুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৩

◆ উড়োজাহাজে যাতায়াত কালে রোযা

প্রশ্ন ঃ পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকগামী কোন দ্রুতগামী উড়োজাহাজ পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে দিন ২৪ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি বা কম হলে সেখানে রোযার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ উড়োজাহাজ পূর্বদিকে যেতে থাকলে দিন ছোট হয়ে আসবে তাতে রোযার কোন অসুবিধা হবে না। পক্ষান্তরে, পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে দিন বড় হবে। এমতাবস্থায় যদি ২৪ ঘণ্টার ভেতর দিন ও রাত আসে, তাহলে দিনে যথারীতি রোযা রাখবে। আর যদি দিন ২৪ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে প্রতি ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার এতখানি পূর্বে ইফতার ও খানা-পিনা সেরে নিবে যতখানি সময়ে উক্ত প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭০

উল্লেখ্য যে, ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বের সফরে রোযা না রেখে পরে কাযা করা, এমনিভাবে অতি লম্বা সময় রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য ছোট দিনগুলোতে কাযা করার অবকাশ আছে।

◆ রোযা রেখে অনাহার্য বস্তু খাওয়া

প্রশ্ন ঃ লবণ, সুপারী, মরিচ ইত্যাদি যা আহার্য হিসাবে খাওয়া হয় না এমন কিছু ইচ্ছা করে খেয়ে ফেললে রোযার কাফফারা ওয়াজিব হবে কি-না ?

উত্তর ঃ শুধু একটু লবণ·শুধু একটু সুপারী অথবা শুধু একটু মরিচ খাওয়ার দ্বারা রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এরূপ খাওয়ার অভ্যাস যার থাকবে সে যদি খায়, তাহলে তার উপর কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

১. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَكُلُّ مَالَا يُتَغَذّٰى بِهٖ وَلَا يُتَدَاوٰى بِهٖ عَادَةً ..... وَلَا فِى الْمِلْحِ اِلَّا اِذَا اعْتَادَ اَكْلَهٗ وَحْدَهٗ الخ –

২. তাহতাবী আলাল মারাকী গ্রন্থের ৫৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَمِنْهُ اَكْلُ (قَلِيْلِ الْمِلْحِ) لَا الْكَثِيْرُ فِى الْمُخْتَارِ –

৩. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৫

৪. মিনহাতুল খালেক (টিকা ঃ আল বাহরুর রায়েক)–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৫

৫. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৬

৬. আল জাওহারাতুন নাইয়্যিরা–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১

৭. ফাতাওয়া আন-নাওয়াযেল–পৃষ্ঠা ঃ ১০০

৮. আদ্দুররুল মুখতার–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৩

◆ উড়োজাহাজ বা দূরবিনের মাধ্যমে চাঁদ দেখা

প্রশ্ন ঃ উড়োজাহাজের মাধ্যমে উপরে উঠে বা দূরবিনের মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না ? এবং এসব যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদ দেখা গেলে শরীয়ত মতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে কি-না?

উত্তর ঃ উড়োজাহাজ বা দূরবিনের মাধ্যমে চাঁদ দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। চাঁদ দেখা প্রমাণিত শুধু তখনই হবে, যখন ভূমি থেকে মধ্যম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি খালি চোখে চাঁদ দেখে। পক্ষান্তরে, যদি অবস্থা এমন হয় যে, শুধু যন্ত্রের দ্বারা দেখা সম্ভব হয় আর যন্ত্র ব্যতীত দেখা সম্ভব না হয় তাহলে সে দেখা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে উড়োজাহাজের মাধ্যমে যদি এতবেশি উপরে উঠে চাঁদ দেখা হয় যে, নিচের আকাশ পরিষ্কার থাকলেও ভূমি থেকে তখন চাঁদ দেখা সম্ভব হতো না তাহলে সে চাঁদ দেখাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

* আলাতে জাদীদা কে শরঈ আহকাম–পৃষ্ঠা ঃ ১৭৫

◆ টেলিফোনে চাঁদ দেখার খবর

প্রশ্ন ঃ টেলিফোনের খবরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে কি-না ? রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজনের দেখার খবর যথেষ্ট ? নাকি কাযির সামনে হাজির হয়ে তার সাক্ষ্য দেয়া জরুরী ?

উত্তর ঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুইজনের শাহাদাতের (সাক্ষ্যের) প্রয়োজন নেই। একজন পুরুষ বা

মহিলার খবরই যথেষ্ট। আর যেহেতু খবরের জন্য কাজীর সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তাই টেলিফোনের দ্বারা প্রেরিত খবরের শব্দ ও আওয়াজ দ্বারা যদি খবরদাতাকে সনাক্ত করা যায় এবং তিনি প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করেন না এমন হন, তাহলে টেলিফোনের উক্তরূপ খবর দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হবে। অন্যান্য চাঁদ নয়। আর আকাশ পরিষ্কার হলে যে কোন চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য বহু সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা জরুরী। ৩/৪ জনের দেখা যথেষ্ট নয়।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামী সংযোজিত) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(وَقُبِلَ بِلَا دَعْوِي وَ) بِلَا (لَفْظِ اَشْهَدُ) وَبِلَا حُكْمٍ وَمَجْلِسِ قَضَاءٍ لِاَنَّهُ خَبَرٌ لَاشَهَادَةٌ (لِلصَّوْمِ مَعَ عِلَّةٍ كَغَيْمٍ) وَغُبَارٍ (خَبَرَ عَدْلٍ) اَوْ مَسْتُوْرٍ الخ -

২. বাদায়েউস সানায়ে–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮১

◆ রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচারিত চাঁদ দেখার খবর

প্রশ্ন ঃ রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচারিত খবরের উপর ভিত্তি করে রোযা বা ঈদ ইত্যাদি করা যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি যদি শরঈ শর্ত মোতাবেক প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর আস্থাবান হয়ে ঈদ ইত্যাদির চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে যদি তা হুবহু শব্দে প্রচার করা হয়, তাহলে সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করে ঈদ ইত্যাদি করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো যে, রেডিও বা টেলিভিশনের ব্যাপারে এ মর্মে নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, তারা চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর প্রচার না করে শুধু জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্তটিকেই হুবহু শব্দে প্রচার করে থাকে।

সে মতে, যেই রেডিও বা টেলিভিশন উক্ত শর্ত মোতাবেক চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির দেয়া সিদ্ধান্ত হুবহু শব্দে প্রচার করে না বরং অন্য কোনভাবে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত বা চাঁদ দেখার খবর প্রচার করে, সেই রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদের উপর ভিত্তি করে ঈদ ইত্যাদি করা যাবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রমজানের চাঁদ দেখা সংক্রান্ত খবর প্রচার ও তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উক্ত শর্ত জরুরী নয়।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যে কোন চাঁদ দেখা সংক্রান্ত খবর বা সিদ্ধান্ত প্রচারের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ঃ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি রেডিও বা টেলিভিশনের সম্প্রচার কেন্দ্রে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি হুবহু শব্দে সরাসরি পরিবেশন করবেন।

* আলাতে জাদীদা কে শরঈ আহকাম পৃষ্ঠা নং ১৭৭-১৭৮

◆ রোযা অবস্থায় এন্‌ডোসকপি করা

প্রশ্ন ঃ দেহের অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করার জন্য এন্‌ডোস কপি করলে রোযা নষ্ট হবে কি-না ?

উত্তর ঃ গলা থেকে নিয়ে পেটের ভিতর পর্যন্ত পাইপ ও মেশিনের যে অংশ প্রবেশ করানো হয় তাতে যদি অন্য কোন বস্তু যেমন তৈল ইত্যাদি না লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে, যদি তৈল বা অন্য কোন বস্তু লাগানো হয় তাহলে তা ভিতরে যাওয়ার সাথে সাথে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৯৭ নং পৃষ্ঠায় আছে-

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اِبْتَلَعَ خَشَبَةً) اَىْ عُوْدًا مِنْ خَشَبٍ اِنْ غَابَ فِىْ حَلْقِهِ اَفْطَرَ وَاِلَّا فَلَا -

২. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া-২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৬

৩. আলমগীরী-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৫

◆ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভাঙ্গার পর হায়েয ইত্যাদি দেখা দেওয়া

প্রশ্ন ঃ ইচ্ছা করে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে কিন্তু সে দিনই সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয বা এমন কোন রোগ দেখা দিয়েছে যার দরুন রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয হয়, তাহলেও কি কাফফারা দিতে হবে ?

উত্তর ঃ ইচ্ছা করে রোযা ভেঙ্গে ফেলার পর সেদিনই সূর্যাস্তের পূর্বে যদি হায়েয নেফাছ বা এমন কোন রোগ দেখা দেয় যার দরুন রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয হয় তাহলে কাফফারা দিতে হবে না, শুধু কাযা করলেই চলবে।

উল্লেখ্য যে, যে কারণে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব থাকে না, সে কারণটা প্রাকৃতিক হতে হবে। অন্যথায়, কাফফারা ওয়াজিব হবে। যেমন কোন ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে অতঃপর সেদিনই ৪৮ মাইল দূরের সফর শুরু করলো, এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

১. আল জাওহারাতুন নায়্যিরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ১৮১ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وكَذَا اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَرِضَ فِى ذَالِكَ الْيَوْمِ سَقَطَ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ وَاِنْ سَافَرَ لَاتَسْقُطُ لِاَنَّ السَّفَرَ بِاِخْتِيَارِهِ وَاِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ فَمَرِضَ مِنْهُ حَتّٰى صَارَ لَايَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ لَاتَسْقُطُ عَنْهُ الخ -

২. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৩

৩ আল বাহরুর রায়েক–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৭

৪. তাহতাবী আলাদদুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৮

◆ হাঁপানী রোগী রোযা অবস্থায় মুখে ঔষধ স্প্রে করা

প্রশ্ন ঃ হাঁপানী রোগের নিরাময়ের জন্য এক প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করা হয় যার ব্যবহার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

গ্যাসজাতীয় অতি সূক্ষ্ম ঔষধ স্প্রে যন্ত্রের (ইন্‌হেলারের) ভিতরে থাকে, হাঁপানী দেখা দিলে যন্ত্রটির মুখ রোগী তার মুখের ভিতর রেখে মুখ বন্ধ করে স্প্রে করে আর ঢোক গিলে, ফলে ঔষধযুক্ত গ্যাস গলার ভিতর দিয়ে নিচের দিকে যায়। অতএব, এখানে জানার বিষয় হলো, রোযা রেখে এভাবে উক্ত ঔষধটি সেবন করলে রোযা নষ্ট হবে কি-না ?

উত্তর ঃ রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এর জন্য শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

* শামী–গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৯৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

حَتّٰى لَوْ تَبَخَّرَ بِبُخُوْرٍ فَاٰوَاهُ اِلٰى نَفْسِهٖ وَاشْتَمَّهٗ ذَاكِرًا لِصَوْمِهٖ اَفْطَرَ لِاِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَهٰذَا مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ -

◆ রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাফফারা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ এক রমযানের একাধিক রোযা ইচ্ছা করে কিছু খেয়ে অথবা সহবাস করে ভেঙ্গে ফেললে কাফফারা হিসেবে সর্বমোট কয়টি রোযা রাখতে হবে। এমনিভাবে কয়েক রমযানের কয়েকটি রোযার ক্ষেত্রে কাফফারা সর্বমোট কয়টি রোযা রাখতে হবে ?

উত্তর ঃ এক রমযানের একাধিক রোযা ইচ্ছা করে কিছু খেয়ে অথবা সহবাস করে ভেঙ্গে ফেললে সব ক'টি রোযার জন্য একটি কাফফারাই (৬০ রোযা) যথেষ্ট হবে, যদি পূর্বে কাফফারা দেয়া না হয়ে থাকে। পক্ষান্তর, যদি কোন রোযা ভেঙ্গে ফেলার পর সেটির কাফফারা দিয়ে ফেলা হয়, তাহলে পরবর্তীতে যেগুলো ভাঙ্গা হবে সেগুলোর জন্য আবার নতুন করে কাফফারা দিতে হবে।

আর যদি একাধিক রমযান অর্থাৎ একাধিক বছরের একাধিক রোযা স্ত্রী সহবাস করে ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে প্রতি রমযানের জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছা করে কিছু খেয়ে বা পান করে রোযা ভেঙ্গে ফেলা হয়, তাহলে একাধিক রমযানের জন্য এক কাফফারাই যথেষ্ট হবে।

১. বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০১ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَوْ جَامَعَ فِىْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِرَارًا بِاَنْ جَامَعَ فِىْ يَوْمٍ ثُمَّ جَامَعَ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ ثُمَّ فِى الثَّالِثِ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَعَلَيْهِ فِىْ جَمِيْعِ ذَالِكَ كُلِّهٖ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَنَا ...... وَلَوْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ جَامَعَ فِىْ يَوْمٍ اٰخَرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ اُخْرٰى فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ -

.... وَلَوْ جَامَعَ فِىْ رَمَضَانَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ جِمَاعٍ كَفَّارَةٌ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ -

২. আদ্দুররুল মুখতার–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৩

৩. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৩

৪. তাহতাবী আলাদ্দুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৮

৫. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৫

৬. আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৪

৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫

হজ্জ অধ্যায়

◆ হজ্জ আদায়কারীর জন্য প্রথমে মক্কায় বা মদীনায় যাওয়া

প্রশ্ন ঃ হজ্জ আদায়কারীর জন্য প্রথমে মক্কায় হজ্জের কাজ সম্পন্ন করা অতঃপর মদীনায় যিয়ারতে যাওয়া উত্তম না-কি প্রথমে মদীনায় যাওয়া অতঃপর মক্কায় হজ্জ সম্পন্ন করা উত্তম ?

উত্তর ঃ ফরয হজ্জ আদায়কারীর জন্য প্রথমে মক্কায় হজ্জের কাজ সম্পন্ন করা অতঃপর মদীনা শরীফের যিয়ারতে যাওয়া উত্তম। আর নফল হজ্জকারীর জন্য উভয়টিই বরাবর। তবে যে সব লোকদের মক্কাশরীফ যাওয়ার রাস্তায় মদীনা শরীফ পড়ে, হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকলে তাদের জন্য প্রথম মদীনা শরীফের যিয়ারত করা অতঃপর মক্কাশরীফ গিয়ে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করা উচিৎ। তাঁদের হজ্জ ফরয হোক বা নফল হোক।

১. শামী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬২৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَيَبْدَأُ بِالْحَجِّ لَوْ فَرْضًا وَيُخَيَّرُ لَوْ نَفْلًا مَالَمْ يَمُرَّ بِهِ فَيَبْدَأُ بِزِيَارَتِهِ لَامُحَالَةَ وَفِى الشَّامِيَةِ وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْحَجُّ فَرْضًا فَالْاَحْسَنُ لِلْحَاجِّ اَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يُثَنِّىْ بِالزِّيَارَةِ وَاِنْ بَدَأَ بِالزِّيَارَةِ جَازَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ...... اِذَا لَمْ يَخْشَ الْفَوْتَ بِالْاِجْمَاعِ –

২. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৪০৫

৩. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬০

৪. ফাতাওয়া দারুল উলূম (কদীম)–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫০২

৫. ইমদাদুল আহকাম–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬০

◆ যমযমের পানি পান করার অবস্থা

প্রশ্ন ঃ যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম না-কি বসে পান করা উত্তম ?

উত্তর ঃ যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং বসে পান করা উভয়টিই বরাবর।

১. তাহতাবী (দুরসহ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ كَمَاءِ زَمْزَمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَ فِيْمَا عَدَا هُمَا يُكْرَهُ قَائِمًا تَنْزِيْهًا -

২. শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯

৩. তাহতাবী (মারাকীসহ)–পৃষ্ঠা ঃ ৬১

৪. কাবীরী–পৃষ্ঠা ঃ ৩৬

◆ এহরাম থেকে হালাল হওয়ার প্রাক্কালে একে অপরের মাথা মুণ্ডানো

প্রশ্ন ঃ হজ্জ বা উমরার এহরাম থেকে হালাল হওয়ার প্রাক্কালে একে অপরের মাথা মুণ্ডানো জায়েয কি-না ?

উত্তর ঃ হজ্জের সকল আমল হতে ফারিগ (মুক্ত-অবসর) হয়ে হালাল হওয়ার প্রাক্কালে একে অপরের মাথা মুণ্ডানো তথা নিজের মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে অন্যের মাথা মুণ্ডানো জায়েয আছে।

১. সহীহ বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৩৮০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُحَلِّقُ بَعْضًا -

২. মানাসিক মুল্লা আলী কারী গ্রন্থের ২৩০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(أَوْ رَاْسَ غَيْرِهِ) اَىْ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا (عِنْدَ جَوَازِ التَّحَلُّلِ) اَىْ خُرُوْجِ مِنَ الْاِحْرَامِ بِاَدَاءِ اَفْعَالِ النُّسُكِ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْئٌ) اَلْاَوْلٰى لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْئٌ وَهٰذَا حُكْمٌ يَعُمُّ كُلَّ مُحْرِمٍ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ -

৩. গুন্‌য়াতুন নাসিক–পৃষ্ঠা ঃ ১৭৪

৪. মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ–পৃষ্ঠা ঃ ১৭৬

৫. ইযাহুল মানাসিক–পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮

৬. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৫

৭. আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫১২

৮. ফাতাওয়া মাযাহেরুল উলূম–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭

◆ তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে দমে শুক্‌র আদায় করা

প্রশ্ন ঃ আল-রাজেহী ব্যাংক কেরান এবং তামাত্তু হজ্জকারীদের কাছ থেকে দমে শুকর আদায় করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা নেয় এবং যে সব হাজী ব্যাংকে টাকা জমা দেন তারা রমির পর হলক করে হালাল হয়ে যান। এখন প্রশ্ন হলো হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তা শুদ্ধ হবে কি ? কেননা, রমির পর হলকের পূর্বে পশু কোরবানী করা বা করানো হানাফী মাযহাব মতে জরুরী।

উত্তর ঃ যেহেতু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দমে শুক্‌র ও হলকের মধ্যে তরতীব ওয়াজিব যদি এর অন্যথা হয় তাহলে আরো একটি দম ওয়াজিব হয়। অথচ ব্যাংকে দমে শুকরের টাকা জমা দিলে তরতীবের খেলাফ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। এ কারণে কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য ব্যাংকে দমের টাকা জমা না দিয়ে নিজে অথবা বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কোরবানী করাতে হবে এবং কোরবানীর পরই হলক করতে হবে।

১. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩৩

২. রহীমিয়াহ–৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২২–১২৩

◆ আরাফাত ও মুযদালেফায় জামাত ছাড়া নামায পড়া

প্রশ্ন ঃ আরাফাতের ময়দানে হাজীগণ আছরের নামায যোহরের সাথে আদায় করার যে বিধান রয়েছে তার জন্য কি জামাত শর্ত ? না একাকী বা ছোট জামাতে নামায আদায় করলেও আছরের নামায যোহরের সময় পড়তে হয় ? এমনিভাবে মুযদালেফায় গিয়ে মাগরিবের নামায এশার সময় পড়ার যে বিধান আছে তার জন্যও কি জামাত শর্ত? না-কি একাকী বা ক্ষুদ্র জামাতের বেলায়ও তা প্রযোজ্য ?

উত্তর ঃ আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আছরকে যোহরের সময় পড়ার জন্য শর্ত হলো, হজ্জের ইমামের তত্ত্বাবধানে উক্ত জামাত হতে হবে। অতএব, ক্ষুদ্র জামাতে বা একাকী পড়লে যোহরকে যোহরের সময়ে আর আছরকে আছরের সময়ে পড়তে হবে। পক্ষান্তরে, মুযদালেফায় সর্বাবস্থায়ই মাগরিবকে এশার সময়ে একসাথে পড়বে।

১. আল-হিদায়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৪৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَيُصَلِّىْ بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَايَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .... . وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِىْ رَحْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِىْ وَقْتِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ قَالَايَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ الخ ..... ثُمَّ يَتَوَجَّهُ اِلَى الْمَوْقِفِ الخ –

২. প্রাগুক্ত–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮

৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০

◆ হজ্বের জন্য ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করা

প্রশ্ন ঃ ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করার বিধান কি ? হজ্বের উদ্দেশ্যে ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করতঃ হজ্ব পালন করা যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ হায়েয মহিলাদের কোন রোগ-ব্যাধি নয়। বরং এটা মহিলাদের জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রতিমাসে তা আসা স্বাভাবিক। ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ না করাটাই ভাল। কেননা, এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া হায়েয অবস্থায় "তাওয়াফে যেয়ারত" ছাড়া হজ্বের বাকি সব রুকন আদায় করা যায়, ফলে এক্ষেত্রে তাওয়াফে যেয়ারত পরে করে নিতে হয়। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করে ফেলে, তাহলে তার জন্য সে অবস্থাতেও হজ্ব আদায় করার সুযোগ আছে।

* ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪০৪

বিবাহ অধ্যায়

◆ টেলিফোনে বিবাহ

প্রশ্ন ঃ টেলিফোনে কোন্ পদ্ধতিতে বিবাহ হলে তা জায়েয হবে ?

উত্তর ঃ টেলিফোনে বিবাহ হওয়ার সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হলো–মেয়ে অথবা মেয়ের অভিভাবক, ছেলে যেখানে থাকে সেখানের কোন ব্যক্তিকে টেলিফোনের মাধ্যমে উকিল (বিবাহ কার্যসম্পাদনকারী) বানিয়ে দিবে। অতঃপর সে উকিল কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা কমপক্ষে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে বরকে বলবে, অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা মোহরানায় তোমার নিকট বিয়ে দিলাম। বর উক্ত মজলিসে "আমি কবুল করলাম" বললেই বিবাহ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে বর যদি মেয়ে যেখানে থাকে সেখানের কাউকে টেলিফোনে উকিল বানিয়ে দেয় আর সে উকিল কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা কমপক্ষে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে মেয়েকে একথা বলে যে, অমুকের ছেলে অমুককে এত টাকা মোহরানায় তোমার নিকট বিয়ে দিলাম। অতঃপর মেয়ে যদি উক্ত মজলিসে "আমি কবুল করলাম" বলে, তাহলেও বিবাহ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায়ই বিবাহের পূর্বে খুৎবা পাঠ করা সুন্নত। অতএব, উকিল নিজে অথবা অন্য কেউ প্রথমে খুৎবা পাঠ করে নিবে।

টেলিফোনে বিবাহ হওয়ার আরেক পদ্ধতি ঃ মেয়ে অথবা মেয়ের অভিভাবক (মেয়ের অনুমতি সাপেক্ষে) টেলিফোনে সরাসরি বরকেই বিয়ের উকিল বানিয়ে দিবে। অতঃপর বর কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা কমপক্ষে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে একথা বলার মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পাদন করবে যে, অমুকের মেয়ে অমুক আমার সাথে তার বিবাহের ব্যাপারে সে নিজে অথবা তার অভিভাবকের মাধ্যমে আমাকে উকিল বানিয়েছে সেমতে এত টাকা মোহরানায় আমি তাকে বিবাহ করলাম।

অনুরূপভাবে, ছেলেও মেয়েকে উকিল বানিয়ে বিবাহকার্য সম্পাদন করাতে পারে।

১. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَصُوْرَتُهُ : اَنْ يَكْتُبَ اِلَيْهَا يَخْطِبُهَا فَاِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ اَحْضَرَتِ الشُّهُوْدَ وَقَرأَتْهُ عَلَيْهِمْ ...... وَبِاِسْمَاعِهِمِ الْكِتَابَ اَوِ التَّعْبِيْرِ عَنْهُ مِنْهَا قَدْ سَمِعُوا الشَّطْرَيْنِ -

২. তাহতাবী আলাদ্দুর–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭

৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২১

৪. প্রাগুক্ত–খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ঃ ১৬২, ১৬৩ ও ১৭৭

৫. ফাতাওয়া নিযামিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬

◆ টেলিফোনে বিবাহের প্রচলিত পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে আমাদের সমাজে টেলিফোনের মাধ্যমে এভাবে বিবাহ হয় যে, মেয়ের বাড়িতে বা অন্য কোথাও একটি টেলিফোন সেট (যেটির মাধ্যমে উপস্থিত সকলেই বিদেশে অবস্থানরত বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পারবে) নিয়ে মেয়ের অভিভাবক তার আত্মীয়-স্বজনসহ বসে। অতঃপর খুৎবা হওয়ার পর বিদেশে অবস্থানরত বরের নিকট উক্ত টেলিফোনের মাধ্যমে মেয়ের অভিভাবক বা তার আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথারীতি বিবাহের ইজাব (প্রস্তাব) পেশ করে। অতঃপর বিদেশে অবস্থানরত বর টেলিফোনের মাধ্যমে কবুল বাক্য উচ্চারণ করে, যা এ দেশে বিবাহ মজলিসে অবস্থানরত সকলেই টেলিফোন সেটের মাধ্যমে শুনতে পায়–এ পদ্ধতিতে বর্তমানে অনেক বিবাহ হচ্ছে। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের বিবাহ গ্রহণযোগ্য কি-না ?

উত্তর ঃ এ পদ্ধতিতে বিবাহ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিবাহের সাক্ষী হতে পারে এমন (কমপক্ষে) দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বরের নিকট উপস্থিত থাকতে হবে এবং বর তাদেরকে সাক্ষী রেখে নিজ মুখে ইজাব বাক্য সাক্ষীদেরকে জানিয়ে তাদের

উপস্থিতিতেই কবুল বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। যেমন, এভাবে বলবে যে, অমুকের মেয়ে অমুক আমার সাথে বিবাহের ইজাব করেছে, যা অমুকের মাধ্যমে টেলিফোনে আমার নিকট পৌঁছেছে আমি তা কবুল করলাম। এই শর্ত পাওয়া না গেলে অর্থাৎ বরের নিকট দুইজন সাক্ষী না থাকলে এবং বর কবুলের পূর্বে ইজাব বাক্য সাক্ষীদের না শুনালে বিবাহ হবে না।

১. শামী–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২

২. তাহতাবী আলাদ্দুর গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(بِشَرْطِ اِعْلَامِ الشُّهُوْدِبِمَا فِى الْكِتَابِ) اَىْ لِيَكُوْنُوْا شَاهِدِيْنَ عَلَى الْاِيْجَابِ وَالْقُبُوْلِ جَمِيْعًا –

◆ বিবাহের ইজাবকারী বা মক্কেল সনাক্ত হওয়া

প্রশ্ন ঃ বর বা কনের ইজাব এমনিভাবে ওকালতনামা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইজাবকারী ও মক্কেলের কণ্ঠস্বর বা হস্তাক্ষর দ্বারা বিবাহকারী ও উকিলের নিকট তাদের সনাক্ত হওয়া জরুরী কি-না ?

উত্তর ঃ বিবাহকারীর নিকট ইজাবকারীর এমনিভাবে উকিলের নিকট মক্কেলের সনাক্ত হওয়া জরুরী বটে, তবে এর জন্য হস্তাক্ষর বা কণ্ঠস্বর দ্বারা সনাক্ত হওয়া জরুরী নয়। বরং যে কোন পন্থায় এ ধারণা প্রবল হওয়াই যথেষ্ট যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে বা আমাকে উকিল বানিয়েছে।

১. খুলাসাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

قَوْلُهُ فَاِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ اِلَيْهَا وَشَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّ هٰذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَخَتْمُهُ وَعُنْوَانُهُ وَاَنَّ فِىْ بَطْنِهِ ذَكَرَ نِكَاحَهَا حَتّٰى ظَهَرَ اَنَّهُ كِتَابُهُ الخ –

২. তালিফাতে রশীদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ৩৮০

◆ ফ্যাক্স ও টেলেক্সের মাধ্যমে বিবাহ

প্রশ্ন ঃ ফ্যাক্সের মাধ্যমে বিবাহ সহী হওয়ার পদ্ধতি কি ?

উত্তর ঃ ইজাবকারী ফ্যাক্সের মাধ্যমে বিবাহকারীর নিকট ইজাব প্রেরণ করলে বিবাহকারী যদি ইজাবকারীকে সনাক্ত করে এবং তার এরূপ প্রবল

ধারণা হয় যে, এটা অমুকেরই ইজাব, তাহলে সে সাক্ষীদের সামনে উক্ত ইজাবের পুনরাবৃত্তি করে কবুল বাক্য উচ্চারণ করলেই বিবাহ হয়ে যাবে। ট্যালেক্সের মাধ্যমে বিবাহের সহী পদ্ধতি এরূপই।

১. তালিফাতে রশিদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ৩৮০

২. খূলাসাতুল ফাতাওয়া–গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَيْهَا ...... حَتّٰى ظَهَرَ أَنَّهُ كِتَابُهُ الخ

◆ কবুলের পূর্বে ইজাবের আলোচনা

প্রশ্ন ঃ বিবাহের মজলিসে কবুলের পূর্বে ইজাবের আলোচনা কি হিসেবে করা হবে ?

উত্তর ঃ ইজাব বিবাহের রোকন বটে তবে কবুলের পূর্বে সে মজলিসে সাক্ষিদের সামনে ইজাবের আলোচনা বিবাহের রোকন নয় তবে বিবাহ সহী হওয়ার জন্য শর্ত অবশ্যই।

* শামী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

أَمَّا لَوْ لَمْ تَقُلْ بِحَضْرَتِهِمْ ..... لِأَنَّ سَمَاعَ الشَّطْرَيْنِ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ الخ -

ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন অধ্যায়

◆ টেলিফোন, ফ্যাক্স ও টেলেক্সের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন ঃ টেলিফোন, ফ্যাক্স ও টেলেক্সের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় এর বিধান কি?

উত্তর ঃ যেমনিভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সামনাসামনি বেচা-কেনা জায়েয, টেলিফোনের মাধ্যমেও তদ্রূপ বেচা-কেনা জায়েয। ফ্যাক্স ও টেলেক্সের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, লেখার মধ্যে মাল ও মূল্যের বিবরণ স্পষ্ট হতে হবে এবং ফ্যাক্স ও টেলেক্সের মাধ্যমে যে লেখা পাঠানো হবে তাতে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে।

* আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

يَصِحُّ التَّعَاقُدُ بِالْكِتَابَةِ .... بِشَرْطِ اَنْ تَكُوْنَ الْكِتَابَةُ مُسْتَبِيْنَةً ...... وَمَرْسُوْمَةً ...... هٰذا رَأْىُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ -

প্রশ্ন ঃ ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ইজাব সম্বলিত পত্র বিক্রেতা বা ক্রেতার নিকট পৌঁছার পর বেচা-কেনা চূড়ান্ত হওয়ার জন্য তার কবুল বাক্য উচ্চারণ করা এমনিভাবে তা কারো উপস্থিতিতে উচ্চারণ করা জরুরী কি-না ? অনুরূপভাবে, পত্রের লেখা পড়ে উপস্থিত কাউকে শুনানো জরুরী কি-না ?

উত্তর ঃ বেচা-কেনা চূড়ান্ত হওয়ার জন্য পত্র পাওয়ার মজলিসেই প্রাপকের কবুল বাক্য উচ্চারণ করা বা কবুল বুঝায় এমন কোন কাজ শুরু করা যেমন চিঠির ইতিবাচক উত্তর লেখা শুরু করা বা সে মজলিস থেকেই মাল পাঠানোর ব্যবস্থা করা জরুরী। অন্যথায় সে প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলেও পরবর্তীতে যদি পত্র

প্রেরকের নিকট মাল পাঠানো হয়, আর সে তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এই মাল প্রেরণ ও গ্রহণের দ্বারা নতুন আক্‌দ সৃষ্টি হওয়ার দরুন উক্ত বেচা-কেনা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

১. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَإِذَا وَصَلَهُ الْكِتَابُ فَقَالَ فِىْ مَجْلِسِ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ قَبِلْتُ اِنْعَقَدَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَرَكَ الْمَجْلِسَ اَوْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنِ الْإِيْجَابِ كَانَ قَبُوْلُهُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ - الخ

فِى الْبَحْرِ الرَّائِقِ ج٥ ص٢٦٩ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِىْ هٰذِهِ الْعُقُوْدِ هُوَ الْمَعْنٰى -

২. শামী (আদ্দুররুল মুখতারসহ)–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫১২

৩. আল বাহরুর রায়েক–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৯

৪. আল ফিকহুল ইসলামী–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০০

◆ এক প্রকার ব্যবসা

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যবসায়ীর সাথে একজনের সুসম্পর্ক আছে বিধায় সে তৃতীয় কারো থেকে টাকা এনে ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করার জন্য দিল। এবং টাকার মালিকের সাথে চুক্তি করে নিল যে, উক্ত ব্যবসায় তোমার ভাগে যা লাভ আসবে তা থেকে এত ভাগ আমাকে দিতে হবে এরূপ লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি-না ?

উত্তর ঃ এরূপ লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ৬৫৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ لَهُ مَارَبِحْتُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِىْ النِّصْفُ وَاسْتَوَيَا فِيْمَا بَقِىَ لِاَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَاهُ -

* হিদায়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৪-এর টিকায় আছে–

وَفِى النِّهَايَةِ : وَ يَطِيْبُ لَهُمَا اَىْ الْمُضَارِبَ الْاَوَّلَ وَالْمُضَارِبَ الثَّانِىَ يَعْنِىْ وَاِنْ لَّمْ يَعْمَلِ الْمُضَارِبُ الْاَوَلُ بِالتَّصَرُّفِ فِى الْمَالِ ...... لِاَنَّهُ بَاشَرَ الْعَقْدَيْنِ وَاِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِنَفْسِهِ شَيْئًا -

◆ প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা জায়েয আছে কি-না ? জায়েয যদি না হয় তাহলে জায়েয হওয়ার কোন পদ্ধতি আছে কি-না?

উত্তর ঃ প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা না জায়েয, তবে তার মধ্যে চারটি শর্ত পাওয়া গেলে তা জায়েয হবে। শর্তগুলো হলো ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এমন ব্যবসা করতে হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল।

(২) ঐ কোম্পানির কিছু সুনির্দিষ্ট মাল (Fixed Assets) থাকতে হবে। যেমন–জায়গা, কল-কারখানা ইত্যাদি। সম্পূর্ণ মাল Liquid Assets (যেমন টাকা-পয়সা) না হতে হবে।

(৩) উক্ত কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (Annual General meeting A.G.M) এ উপস্থিত হয়ে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমি সুদকে হারাম মনে করি। আমি সুদের আদান-প্রদানে রাজি নই। তাই কোম্পানি সুদমুক্ত হওয়ার দাবি জানাই।

(৪) এরপরও যদি তাকে সুদ দেয় তাহলে সুদের পরিমাণ জেনে তা সদকা করে দিতে হবে।

* ফিকহী মাকালাত–পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪

◆ জীবজন্তু বর্গা দেয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ কেউ একটি গরু কিনে জনৈক ব্যক্তিকে এই শর্তে লালন-পালন করার জন্য দিল যে, এই গরু যখন বড় হয়ে বাচ্চা দিবে তখন তা বাচ্চাসহ বিক্রি করা হবে এবং বিক্রয়লব্ধ টাকার এক-চতুর্থাংশ লালন-পালনকারীকে দেওয়া হবে। অবশ্য বিক্রয়ের

আগে গরুর মৃত্যু হলে তা উভয়পক্ষ থেকেই যাবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত প্রক্রিয়ায় ঐ লেনদেন জায়েয কি-না ? জায়েয না হলে জায়েযের কোন পথ আছে কি-না ?

উত্তর ঃ উক্ত প্রক্রিয়ার এ ধরনের লেনদেন করা জায়েয নেই। তবে জায়েযের কিছু পদ্ধতি আছে। যেমন–

জায়েয পদ্ধতি (১)

মালিক লালন-পালনকারীকে পশু-পালন বাবদ শ্রমের মূল্য এবং খড়-পানি ইত্যাদি বাবদ খরচ পরিমাণ মূল্য দিয়ে দিবে এবং পশু নিজে নিয়ে নিবে।

জায়েয পদ্ধতি (২)

লালন-পালনকারীর নিকট পশু হস্তান্তর করার পূর্বে উক্ত পশুর একাংশ লালন-পালনকারীর নিকট বিক্রি করে মূল পশুতে তাকে শরীক করে নিবে, মূল্য আদায়ে অক্ষম হলে ক্ষমা করে দিবে বা পরবর্তীতে সুবিধামত সময়ে পরিশোধের সুযোগ দিবে। অতঃপর লালন-পালন শেষে মূল পশু ও লভ্যাংশ উভয় শরীক তাদের পূর্ব নির্ধারিত অংশ অনুপাতে বণ্টন করে নিবে।

১. শামী গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৩২৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَعَلٰى هٰذَا اِذَا اَعْطٰى بَقَرَةً بِالْعَلَفِ لِيَكُوْنَ الْحَادِثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَمَا حَدَثَ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَلِلْعَامِلِ مِثْلُ عَلَفِهِ وَاَجْرُ مِثْلِهِ الخ -

২. ফাতাওয়া আলমগীরী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَالْحِيْلَةُ فِىْ ذٰلِكَ اَنْ يَبِيْعَ نِصْفَ الْبَقَرَةِ مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ بِثَمَنٍ .... فَيَكُوْنُ الْحَادِثُ مِنْهَا عَلَى الشَّرِكَةِ -

৩. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭০

৪. খোলাসাতুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৬

৫. বাদায়েউস সানায়ে–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৬

৬. ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫
৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪২
৮. কিফায়াতুল মুফতী–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৭

◆ বর্গা জমির ফসল ভাগ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ বর্গা জমির ফসল যেমন ধান ইত্যাদি কাটার পর আঁটি বেঁধে ভাগ করা জায়েয কি-না ? জায়েয না হলে শরীয়ত মতে কিভাবে ভাগ করা যাবে?

উত্তর ঃ বর্গা জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় সেটাই বর্গা দাতা ও বর্গাচাষীর আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাই সেটাকে শর্তমত নিখুঁতভাবে ভাগ করা জরুরী, তাই যে ধরনের ফসল করা হবে সে ধরনের ফসল সমাজে যেভাবে ভাগ করার নিয়ম থাকে সেটাকে সেভাবেই ভাগ করতে হয়। সুতরাং ধান চাষের জন্য জমি বর্গা দিলে ধানই যেহেতু সেখানে উদ্দেশ্য তাই ধানকে নিখুঁতভাবে ভাগ করা আবশ্যক। আমাদের দেশে ধান পরিমাপের যে বস্তু আছে তা দ্বারাই পরিমাপ করতে হবে, সেজন্য ধান মাড়ানোর পর ওজন বা কায়েল করেই ভাগ করতে হবে। আঁটি বেঁধে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে ভাগ করা ছহীহ হবে না। কারণ, এভাবে আঁটি বেঁধে ভাগ করা হলে কম-বেশি হওয়া এবং মনোমালিন্য বা ঝগড়া হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে, আর যেখানেই এ ধরনের আশংকা থাকে শরীয়ত সেখানে তা নিষেধ করে দেয়।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় আঁটি বেঁধে ভাগ করা যাবে না। আর যদি খড় ভাগ করতে হয় তাহলে খড় আলাদাভাবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আঁটি বেঁধে ভাগ করা যাবে।

১. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ৬৭২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

أَلَةُ الْقِسْمَةِ : نَصَّتِ الْمَادَّةُ (١١٤٧) مَجَلَّةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَتْ : اَلْمَالُ الْمُشْتَرَكُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيْلَاتِ فَبِالْكَيْلِ أَوْ مِنَ الْمَوْزُوْنَاتِ فَبِالْوَزْنِ أَوْ مِنَ الْعَدَدِيَّاتِ فَبِالْعَدَدِ أومِنَ الذَّرَاعِيَّاتِ فَبِالذِّرَاعِ يَصِيْرُ تَقْسِيْمُهُ -

২. বাদায়েউস সানায়ে'–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-এ আছে–

وَعَلٰى هٰذَا الْأَصْلِ تَخْرُجُ قِسْمَةُ الْمَكِيْلَاتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ - اَنَّهَا لَاتَجُوْزُ مُجَازَفَةً كَمَا لَايَجُوْزُ بَيْعُهَا مُجَازَفَةً لِاِعْتِبَارِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ ـ

৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫১৯

৪. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০০

◆ গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক ব্যবসা

প্রশ্ন ঃ গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক (GGN) ব্যবসা জায়েয কি-না? না জায়েয হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কি কারণে তা নাজায়েয এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হওয়ার কি পদ্ধতি হতে পারে ?

উত্তর ঃ উল্লিখিত ব্যবসা নাজায়েয হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলো আলোচনা করা সম্ভব নয় তবে নিম্নে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হল। যার বিশ্লেষণে উক্ত ব্যবসা নাজায়েয প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যবসার জায়েয পদ্ধতি হল এটাকে শুধু বেচা-কেনা পর্যন্ত সীমিত রেখে পরবর্তী কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে।

হাদীস নং–১

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ" -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'শর্তযুক্ত' ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ'লাউস সুনান–খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠ ঃ ১৪০

হাদীস নং–২

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَاَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عُمَرَ - قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِيْ صَفْقَةٍ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্রয় বিক্রয়ের এক চুক্তির মধ্যে একাধিক চুক্তির সংমিশ্রণ করতে নিষেধ করেছেন।

* নসবুর রায়া–পৃষ্ঠা ঃ ২০

◆ হাঁস-মুরগী ইত্যাদি বর্গা দেওয়া

প্রশ্ন ঃ হাঁস-মুরগী ইত্যাদি অপরকে এভাবে পালতে দেয়া যে, যে বাচ্চা হবে তা অর্ধেক মালিকের আর অর্ধেক যে লালন-পালন করবে তার আর আসল হাঁস-মুরগী মালিকেরই থাকে। এভাবে গরু, ছাগল ও মহিষ ইত্যাদি বর্গা দেয়া জায়েয কি-না ? শরীয়ত মোতাবেক বর্গার সহীহ্ পদ্ধতি কি ?

উত্তর ঃ হাঁস-মুরগী ইত্যাদি এভাবে পালতে দেয়া জায়েয নয় যে, বাচ্চা বা ডিম অর্ধেক মালিকের আর অর্ধেক যে পালবে তার আর আসল হাঁস-মুরগী মালিকেরই থাকবে। এমনিভাবে গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদিও এভাবে পালতে দেয়া জায়েয নয়।

১. বাদায়েউস সানায়ে–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৫

২. আলমগীরী–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪৫

৩. হিদায়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৫

৪. কিফায়াতুল মুফতী–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৭

৫. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৫

৬. আহসানুল ফাতাওয়া–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৯

তবে এই পদ্ধতিতে করলে জায়েয আছে যে, অর্ধেক মুরগী বা গরু ইত্যাদি কিছু মূল্যে যে পালবে তার কাছে বিক্রি করে দিবে অতঃপর মূল্যও মাফ করে দিবে বা পরবর্তীতে পরিশোধ করার জন্য সুযোগ দিবে। তখন এই গরু ছাগল ইত্যাদিতে দু'জনে শরীক হবে, ফলেএসব পশু থেকে জন্ম নেয়া বাচ্চা বা ডিম, দুধ সব কিছুই উভয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট হারে ভাগ করে নিবে।

* আলমগীরী–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪৬

বিবিধ অধ্যায়

◆ শুকর ও হারাম পশুর চর্বি মিশ্রিত সাবান ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন ঃ বিদেশী ঐসব সাবানের হুকুম কি যেগুলোর মধ্যে শুকর, মৃত পশু বা বিধর্মীদের হাতে জবেহকৃত পশুর চর্বির সংমিশ্রণ থাকে।

উত্তর ঃ এ জাতীয় সাবান ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ উক্ত চর্বি যদি সরাসরি সাবানে ব্যবহার না করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভিন্ন পদার্থে রূপান্তরিত করার পর সাবানে ব্যবহার করা হয়, তাতে হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে কি-না ?

উত্তর ঃ হুকুমে পরিবর্তন হবে না।

প্রশ্ন ঃ এমনিভাবে সাবানের সাথে মিশ্রিত করার কারণে যদি চর্বির মৌলিকত্ব হারিয়ে যায় অর্থাৎ চর্বি পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন পদার্থের রূপ নেয় তাহলে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ একই হুকুম।

প্রশ্ন ঃ উক্ত পরিবর্তনের পর আহার্য হিসেবে ব্যবহার করা অন্য কোন কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হুকুমের তারতম্য হবে কি-না ?

উত্তর ঃ না, হুকুমের কোন তারতম্য হবে না।

প্রশ্ন ঃ মৌলিকত্ব পরিবর্তন (تَبْدِيْلِ مَاهِيَتْ) হওয়ার দ্বারা যে হুকুমের পরিবর্তন হয়। যেমন–বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি হারাম জন্তু লবণের খনিতে পড়ে যদি লবণে পরিণত হয়, তাহলে তা আর হারাম থাকে না। এই মৌলিকত্ব পরিবর্তন (تَبْدِيْلِ مَاهِيَتْ) হওয়ার সীমারেখা কি ?

উত্তর ঃ এর সীমারেখা হলো কোন বস্তুর মধ্যে তার নিজস্ব স্বভাবধর্ম (اٰثَارِ مُخْتَصَّة) অবশিষ্ট না থাকা। যেমন মদ ছিরকা হয়ে যাওয়ার পর উক্ত মদের মধ্যে তার নিজস্ব স্বভাবধর্ম (اٰثَارِ مُخْتَصَّة) যেমন–মাদকতা

ইত্যাদি বাকি থাকে না। এরূপ পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিভাষায় (Chemical change) কেমিক্যাল চেইঞ্জ বলে। এ পরিবর্তন কোন কেমিক্যাল মিশ্রিত করার কারণে কিংবা প্রাকৃতিক কারণেও হতে পারে। উল্লেখ্য যে, (Phyrical change) ফিজিক্যাল চেইঞ্জ যেমন–পানি বরফ হওয়া, বাষ্প হওয়া এটি মৌলিকত্ব পরিবর্তন (تَبْدِيلِ مَاهِيَّتْ) -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

* ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৭৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

لِاَنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ وَصْفَ النَّجَاسَةِ عَلٰى تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ وَتَنْتَفِىْ الْحَقِيْقَةُ بِانْتِفَاءِ بَعْضِ أَجْزَاءِ مَفْهُوْمِهَا فَكَيْفَ بِالْكُلِّ ...... وَفِىْ غُنْيَةِ الْمُسْتَمْلِىْ شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّىْ وَاَكْثَرُ الْمَشَايِخْ اِخْتَارُوْا قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى لِاَنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ وَصْفَ النَّجَاسَةِ عَلٰى تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِالْكُلِّيَّةِ الخ -

* কিফায়াতুল মুফতী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮০–৮৪

◆ খুৎবার আযানের জবাব দেয়া

প্রশ্ন ঃ খুৎবার আযানের জবাব দেয়া এবং আযান শেষে দুআ ও মুনাজাতের শরঈ হুকুম কি ?

উত্তর ঃ জুমআর খুৎবার আযানের মৌখিক জবাব দেয়া খতীব সাহেবের জন্য জায়েয। মুক্তাদীদের জন্য মাকরূহ। অবশ্য দিলে দিলে মুক্তাদীগণও জবাব দিতে পারেন। আর আযান পরবর্তী মৌখিকভাবে দোয়া পড়া খতীব ও মুক্তাদী সকলের জন্যই নিষিদ্ধ।

১. শামী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬০৮

২. ফাতাওয়া দারুল উলূম (কাদীম)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৭–৬৯

৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮০–২৮২

৪. প্রাগুক্ত–১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১২–২১৩

◆ খুৎবার সময় ও স্বাভাবিক অবস্থায় লাঠি ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন ঃ খুৎবার সময় এবং হাঁটার সময় হাতে লাঠি নেয়া সুন্নত বা মুস্তাহাব কি ?

উত্তর ঃ খুৎবার সময় হাতে লাঠি নেয়া সুন্নত বা মুস্তাহাব। তবে জরুরী মনে করলে মাকরূহ ও বেদআত হবে। লাঠি ব্যতীত খুৎবা দেয়া হলে তাকে খারাপ মনে করা যাবে না। অনুরূপভাবে চলাফেরা করার সময়ও হাতে লাঠি রাখা সুন্নত।

১. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَنَقَلَ الْقُهُسْتَانِىُ عَنِ الْمُحِيْطِ اَنَّ اَخْذَ الْعَصَا سُنَّةٌ كَالْقِيَامِ -

২. আল-ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

اِعْتِمَادُ الْخَطِيْبِ بِيَسَارِهِ اَثْنَاءَ قِيَامِهِ عَلٰى نَحْوِ عَصَا اَوْ سَيْفٍ اَوْقَوْسٍ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ مَنْدُوْبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الخ -

৩. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯–১৬১

৪. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৭

৫. প্রাগুক্ত–১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪২

◆ খুৎবার পূর্বে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেয়া

প্রশ্ন ঃ জুমা বা ঈদের খুৎবার পূর্বে খতীব সাহেব মিম্বরে উঠে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন কি-না ? এমনিভাবে খুৎবার শুরুতে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ করবেন কি-না ?

উত্তর ঃ সালাম দিবেন না, বিসমিল্লাহ্ও পাঠ করবেন না। নীরবে শুধু আউযুবিল্লাহ পড়ে খুৎবা শুরু করে দিবেন।

১. আল জাওহারাতুন্নায়্যিরা গ্রন্থের ১১৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

......وَاِذَا صَعِدَ الْاِمَامُ الْمِنْبَرَ هَلْ يُسَلِّمُ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ خُرُوْجُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ و هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ لَايُسَلِّمُ وَيُرْوٰى اَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ -

২. শামী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَيَبْدَأُ بِالتَّعَوُّذِ سِرًّا -

৩. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ)–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫০

৪. মাজমাউল আনহুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮

৫. বাদায়েউস সানায়ে–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৩

৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬০

৭. আহসানুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯

◆ জানাযার নিয়তে পুরুষ বা মহিলা নির্ধারণ করা

প্রশ্ন ঃ বয়স্ক জানাযার নিয়তে মৃত ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা এটা নির্ধারণ করা জরুরী কি-না ? জরুরী না হলে যে সব কিতাবে বলা হয়েছে যে, পুরুষ বা মহিলা নির্ধারণে যদি ভুল হয়ে যায়, তাহলে নামায হবে না। এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ জানাযার নিয়তে মৃত ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা এটা নির্ধারণ করা জরুরী নয়। তবে যদি কেউ নির্ধারণ করতে গিয়ে (যা অনর্থক) ভুল করে, তাহলে তার নামায হবে না। কোন কোন কিতাবে যে লিখা আছে নির্ধারণে ভুল হয়ে গেলে নামায হবে না, এর অর্থ হলো অনর্থক যদি কেউ নির্ধারণ করে আর সে ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়, তাহলে তার নামায হবে না।

১. শামী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪২৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَاَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَعْيِيْنُ الْمَيِّتِ اَنَّهُ ذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) لِاَنَّ الْمَيِّتَ كَالْاِمَامِ فَالْخَطأُ فِىْ تَعْيِيْنِهِ كَالْخَطَاءِ فِىْ تَعْيِيْنِ الْاِمَامِ اى لِاَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ لَزِمَ مَا عَيَّنَهُ وَاِنْ كَانَ اَصْلُ التَّعْيِيْنِ غَيْرُ لَازِمِ الخ -

২. আল আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের–পৃষ্ঠা ঃ ৬৯

৩. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮

৪. আল বাহরুর রায়েক–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৩

◆ মোরগ-মুরগী ড্রেসিং প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ মোরগ-মুরগী যবেহ করে ভিতরের (অন্ত্রে অবস্থিত) মল, বিষ্ঠা ইত্যাদি অপসারণ না করে ড্রেসিং এর জন্য কিছুক্ষণ গরম পানিতে চুবিয়ে রাখা হলে সে মোরগ-মুরগীর গোস্ত খাওয়া যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ উক্ত মাসআলাটির উত্তর বুঝতে হলে প্রথমেই নিম্নলিখিত দু'টি বিষয় জেনে নেয়া আবশ্যক।

(১) যবেহকৃত মোরগ-মুরগী ইত্যাদি যদি গরম পানিতে এতটুকু পরিমাণ সময় চুবিয়ে রাখা হয় যার ফলে মোরগ-মুরগীর অভ্যন্তর ভাগের নাপাকীর আছর (ক্রিয়া) গোশ্‌তে ছড়িয়ে পরে, তাহলে ঐ গোশ্‌ত সম্পূর্ণরূপে নাপাক হয়ে যায়, ফলে তা খাওয়া হারাম হয়ে যায়। এমনকি তা কোনভাবে পাক-পবিত্র করা যায় না।

(২) ড্রেসিং-এর জন্য যে পানিতে মোরগ-মুরগী ইত্যাদি চুবানো হয়, সে পানি যদি মোরগ-মুরগীর গলার কর্তিত অংশে লেগে থাকা প্রবাহিত রক্ত বা গায়ের মল-বিষ্ঠা ইত্যাদির কারণে নাপাক হয়ে গিয়ে থাকে অথবা উক্ত প্রকার নাপাকী যদি পানিতে পূর্ব হতেই থাকে এবং সে পানি পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে উক্ত পানিতে মোরগ-মুরগী যদি এতটুকু পরিমাণ সময় চুবিয়ে রাখা হয় যার ফলে উক্ত নাপাক পানি গোশ্‌তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহলেও উক্ত গোশ্‌তকে পবিত্র ও হালাল করার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তা খাওয়াও জায়েয হবে না।

তাই, সতর্কতামূলক প্রচলিত পদ্ধতিতে ড্রেসিং না করে সনাতন (স্বাভাবিক) পদ্ধতিতে বাড়িতে ড্রেসিং করাই উচিৎ।

একান্ত যদি বাজারে ড্রেসিং করতেই হয় তাহলে, প্রথমে মোরগ-মুরগী ইত্যাদির যবেহকৃত স্থান ও আশপাশ ভালভাবে ধুয়ে নিবে, যাতে রক্তের দাগ না থাকে, তদ্রূপ এগুলোর শরীরের অন্য কোথাও নাপাক থাকলে তাও ধুয়ে নিবে। পূর্বের পানি (ব্যবহারের দরুন) নাপাক হয়ে গিয়ে থাকলে তা ফেলে দিয়ে নতুন পানি গরম করে তাতে এত অল্পক্ষণ চুবাবে যেন গরম পানির ক্রিয়ায় ভিতরের নাপাকি দ্রবীভূত ও সঞ্চালিত হয়ে নাপাকীর ক্রিয়া গোশ্‌তে ছড়িয়ে না পড়ে।

অবশ্য মোরগ-মুরগীর পেট কেটে নাড়ি-ভূড়ি বের করে ও শরীরস্থ নাপাকী পরিষ্কার করে উত্তপ্ত পাক পবিত্র নির্মল পানিতে বেশিক্ষণ চুবিয়ে রাখলেও কোন অসুবিধা নেই।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৩৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

...... وَكَذَا دَجَاجَةٌ مُلْقَاةٌ حَالَةَ غَلَى الْمَاءِ لِلنَّتْفِ قَبْلَ شَقِّهَا وَتَحْتَهُ فِى الشَّامِيَةِ ...... وَالْعِلَّةُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ تَشَرُّبُهَا النَّجَاسَةَ بِوَاسِطَةِ غَلَيَانٍ .... لٰكِنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَاتَثْبُتُ مَالَمْ يَمْكُثُ اللَّحْمُ بَعْدَ الْغَلَيَانِ زَمَانًا يَقَعُ فِىْ مِثْلِهِ التَّشَرُّبُ وَالدُّخُولُ فِىْ بَاطِنِ اللَّحْمِ الخ –

২. তাহতাবী আলাদ্দুর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৯
৩. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৮৬
৪. ফাতহুল কাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮৬
৫. আল বাহরুর রায়েক–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৯
৬. আল ফিকহুল ইসলামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮০
৭. আহসানুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৬
৮. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯
৯. প্রাগুক্ত–১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৬
১০. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৬
১১. প্রাগুক্ত–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯
১২. ইমদাদুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪

◆ মসজিদের মাইকে কোন কিছু ঘোষণা করা

প্রশ্ন ঃ মসজিদ হতে কোন মৃত ব্যক্তির সংবাদ, জানাযার নির্দিষ্ট সময় এবং শিশু ও মহিলাদেরকে সরকারি যে পোলিও টিকা দেওয়া হয় তা এলাকাবাসিকে মসজিদের মাইক দিয়ে ঘোষণা করে অবগত করানো জায়েয আছে কি-না ?

উত্তর ঃ মসজিদের মধ্যে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মুখে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ এবং জানাযার নামাযের নির্দিষ্ট সময়ের এলান করা জায়েয আছে। তবে মসজিদের যে মাইক শুধু আযান দেওয়ার জন্য ওয়াকফ করা

হয়েছে তা দিয়ে আযান ব্যতীত অন্য কোন ধরনের এলান করা জায়েয নেই। অর্থাৎ মসজিদে মাইক দান করার সময় দাতা যদি শুধু আযানের জন্য দিয়ে থাকেন, তাহলে তদ্বারা কোন ধরনের এলান বা ঘোষণা জায়েয হবে না।

প্রমাণ ঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৬

◆ তদবীরের মাধ্যমে চোর সনাক্ত করা

প্রশ্ন ঃ তদবীরের মাধ্যমে চোর সনাক্ত করা শরীয়তসম্মত কি-না ?

উত্তর ঃ তদবীরের মাধ্যমে চোর সনাক্ত করা জায়েয নাই এবং তা শরীয়তসম্মতও নয়।

* ইমদাদুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮
* জামিয়ুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৪
* ফাতাওয়া রশীদিয়া পৃঃ ১২২

◆ ডিশ এণ্টেনা ইত্যাদি বিক্রি করা

প্রশ্ন ঃ কেউ ডিশ এণ্টেনা ইত্যাদি সম্প্রসারণ করে দিয়ে এলাকায় গুনাহের কাজের বিস্তৃতি ঘটালো। এখন ঐ ব্যক্তি ঐ গুনাহ্ হতে মুক্ত হতে চায়। এখন প্রশ্ন হল, ঐ যন্ত্রপাতিগুলোকে অকেজো করে দেওয়া উত্তম হবে না-কি এগুলোকে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মাদরাসার কোন কাজে ব্যবহার করা উত্তম হবে ?

উত্তর ঃ এ সব যন্ত্রপাতি অন্যের নিকট বিক্রি করাও গুনাহ। তাই মাদরাসায় মূল্য দান করার উদ্দেশ্যে হোক আর অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হোক এ সব যন্ত্রপাতি বিক্রি করা যাবে না। বরং এগুলোকে অকেজো করে দিতে হবে।

১. জাওয়াহেরুল ফিক্হ–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১১
২. জাদীদ মায়াশী মাসায়েল–পৃষ্ঠা ঃ ১২৯

◆ পুরাতন কবরস্থানের উপর মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন ঃ মসজিদের পাশে একটি কবরস্থান আছে। এটি মালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত। এখন তার উপর মসজিদ সম্প্রসারিত করা জায়েয হবে কি-না ?

উত্তর ঃ যদি কবরস্থানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়ে থাকে এবং বর্তমানে উক্ত কবরস্থানে কবর দেয়া না হয় এবং ঐ কবরস্থান এত পুরাতন যে, তাতে দাফনকৃত লাশগুলো পঁচে গলে মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাহলে মালিকের অনুমতিক্রমে কবরস্থানটির উপর মসজিদ সম্প্রসারিত করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন কবরস্থান মালিকানাধীন না হয় বরং ওয়াকফিয়া হয়, তাহলে তার উপর মসজিদ বা মাদরাসা করা জায়েয হবে কি-না ?

উত্তর ঃ যদি কবরস্থান ওয়াক্‌ফকৃত হয়, কারো মালিকানাধীন না হয়, তাহলে ঐ প্রকার কবরস্থানের উপর মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয নাই। তবে যদি কোন কবরস্থান একেবারে পরিত্যক্ত হয় যে, সে কবরস্থানে বর্তমানে কোন কবর দেয়া হয় না, ভবিষ্যতেও কোন লাশ দাফন করার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না এবং উক্ত পরিত্যক্ত জায়গা এভাবে পড়ে থাকার দরুন কেউ দখল করে নিতে পারে বলে যদি আশংকা হয়, তাহলে এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে উক্ত জায়গায় মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণ করা যাবে।

১. আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَفِى التَّبْيِيْنِ وَلَوْ بَلِىَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَدَفْنُ غَيْرِهِ فِىْ قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ الخ –

২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৭

৩. ফাতাওয়া দারুল উলূম (কাদীম)–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮৬

৪. প্রাগুক্ত–১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৩ ও ২৩৮ ও ২৭১

৫. রাহীমিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৮

৬. কিফায়াতুল মুফতী–৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬ ও ১৪০

◆ মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং হতে শিক্ষকদের খানা

প্রশ্ন ঃ মাদ্‌রাসার যে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে ছাত্ররা খাওয়া-দাওয়া করে এর সাথে মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের খাওয়া ঠিক হবে কি-না ? যদি ঠিক না হয় তাহলে কিভাবে ঠিক হবে ?

উত্তর ঃ শিক্ষকদেরকে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের থেকে খানা দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি শিক্ষকদের খানা বাবদ যে পরিমাণ খরচ হবে সে পরিমাণ হিসেব করে জেনারেল ফান্ড থেকে কেটে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের ফান্ডে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে জায়েয হবে।

* ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২২

◆ কবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা

প্রশ্ন ঃ কবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কতটুকু হতে হবে ? পুরুষ ও মহিলার কবরে কোন পার্থক্য হবে কি-না ? কেউ কেউ বলেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে কোমর পর্যন্ত আর মহিলাদের ক্ষেত্রে বুক পর্যন্ত খনন করতে হবে, এটা কতটুকু সঠিক ?

উত্তর ঃ কবরের গভীরতার ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত বিধান হল, নিচের দিকে মাঝারি ধরনের উচ্চতাসম্পন্ন ব্যক্তির অর্ধেক পরিমাণ গভীর করলেই হয়, তবে পূর্ণ এক পুরুষের উচ্চতা সমপরিমাণ গভীর করা উত্তম। এর থেকে বেশি গভীর না হওয়া উচিৎ। কবরের দৈর্ঘ্য মুর্দার অনুপাতে এবং প্রস্থ মুর্দারের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক পরিমাণ পর্যন্ত হতে হবে। উল্লেখ্য যে, পুরুষের কবর এবং মহিলার কবরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

১. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(قَوْلُهُ مِقْدَارُ نِصْفِ قَامَةٍ الخ) اَوْاِلٰى حَدِّ الصَّدْرِ وَاِنْ زَادَ اِلٰى مِقْدَارِ قَامَةٍ فَهُوَ اَحْسَنُ كَمَا فِى الذَّخِيْرَةِ فَعُلِمَ اَنَّ الْاَدْنٰى نِصْفُ الْقَامَةِ وَالْأَعْلٰى اَلْقَامَةُ ...... وهٰذا حَدُّ الْعُمْقِ ..... وَفِى الْقُهُسْتَانِىْ وَطُوْلُهُ عَلٰى قَدْرِ طُوْلِ الْمَيِّتِ وَعَرْضُهُ عَلٰى قَدْرِ نِصْفِ طُوْلِهِ الخ –

২. আলমগীরী–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৬

৩. আল জাওহারাতুন নায়্যিরা–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪০

৪. তাহতাবী আলাল মারাকী–পৃষ্ঠা ঃ ৫০১

৫. ফাতাওয়া দারুল উলূম (জাদীদ)–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮৫

৬. আহকামে মাইয়্যেত–পৃষ্ঠা ঃ ৮৬

◆ সুন্নত তরীকার কবর

প্রশ্ন (ক) সুন্নত তরীকার কবর কিরূপ হয় ?

(খ) কবরের মধ্যে লাশ কিভাবে রাখা সুন্নত ?

উত্তর ঃ (ক) বগলী কবর সুন্নত আর সিন্দুকী কবর জায়েয।

বগলী কবর খননের নিয়ম

প্রথমে যথারীতি পূর্ণরূপে একটি কবর খনন করে নিবে। অতপর গর্তের সমতল থেকে কেবলার দিকে মাইয়েতের দেহ অনুপাতে একটি গর্ত খনন করবে যার ভিতরে মাইয়েতকে কাত করে সুন্দরভাবে রেখে দেয়া যায়। বালি মাটি বা মাটি নরম হওয়ার কারণে যদি বগলী কবর করা সম্ভব না হয় তাহলে সিন্দুকী কবর করবে।

সিন্দুকী কবর খননের নিয়ম

যথারীতি পূর্ণ কবর খনন করার পর কবরের মধ্যভাগে মৃত ব্যক্তির দেহ অনুপাতে খালের মত একটি গর্ত খনন করে নিবে যার মধ্যে মৃত ব্যক্তির দেহকে কাত করে সুন্দরভাবে রেখে দেয়া যায়।

(খ) মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান পার্শ্বের (কাতের) উপর কেবলামুখী করে রাখা সুন্নত। মৃতদেহ যেন চিৎ হয়ে না যায় সেজন্য পেছনের দিক থেকে মাটির চাকা বা অন্য কিছু দ্বারা ঠেস দিয়ে রাখবে। আমাদের দেশে যেভাবে মৃত ব্যক্তিকে চিৎ করে রেখে শুধু চেহারা কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়, তা সঠিক নয়। মাথা হতে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেহ কেবলামুখী করে রাখা উচিৎ।

১. শামী (আদ্দুররুল মুখতারসহ) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(وَيُلْحَدُ وَلَا يُشَقُّ) اِلَّافِىْ اَرْضٍ رَخْوَةٍ (قَوْلُهُ وَيُلْحَدُ) لِاَنَّهُ السُّنَّةُ -

(وَيُوَجَّهُ اِلَيْهَا) وُجُوْبًا وَيَنْبَغِىْ كَوْنُهُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ -

لٰكِنْ صَرَّحَ فِى التُّحْفَةِ بِاَنَّهُ سُنَّةٌ (اِلٰى اَنْ قَالَ) لِاَنَّ التَّوَجُّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ سُنَّةٌ ..... وَيُوَجَّهُ اِلَى الْقِبْلَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ - حِلْيَةٌ عَنِ التُّحْفَةِ -

২. আলমগীরী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় আছে-

وَالسُّنَّةُ هُوَ اللَّحْدُ دُوْنَ الشَّقِّ كَذَا فِىْ مُحِيْطِ السَّرَخْسِىْ وَصِفَةُ اللَّحْدِ اَنْ يُحْفَرَ الْقَبْرُ بِتَمَامِهِ ثُمَّ يُحْفَرُ فِىْ جَانِبِ الْقِبْلَةِ حُفَيْرَةً فَيُوْضَعُ فِيْهِ الْمَيِّتُ كَذَا فِى الْمُحِيْطِ - وَيُجْعَلُ ذٰلِك كَا لْبَيْتِ الْمُسَقَّفِ فَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ رَخْوَةً فَلَابَأْسَ بِالشَّقِّ ..... وَيُوْضَعُ فِى الْقَبْرِ عَلٰى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَا فِى الْخُلَاصَةِ -

৩. তাহতাবী আলাল মারাকী-পৃষ্ঠা ঃ ৫০৩
৪. আল বাহরুর রায়েক-২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৩
৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৫
৬. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৪
৭. খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৬
৮. বাদায়েউস সানায়ে-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭১
৯. ইমদাদুল আহকাম-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩৯
১০. ইলমুল ফিক্হ-২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৮
১১. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া-১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬৮

◆ কবর যিয়ারতের পারিশ্রমিক ও চল্লিশা ইত্যাদির বিধান

প্রশ্ন ঃ কবর যিয়ারতের পারিশ্রমিক দেওয়ার বৈধতা কতটুকু ?

উত্তর ঃ কবর যিয়ারতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া এবং দেওয়া উভয়টা নাজায়েয।

* মাহমুদিয়া-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৮

প্রশ্ন ঃ চল্লিশা ও পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান করার বিধান কি ?

উত্তর ঃ মৃত্যু ব্যক্তিকে ছাওয়াব পৌছাবার কোন নির্ধারিত তারিখ শরীয়তে নেই। অতএব, চল্লিশা, বিশা, পাঁচ দিনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

অধিকন্তু, প্রচলিত চল্লিশা, বিশা, পাঁচ দিনা ইত্যাদি সবকিছুই লোক দেখানো এবং প্রথাগত কারণে হয়ে থাকে যা নিতান্তই গর্হিত কাজ।

১. মাহমূদিয়া-৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪
২. প্রাগুক্ত-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৮

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির নামে দোয়া-দুরূদ, কোরআন শরীফ বা যে কোন খতম করে টাকা দেওয়া বা নেওয়া, খানা খাওয়া বা খাওয়ানো জায়েয আছে কি-না?

উত্তর ঃ দোয়া-দুরূদ, কোরআন শরীফ বা অন্য যে কোন খতম পড়ে মৃত ব্যক্তির নামে ছাওয়াব পৌঁছানো ভাল কাজ, তবে এসবের বিনিময়ে খাওয়া-দাওয়া করাও করানো, টাকা-পয়সা গ্রহণ করা ও দেয়া নাজায়েয। এতে উভয়েই গুনাহগার হয়। ফলে মৃত ব্যক্তিরও কোন ফায়দা হয় না।

১. শামী গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

اِنَّ الْقِرأةَ بِالْاُجْرَةِ لَايُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ لَا لِلْمَيِّتِ وَلِلْقَارِىْ .... وَيُمْنَعُ الْقَارِىْ لِلدُّنْيَا وَالْاٰخِذُ والْمُعْطِىْ اٰثِمَانِ الخ -

২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪
৩. প্রাগুক্ত–১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮
৪. প্রাগুক্ত–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৪
৫. প্রাগুক্ত–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪১
৬. আযীযুল ফাতাওয়া–পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৬
৭. কিফায়াতুল মুফতী–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২২ ও ১২৫
৮. মাআ'রিফুল কুরআন (সৌদি সংস্করণ) ৩৫ নং পৃষ্ঠা

◆ মসজিদের সম্পত্তি বিক্রি করা

প্রশ্ন ঃ কোন মসজিদের কিছু ওয়াক্‌ফকৃত এবং কিছু দানসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রয়েছে, ওয়াক্‌ফকারী এবং দানকারী উভয়ে মৃত। এখন গ্রামবাসী চাচ্ছে উক্ত সম্পত্তি বিক্রি করে মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যয় করতে। উক্ত সম্পত্তি বিক্রি করে মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি ?

উত্তর ঃ মসজিদের উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত ও দানকৃত জমি বিক্রি করা এবং তা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ কাজ করা যাবে না। অবশ্য যদি দাতা জমি দেওয়ার সময় তা বিক্রি করে মসজিদের কাজে ব্যয় করার অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে বিক্রি করা যাবে।

১. শামী গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৩৮০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَالثَّالِثُ اَنْ لَّا يَشْتَرِطَهُ اَيْضًا ..... وَهٰذَا لَايَجُوْزُ اسْتِبْدَالُهُ عَلَى الْاَصَحِّ الخ -

২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮০

৩. ফাতাওয়া রহীমিয়া–৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮২

◆ মহিলাদের তা'লীম

প্রশ্ন ঃ একজন মহিলা কিছু সংখ্যক মহিলাকে নিয়ে তা'লীম করার শরঈ বিধান কি ? শরীয়তে এর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি-না ?

উত্তর ঃ ফরযে আইনের ইলম শিক্ষা করা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের উপরও ফরয। অবশ্য ফরজে কেফায়ার ইলম শিক্ষা করা শুধুমাত্র পুরুষদের উপরই ফরয, মহিলাদের উপর তা ফরয নয়।

মহিলাদের জন্য ফরযে আইনের ইলম শিক্ষা করার সুন্দর পদ্ধতি হল, প্রত্যেক মহিলা তার কোন মাহরাম-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করবে, যেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাহিরে থেকে কোন মহিলাকে আসতে না হয় অথবা বালেগ হওয়ার পর শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেন বাড়ির বাহিরে যেতে না হয়। এ পদ্ধতিতে যদি ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত ইলমে দ্বীনের শিক্ষা সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, তাহলে অনন্যোপায় অবস্থায় নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির যথার্থ পাবন্দী হলে মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের তা'লীমের ব্যবস্থা করা জায়েয হবে। অন্যথায় নয়।

শর্তাবলি ঃ

* যিনি তা'লীম দিবেন তার দ্বীনী ইলম নিখুঁত ও সঠিক হতে হবে, যা তিনি তাঁর কোন পারদর্শী মাহরামের কাছ থেকে সঠিক পদ্ধতিতে শিখেছেন।

* যেখানে তা'লীমের ব্যবস্থা করা হবে সে স্থানটি নিরাপদ এবং যে কোন প্রকারের ফেতনার আশংকামুক্ত হতে হবে, তাই ব্যবস্থাপনা অনাবাসিক হওয়া একান্ত জরুরী।

* যিনি তা'লীম দিবেন এবং যারা তা'লীম নিবেন সকলেই একই মহল্লার হতে হবে এবং তা'লীমের স্থানে যাতায়াতে নিঃশ্চিদ্র পর্দা অবলম্বন করতে হবে।

* দূর থেকে কেউ আসতে চাইলে যাতায়াতে তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ আসতে হবে এবং রাস্তা সর্বপ্রকারের ফেৎনার আশংকামুক্ত হতে হবে এবং নিঃশ্চিদ্র পর্দা অবলম্বন করতে হবে।

এই চারটি শর্তের যে কোন একটি ছুটে গেলে প্রশ্নে উল্লিখিত তা'লীম জায়েয হবে না।

১. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯

২. প্রাগুক্ত–১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৬

◆ মেয়েদের পায়ে মেহেদী লাগানো

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের পায়ে মেহেদী লাগানো যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ মেয়েদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়েয। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, মেহেদী তো হুজুর (স) দাড়িতে লাগিয়েছেন, তা পায়ে লাগানো কি করে জায়েয হবে ? এ ধরনের প্রশ্ন ঠিক নয়, কেননা, হুজুর (স) তো তেলও দাড়িতে লাগিয়েছেন, আবার পানি দিয়ে দাড়ি মুবারক ধুয়েছেন, তাই বলে কি তেল আর পানি পায়ে লাগানো যাবে না ? আসল কথা হলো, যে মেহেদী হুজুর (স) লাগিয়ে ছিলেন তা তো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মুবারক ও পবিত্র। কিন্তু আমরা তো আর ঠিক সে মেহদীটুকুই লাগাচ্ছি না, যা হুজুর (স) দাড়িতে ব্যবহার করেছিলেন। তাই এ ধরনের প্রশ্ন অবান্তর।

১. রদ্দুল মুহতার–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪২২

২. ফতোয়া আলমগীরী–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৯

◆ সেন্ট ব্যবহার করার বিধান

প্রশ্ন ঃ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয কি-না ?

উত্তর ঃ সেন্টের মধ্যে সাধারণত এ্যালকোহল বা স্পিরিট থাকে, আর স্পিরিটের ব্যাপারে শরঈ সিদ্ধান্ত হল ঃ যে সব এ্যালকোহল বা স্পিরিট

আঙ্গুর, খেজুর অথবা মোনাক্কা থেকে তৈরি সে সব স্পিরিট সম্পূর্ণ নাপাক এবং হারাম। এ ধরনের স্পিরিট মিশ্রিত সেন্ট ব্যবহার করা যাবে না এবং এ নিয়ে নামায পড়লে নামাযও হবে না। আর যে সব এ্যালকোহল বা স্পিরিট উপরোক্ত তিন জিনিস ব্যতীত অন্যান্য জিনিস থেকে তৈরি, যদি কেউ সেই স্পিরিট মিশ্রিত সেন্ট সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করে নামায পড়ে তাহলে নামায হবে বটে, তবে তা পছন্দীয় নয়। তাই সেন্ট ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকাই ভাল। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যাবে যে, তার মধ্যে উক্ত তিন জিনিসের তৈরি সূরার এ্যালকোহল আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সেন্ট অল্প পরিমাণ ব্যবহার করা নাজায়েয বলা যাবে না। যদিও তা তাকওয়ার খেলাফ।

১. ফাতাওয়া নিযামিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৬–৪৩৭
২. ফাতাওয়া রাহিমিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৭
৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৯
৪. জাদীদ ফিকহী মাসাইল–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮

◆ অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রশবের পর রক্তঃস্রাব

প্রশ্ন ঃ কোন মহিলার পেটের সন্তান পাঁচ মাসের সময় নষ্ট হয়ে পড়ে গেছে, তারপর উক্ত মহিলার যে রক্ত বের হবে সেটাকে কী ধরা হবে ?

উত্তর ঃ চার-পাঁচ মাস পর সাধারণতঃ পেটের বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ বা আংশিক হয়ে যায়, এমতাবস্থায় কোন সন্তান পেট থেকে পড়ে গেলে গর্ভধারণকারী মহিলার যৌনাঙ্গ দিয়ে যে রক্ত বের হবে সেটা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩০২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَسَقْطٌ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهٖ كَيَدٍ اَوْ رِجْلٍ ..... وَلَدٌ حُكْمًا فَتَصِيْرُ الْمَرْأَةُ بِهٖ نُفَسَاءَ -

২. আদদুরুল মোখতার–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৮
৩. ফাতহুল ক্বাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫
৪. হেদায়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭০
৫. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯২

৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫
৭. আহসানুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭১

◆ মসজিদ স্থানান্তরিত করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ সরকার কর্তৃক স্থাপিত মসজিদ যদি স্থানান্তরিত করা হয় তবে পূর্ববর্তী স্থানের হুকুম কি এবং উক্ত স্থানের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করতে হবে? উল্লেখ্য যে, পূর্বে যে স্থানে মসজিদ ছিল এবং স্থানান্তরিত করে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে উভয়টিই সরকারি জায়গা।

উত্তর ঃ সরকার যদি মসজিদ স্থাপন করার পর নামায পড়ার জন্য অনুমতি দেয়। অতঃপর কয়েক ওয়াক্ত নামায সেখানে জামাতে আদায় হয়ে যায় আর এর পূর্বে উক্ত মসজিদ অস্থায়ী মসজিদ বলে ঘোষণা না দেয়া হয় তাহলে উক্ত মসজিদ শরঈ মসজিদ হিসেবে গণ্য। আর শরঈ মসজিদ স্থানান্তরিত করা যায় না বা স্থানান্তরিত করলেও স্থানান্তরিত হয় না। মসজিদের ঘর বা ইমারত বাকি থাকুক বা না থাকুক কেউ নামাজ পড়ুক বা না পড়ুক সর্বাবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত জায়গা মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। অতএব, উক্ত স্থানটিকে মসজিদের যথোপযুক্ত ইজ্জতের সাথে হেফাজত করতে হবে। প্রয়োজনে চতুর্দিকে বাউন্ডারী দেয়াল দিয়ে হেফাজত করবে, মসজিদে যে সব কাজ করা যায় না সেখানেও তা করা যাবে না।

১. আল বাহরুর রায়েক পঞ্চম খণ্ডের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় আছে–

اِذَا خَرِبَ وَلَيْسَ لَهُ مَا يُعَمَّرُ بِهِ وَقَدْ اِسْتَغْنَى النَّاسُ عَنْهُ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ اٰخَرَ اَوْ لِخَرَابِ الْقَرْيَةِ اَوْ لَمْ يَخْرَبْ لٰكِنْ خَرِبَتِ الْقَرْيَةُ بِنَقْلِ اَهْلِهَا وَاسْتَغْنَوْا عَنْهُ ..... قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح هُوَ مَسْجِدٌ اَبَدًا اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ لَايَعُوْدُ مِيْرَاثًا وَلَايَجُوْزُ نَقْلُهُ وَنَقْلُ مَالِهِ اِلٰى مَسْجِدٍ اٰخَرَ سَوَاءٌ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْهِ اَوْ لَا وَهُوَ الْفَتْوٰى الخ –

২. শামী–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৮
৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬

৪. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৮১
৫. ফাতাওয়া দরুল উলুম (ক্বাদীম)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯২
৬. খোলাসাতুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৪

◆ প্রচলিত নিয়মে মাইকে কোরআন শরীফ খতম করা

প্রশ্ন ঃ ঈসালে সওয়াব বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মাইকযোগে একদিনে কোরআন শরীফ খতম করার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কি ?

উত্তর ঃ প্রচলিত নিয়মে মাইকে শবীনা পড়া নাজায়েয। ফাতওয়ায়ে আব্দুল হাই নামক কিতাবের ১১১ নং পৃষ্ঠায় আছে, যে মজলিসে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় ঐ মজলিসের শ্রোতাদের কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা ফরয। যদি শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কোন কাজে লিপ্ত থাকার দরুন কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করতে না পারে, তাহলে কোরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য আস্তে পড়া আবশ্যক, যাতে যারা কোরআন তেলাওয়াতে মনোযোগ দিতে অক্ষম, সে যেন তাদের গুনাহের কারণ না হয়। তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

১. আল-ইত্তেবা ফী মাসআলাতিল ইসতেমা নামক কিতাবের ভাষ্য–

يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ الْمُشْتَغِلِيْنَ لاَنَّ فِيْهِ مَنْعُ غَيْرِهِ عَنْ شُغْلِهِ -

২. শরহুত তোহফা নামক কিতাবের ভাষ্য–

لَا يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ جَهْرًا عِنْدَ الْمُشْتَغِلِيْنَ بِالْاَعْمَالِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَطْعِهِمْ عَنِ الْاَعْمَالِ اَوْتَرْكِ الْاِسْتِمَاعِ -

৩. মুনিয়া নামক কিতাবের ভাষ্য–

اِمْرَأَةٌ تَغْزِلُ فِى الْبَيْتِ لَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَّقْرَأَ الْقُرْاٰنَ عِنْدَهَا جَهْرًا -

অধিকন্তু কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার কতগুলো আদব রয়েছে যার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেমন আস্তে আস্তে তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত করা। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন–

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ - وَعَنْ عَمَّارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الاَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا تَقْرَءُ واالْقُرْاٰنَ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ إِقْرَءُوهُ فِىْ سَبْعٍ وَيُحَافِظُ الرَّجُلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلٰى جُزْءٍ -

* মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৩

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ - قَالَ جَمَعْتُ الْقُرْاٰنَ فَقَرَأْتُهُ فِىْ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّىْ اَفْرَقُ أَن يَطُوْلَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَاَنْ تَمَلَّ اِقْرأ بِهِ فِىْ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِىْ وَمِنْ شَبَابِىْ قَالَ إِقْرَأْهُ فِىْ عِشْرِيْنَ قَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِىْ وَشَبَابِىْ قَالَ إِقْرَءْهُ فِىْ عَشَرَةٍ قَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَتَمَتَّعُ مِنْ قُوَّتِىْ وَمِنْ شَبَابِىْ قَالَ إِقْرَءْهُ فِىْ سَبْعٍ قُلْتُ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِىْ فَاَبٰى -

মুসান্নাফ আব্দির রাযযাক–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৫

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَانْ اَقْرَأَ سُوْرَةً اُرَتِّلُهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ بِغَيْرِ تَرْتِيْلٍ - رَوٰى اَبُوْ يَعْلٰى : فِىْ اُمَّتِىْ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ نَثْرَ الدَّقَلِ -

মিরকাত–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১

এতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করার অনুমতি রাসূল (স) দেননি। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে শবীনায় এসবের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় না। এমনিভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা নফল কাজ আর নফল কাজ যত গোপনে করা হবে ততই ছওয়াব বেশি হবে। তাছাড়া উচ্চস্বরে কুরআন পড়ার মধ্যে ক্ষতিও রয়েছে। যেমন অনেকের ঘুমের ক্ষতি হয় আবার অনেককে অপবিত্র অবস্থায় অপবিত্র স্থান থেকে শুনতে হয়। এত কিছুর পরেও জেনেশুনে যারা মাইকে শবীনা পড়তে বা পড়াতে চায়, তাদের আসল উদ্দেশ্য হল লোক দেখানো। আর লোক দেখানোর

উদ্দেশ্যে দ্বীনের কোন কাজ করা হারাম। আল্লাহ পাক সকলকে সহীহভাবে দ্বীন বুঝার তওফীক দান করুন।

◆ সামাজিকতা রক্ষা বা গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তে কোরবানী

প্রশ্ন ঃ অংশীদার কোরবানীর মধ্যে যদি একজনের কেবলমাত্র সামাজিকতা রক্ষা করা বা গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়ত থাকে তাহলে নাকি কোন শরীকেরই কোরবানী হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত কোরবানী দ্বারা অংশীদার ব্যক্তিবর্গ এবং ঐ সামাজিকতা রক্ষাকারীর শরঈ দায়িত্ব (ওয়াজিব) আদায় হবে কি-না ?

উত্তর ঃ অংশীদারদের মধ্য হতে কোন অংশীদার যদি সামাজিকতা রক্ষা করার অথবা গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তে কোরবানী দেয়, তাহলে সেই সামাজিকতা রক্ষাকারী অথবা গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তকারীর ওয়াজিব আদায় হবে না সাথে সাথে অন্য অংশীদারদের কারো ওয়াজিব আদায় হবে না।

* বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ১০৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَلَوْ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِىْ بَعِيْرٍ اَوْبَقَرَةٍ كُلُّهُمْ يُرِيْدُوْنَ الْقُرْبَةَ الْاُضْحِيَّةَ اَوْ غَيْرَهَا مِنْ وُجُوْهِ الْقُرَبِ اِلا وَاحِدًا مِنْهُمْ يُرِيْدُ اللَّحْمَ لَايَجْزِى وَاحِدًا مِنْهُمْ مِنَ الْاُضْحِيَّةِ ولَامِنْ غَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ الْقُرَبِ عِنْدَنَا -

◆ গরীব শ্বশুর-শাশুড়ীকে সুদের টাকা দেওয়া

প্রশ্ন ঃ সুদ গ্রহীতার শ্বশুড়-শাশুড়ী যদি গরীব হয় তাহলে তার সুদের টাকা শ্বশুড়-শাশুড়ীকে দিতে পারবে কি-না ?

উত্তর ঃ সুদদাতা বা তার ওয়ারেসদের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হলে সুদ গ্রহীতার শ্বশুর-শাশুড়ী যদি গরীব হন এবং হাশেমী গোত্রের না হন তাহলে তাদেরকে উক্ত সুদের টাকা দেওয়া যেতে পারে।

১. ফাতাওয়া কাযীখান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৬৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

لَا يَجُوْزُ صَرْفُهَا اِلَى بَنِىْ هَاشِمٍ وَمَوَا لِيْهِمْ ...... وَلَا اِلَى وَالِدَيْهِ وَاجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ وَاِنْ عَلَوْا مِنْ قِبَلِ الْاٰ بَاءِ اَوِالْاُمَّهَاتِ -

২. ফাতাওয়া দারুল উলূম–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৩

◆ **পর্দার ক্ষেত্রে বয়সের সীমা**

প্রশ্ন ঃ শহর বা গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় যে, ছোট ছোট মেয়েদেরকে বালেগা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাইমারী স্কুলেপাঠানো হয়ে থাকে। এই সমস্ত মেয়েরা পর্দাহীন অবস্থায় যেমন–মাথা সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় যাতায়াত করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোন ক্ষতি আছে কি?

গ্রামের ছেলেমেয়েরা বিশেষত ছেলেরা বালেগ হওয়ার পূর্বে উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা ও গোসল ইত্যাদি করে থাকে। এখন প্রশ্ন হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়ের সতরের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে চার বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ে উভয়ের কোন অংশই সতরের মধ্যে গণ্য নয়। চার বছরের পর থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কামভাবের সীমায় (সাত বছর অথবা নয় বছর) পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের সামনের এবং পিছনের লজ্জাস্থান দুটি সতরের মধ্যে শামীল। সুতরাং উভয়ের সতরের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। ছেলেমেয়ে কামভাবের যোগ্য হওয়া (৭ বা ৯ বছর) থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত সামনের ও পিছনের লজ্জাস্থান এবং তৎসংলগ্ন আশপাশের স্থান যেমন নিতম্ব ও উরুর উপরের অংশ ইত্যাদি সতরের মধ্যে গণ্য। এমতাবস্থায় উক্ত স্থানসমূহকে ঢেকে রাখা জরুরী।

দশ বছরের পর থেকে বালক-বালিকা উভয়েই সতরের ব্যাপারে বালেগ ও বালেগার হুকুমের শামীল। অর্থাৎ যুবক-যুবতীর সতর যা দশ বছরের ছেলেমেয়েরও তা।

১. শামী সংযোজিত আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪০৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَفِى السِّرَاجِ لَا عَوْرَةَ لِلصَّغِيْرِ جِدًّا ثُمَّ مَادَامَ لَمْ يُشْتَهُ فَقُبُلٌ وَدُبُرٌ ثُمَّ تَغَلَّظَ إِلَى عَشَرِ سِنِيْنَ - ثُمَّ كَبَالِغٍ الخ -

(قَوْلُه لَا عَوْرَةَ لِلصَّغِيْرِ جِدًّا) وَكَذَا الصَّغِيْرَةُ كَمَا فِى السِّرَاجِ فَيُبَاحُ النَّظْرُ وَالْمَسُّ كَمَا فِى الْمِعْرَاجِ قَالَ وَفَسَّرَهُ شَيْخُنَا بِابْنِ اَرْبَعٍ

فَمَا دُوْنَهَا وَلَمْ أَدْرِ لِمَنْ عَزَاهُ أَقُوْلُ قَدْ يُؤْخَذُ مَافِى جَنَائِزِ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَنَصُّهُ وَإِذَا لَمْ يَبْلُغِ الصَّغِيْرُ وَالصَّغِيْرَةُ حَدَّ الشَّهْوَةِ يَغْسِلُهُمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَقَدَّرَهُ فِى الْأَصْلِ بِاَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَّتَكَلَّمَ الخ (قَوْلُه ثُمَّ كَبَالِغٍ) أَىْ عَوْرَتُه تَكُوْنُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ كَعَوْرَةِ الْبَالِغِيْنَ - وَفِى النَّهْرِ : كَانَ يَنْبَغِىْ اِعْتِبَارُ السَّبْعِ لِاَمْرِهِمَا بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَا هٰذَا السِّنَّ الخ -

অতএব দশ বছরের মেয়েদেরকে পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করতে দেয়া বা স্কুলে পাঠানো মস্তবড় গুনাহের কাজ। এমনকি কোন মেয়ে যদি দশ বছরের পূর্বেই বড় সড় তথা কোনরূপ আকর্ষণীয় হয়ে যায়, তাহলে তার ওপরও পূর্ণ পর্দার হুকুম এসে যায়। এমনিভাবে ৪ বছরের পর ছেলেমেয়ের সামনের এবং পেছনের লজ্জাস্থান উলঙ্গাবস্থায় রাখা নাজায়েয। ৭ বা ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করা, গোসল করা জঘন্য ব্যাপার, এর জন্য অভিভাবকদের আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

◆ অপরের নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি বালেগ বুদ্ধিমান ও মুকিম এবং নেছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, সে নিজের পক্ষ হতে কোরবানী না করে যদি পিতামাতা কিংবা অপর কারও নামে কোরবানী করে তবে তার নিজের কোরবানী (যা তার জন্য ওয়াজিব) সে দায়িত্বমুক্ত হবে কি-না ? যদি কেউ ফরজ/ওয়াজিব সম্পন্ন না করে বিভিন্ন প্রকার নফল কাজ করতে থাকে এটা কি তার জন্য শরীয়তসম্মত হবে ?

উত্তর ঃ শরীয়ত কর্তৃক যার উপর কোরবানী ওয়াজিব প্রথমে সে নিজের পক্ষ থেকে কোরবানী করবে। অতপর সামর্থ্য থাকলে অন্যান্যদের নামে করতে পারে। তবে নিজের ওয়াজিব কোরবানী না করে অন্যান্যদের পক্ষ থেকে তাদের অনুমতি নিয়ে কোরবানী করলে নিজের ওয়াজিব আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। এমনিভাবে যার উপর কোন ফরজ বা ওয়াজিব রয়ে গেছে তা সম্পন্ন না করে নফল ইত্যাদি আদায়ের দ্বারা সে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবে না এবং এটা সমীচীনও নয়। তথাপিও নফল, মুস্তাহাব ইত্যাদি করলে সওয়াব পাবে।

১. আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩১৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَتَجِبُ الْاُضْحِيَّةُ عَلٰى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ مُوْسِرٍ عَنْ نَفْسِهِ -

২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫২

৩. আপকে মাসাইল আওর উনকা হল–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৯

◆ মাসিকের পর কালো ধরনের কিছু বের হওয়া

প্রশ্ন ঃ স্বাভাবিকভাবে মাসিক শেষ হওয়ার পর আবার যদি দুই তিন দিন পর কালো ধরনের কিছু দেখা যায়, তাহলে ঐ অবস্থায় নামায পড়া এবং রোযা রাখা যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ স্বাভাবিকভাবে মাসিক শেষ হওয়ার মানে যদি দশদিন হয়, তাহলে দশদিনই হায়েয ধরা হবে। আর বাকি যে কয়দিন রক্ত দেখা গেছে তা ইস্তেহাযা হবে। আর যদি স্বাভাবিক নিয়ম দশ দিনের কম হয়, যেমন (৪/৫ দিন) এবং কয়েকদিন পবিত্র থাকার পর আবার রক্ত দেখা যায়। যদি রক্ত শুরু হায়েয থেকে নিয়ে দশ দিনের বেশি অতিক্রম না করে তাহলে বুঝতে হবে তার আগের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তিত মুদ্দতটিকেই (সময়) এখন থেকে হায়েযের হিসেবে ধরতে হবে এবং মধ্যবর্তী যে কয়দিন রক্ত বন্ধ ছিল তাও হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে, দশ দিন অতিক্রম করে গেলে পূর্বের নির্ধারিত মুদ্দত অনুযায়ীই হায়েয হবে এবং অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করা হবে।

◆ কাজের লোককে সদ্‌কা বা মান্নতের টাকা দেওয়া

প্রশ্ন ঃ কোন কিছুর জন্য টাকা সদ্‌কা বা মান্নত করলে সেই টাকা ঘরের কাজের লোককে দেওয়া যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ কোন কিছুর জন্য টাকা সদকা বা মান্নত করলে সেই টাকা কাজের লোককে দিতে হলে কাজের লোক সেই টাকা পাওয়ার জন্য প্রকৃত উপযুক্ত হতে হবে এবং সাথে সাথে সেই টাকা বেতন হিসেবে দেওয়া যাবে না এবং কাজের লোকটি সেই টাকাকে তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য না করতে হবে।

২. হিন্দিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০

৩. মাহমূদিয়া–১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৩

◆ জমি বন্ধক রাখার সহী পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ জমি বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করে এই শর্তে ঋণ প্রদান করা যে, ঋণ গ্রহীতা টাকা পরিশোধ করে দিলে জমি তার মালিককে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। আর যতদিন পর্যন্ত টাকা পরিশোধ না করবে ততদিন ঋণদাতা এই জমি ভোগ করবে। যদি জমির খাজনা অথবা বার্ষিক কিছু ধান মালিককে দিয়ে দেয় তাহলে এ ধরনের লেনদেন জায়েয হবে কি-না ?

উত্তর ঃ জমি দিয়ে এই শর্তে টাকা নেয়া যে, টাকা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত টাকা দাতা উক্ত জমি ভোগ করবে আর যখন টাকা ফেরত দিবে তখন জমি ফেরত পাবে। এই লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম এবং ঋণদাতা যদি এ জমি ভোগ করে বা যে কোন ভাবে এ জমি থেকে ফায়দা উঠায় তা সম্পূর্ণরূপে সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঋণ গ্রহীতা (জমির মালিক) অনুমতি দিলেও তা বৈধ হবে না। খাজনা অথবা বার্ষিক কিছু ধান জমিনের মালিককে দেয়ার দ্বারাও সুদ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এ ধরনের ব্যাপারে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য নিম্নের দুটি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রথম পদ্ধতি

যদি ঋণ গ্রহীতা অর্থাৎ জমিওয়ালা ঋণদাতাকে বীজ প্রদান করে আর ঋণদাতা ভাগাভাগী হিসেবে চাষাবাদ করে তাহলে উক্ত উপায়ে ঋণদাতা সে জমির ফসল থেকে পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

যদি উভয়পক্ষ মিলে জমি ভাড়া বাবদ বছর প্রতি একটা অংক নির্ধারণ করে নেয় এবং বছর প্রতি টাকা কমতে কমতে যে সালে টাকা খতম হয়ে যাবে সে সালে জমির মালিক টাকা ফেরত দেয়া ব্যতিতই জমি ফেরত পেয়ে যাবে। এ চুক্তি করে নিলে উক্ত লেনদেন জায়েয হবে।

* শামী গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ৪৮২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(قَوْلُه وَقَيْلَ لَايَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ) قَالَ فِى الْمُنَحِ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْلَم السَّمَرقَنْدِى وَكانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ سَمَرْقَنْد أنَّه لا

يَحِلُّ لَهُ أن يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ بِوَجْهٍ مِّنْ وُجُوهٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الرِّبَا لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ كَامِلًا فَتَبْقَى لَهُ الْمَنْفَعَةُ فَضْلًا فَيَكُونُ رِبَا وهٰذا أَمْرٌ عَظِيمٌ -

قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ : قُلْتُ وَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُوْنَ عِنْدَ الدَّفْعِ الإنْتِفَاعَ ولَوْ لَاه لَمَا أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وهٰذا بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ لأنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وهُوَ مِمَّا يُعَيِّنُ الْمَنْعَ -

আলমগীরীর ষষ্ঠ খণ্ডের সাথে সংযুক্ত বায্যাযিয়া গ্রন্থের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَإِنْ أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً بَطَلَ الرَّهْنُ إِنِ الْبَذْرُ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ مِنَ الرَّاهِنِ لَا يَبْطُلُ -

কিফায়াতুল মুফতী–৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৪ ও ১৫৫

◆ মসজিদ আলোকসজ্জা ও বিশেষ রাতে তাবারক বণ্টন

প্রশ্ন ঃ (১) কোন বিশেষ দিন অথবা ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে লাল-নীল, সবুজ বাতি দ্বারা মসজিদ সজ্জিত করা জায়েয আছে কি ?

উত্তর ঃ (১) কোন বিশেষ দিন অথবা ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মসজিদকে লাল-নীল বাতি দ্বারা সজ্জিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।

১. তানক্বীহুল হামিদিয়্যাহ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَا يُفْعَلُ فِيْ كَثِيرٍ مِّنَ الْبُلْدَانِ مِنْ إِيقَادِ الْقَنَادِيلِ الْكَثِيرَةِ الْعَظِيمَةِ السَّرف فِيْ لَيَالٍ مَعْرُوفَةٍ مِّنَ السَّنَةِ كَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ .... وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا الْأَعْلَامُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى سِرَاجِ الْمَسْجِدِ -

فِي نَفْعِ الْمُفْتِيْ وَالسَّائِلِ - اَلْإِسْتِفْسَارُ - إِسْرَاجُ السِّرَاجِ الْكَثِيرِ الزَّائِدِ عَنِ الْحَاجَةِ لَيْلَةَ الْبَرَاءةِ أَوْلَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ

كَمَا تَعَارَفَ فِىْ اَمْصَارِنَا هَلْ يَجُوْزُ - اَلْاِسْتِبْشَارُ - هُوَ بِدْعَةٌ كَذَا فِىْ خِزَانَةِ الرِّوَايَاتِ مِنَ الْقُنْيَةِ -

২. নাফ্উল মুফতী–পৃষ্ঠা ঃ ১২৭

৩. ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৩

৪. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (قديم)–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬

৫. তালিফাতে রশীদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ১৫২

প্রশ্ন ঃ (২) ১০ই মহররম, ১২ই রবিউল আউয়াল, শব-ই মি'রাজ, শব-ই বরাত, শব-ই ক্বদর উপলক্ষে শিন্নি, বিরানী, তেহারী, খিচুড়ী, মিষ্টি বিতরণ করা ইত্যাদি জায়েয আছে কি ?

উত্তর ঃ (২) ১০ই মহররম, ১২ই রবিউল আউয়াল, শব-ই মিরাজ, শব-ই বরাত, শব-ই ক্বদর উপলক্ষে শিন্নী, বিরানী, তেহারী, খিচুরী ও মিষ্টি বিতরণ করা জায়েয নেই।

১. ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৮

২. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (قديم)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২৫

৩. তালিফাতে রাশিদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮/১৩০

◆ সুদের টাকা দিয়ে পায়খানা বানানো

প্রশ্ন ঃ সুদের টাকা দিয়ে মাদ্‌রাসা বা মসজিদের পায়খানা বানানো যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ সুদের টাকা সরাসরি পায়খানার কাজে লাগানো যাবে না। সুদের টাকা যাকাত খেতে পারে এমন গরীব ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অতঃপর সে স্বেচ্ছায় তা পায়খানার কাজে ব্যয় করলে করতে পারবে।

১. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (ক্বাদীম)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪৬ ও ৬৪৯

২. ইমদাদুল ফাতাওয়া–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৭

৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৫

◆ কিস্তিতে বিক্রির একটি পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি রিক্‌শা চার হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে অন্য একজনের কাছে এক বছরের বাকিতে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করল। শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি এক বছরে ১২ (বার) কিস্তিতে ঐ ছয় হাজার টাকা পরিশোধ করবে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত কি-না ?

উত্তর ঃ প্রশ্নে উল্লিখিত ক্রয়-বিক্রয় কিছু শর্তসাপেক্ষে জায়েয আছে। শর্তগুলো হলো–

১। প্রত্যেক কিস্তিতে কত টাকা পরিশোধ করবে তা নির্ধারিত থাকতে হবে।

২। কিস্তির তারিখ এবং টাকা পরিশোধের স্থান নির্ধারিত থাকতে হবে।

৩। "যদি কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ না করে তাহলে ক্রেতার দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে" এমন শর্ত না থাকতে হবে।

৪। বিক্রিত বস্তুটি ক্রেতার পুরাপুরি আওতাধীন করে দিতে হবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মাবছুত গ্রন্থের ১৩ নং খণ্ডের ৮ নং পৃষ্ঠা

২. মাআশী মাসায়েল–পৃষ্ঠা ঃ ৫৩

৩. আপ কে মাসায়েল–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৬

৪. ফিক্বহী মাক্বালাত–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮২

◆ আযান বা ইকামাতের সময় রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নাম শুনে হাত চুম্বন করা

প্রশ্ন ঃ আযান বা ইকামাতের সময় রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নাম শুনে হাত চুম্বন করা ও তা চোখে-মুখে স্পর্শ করা কেমন ?

উত্তর ঃ আযানে হুজুর (সাঃ)-এর নাম মুবারক শুনে বা দুরূদ শরীফ পড়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলোতে ফু দিয়ে সাওয়াব এবং ফজীলতের উদ্দেশ্যে চুমু খেয়ে চোখে লাগানোকে শরীয়ত মোটেই সমর্থন করে না। এ

সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদীস পাওয়া যায়, তা ফাতাওয়ায়ে সুফীয়া এবং মুসনাদে ফেরদাউস এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এই মুসনাদে ফেরদাউস সম্পর্কে শাহ আব্দুল আজীজ সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন যে, তার মধ্যে অনেক জাল ও মনগড়া হাদীস রয়েছে এবং ফতোয়ায়ে সুফীয়া সম্পর্কে আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারের মধ্যে লিখেন যে, এটা নির্ভরযোগ্য কিতাব নয়, এর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়া ঠিক হবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন এই রেওয়ায়েতের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন যে, জাররাহী (রহঃ) এই মাসয়ালার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করার পর লিখেছেন যে, এ বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস নেই, যদ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুগুলোতে চুমু খাওয়াকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব মানা যায়। কোহেস্তানী লিখেছেন যে, এই রেওয়ায়েত আযানের সঙ্গে খাছ, একামতের ব্যাপারে নয়। তবে সাওয়াবের আশা ব্যতীত শুধু চোখের শেফার নিয়তে ব্যক্তিগত আমল হিসেবে কেউ যদি তা করে তাহলে অবকাশ আছে। কেননা, এটা একটা তদবীর মাত্র, যা শরীয়তের কোন বিষয় না।

১. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৯৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

يُسْتَحَبُّ اَنْ يُّقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَىِ الْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ قَاعِدًالَهُ اِلَى الْجَنَّةِ كَذَا فِىْ كَنْزِ الْعُبَّادِ ..... وَفِىْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِىْ صُفُوْفِ الْجَنَّةِ .... وَذَكَرَ ذَالِكَ الْجَرَّاحِىُّ وَاَطْلَقَ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَصِحَّ فِى الْمَرْفُوْعِ مِنْ كُلِّ هٰذَا شَيْئٌ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ اَنَّ الْقُهُسْتَانِىْ كَتَبَ عَلٰى هَامِشِ نُسْخَتِهِ اَنَّ هٰذَا مُخْتَصٌّ بِالْاَذَانِ وَاَمَّا فِى الْاِقَامَةِ فَلَمْ يُوْجَدْ بَعْدَ الْاِسْتِقْصَاءِ التَّامِّ وَالتَّتَبُّعِ –

২. কিফায়াতুল মুফতী–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮

৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৭

৪. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮

৫. ফাতাওয়া দারুল উলূম–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪

৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৯

৭. ইমদাদুল আহকাম–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৮

৮. ফাতাওয়া আব্দুল হাই–পৃষ্ঠা ঃ ২০১

◆ মৃতের খাটিয়ার পিছনে দোয়া-দুরূদ পড়া

প্রশ্ন ঃ মৃতের খাটিয়ার পিছনে পিছনে দোয়া-দুরূদ পড়া জায়েয কি-না ?

উত্তর ঃ খাটিয়ার পেছনে পেছনে উচ্চ আওয়াজে কালেমা, সূরা, কেরাত ইত্যাদি পড়া বেদআত এবং মাকরূহ তাহরীমি। তবে আওয়াজ না করে যদি নীরবে মনে মনে যিকির এবং মাইয়্যেতের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে সূরা-কেরাত পড়ে এবং দোয়া করে তাহলে তা জায়েয।

১. আলমগীরী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৬৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَعَلٰى مُتَّبِعِ الْجَنَازَةِ الصَّمْتُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِوَقِرَائَةِ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِهِمَا فِى الْجَنَازَةِ وَالْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَحْرِيْمٍ -

২. ফাতাওয়া রহীমিয়া–৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৫

◆ প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের বিধান কি ?

উত্তর ঃ কিয়াম আরবী শব্দ। এর অর্থ দাঁড়ানো। এ দেশীয় পরিভাষায় কিয়াম বলা হয় প্রচলিত মীলাদে এক বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে। যা কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস অনুযায়ী বর্জনীয়। কেননা, যার সমর্থন কোরআন, হাদীস ইজমা ও কিয়াস থাকবে না এবং তা ছাওয়াবের কাজ মনে করে করা হবে তা বেদআত। রাসূলে কারীম (সাঃ)-এরশাদ করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন কাজ উদ্ভাবন করবে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা বাতিল।" (মেশকাত শরীফ–পৃষ্ঠা ৮৬, বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৭১, মুসলিম শরীফেও হাদীসটি আছে।)

এককথায় ইসলাম ধর্মীয় সমস্ত কিতাব এবং সমস্ত মুসলমান এমন কি যারা কিয়াম করেন এবং কিয়ামকে মোস্তাহাব বলেন তারাও একমত যে এ কিয়াম রাসূল (সাঃ) করেন নাই, কোন সাহাবী করেন নাই, কোন তাবেঈ করেন নাই, আইয়াম্মায়ে মুজতাহেদীনদের কেউ করেন নাই, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) করেন নাই, ইমাম শাফিঈ (রহঃ) করেন নাই, ইমাম মালেক (রহঃ) করেন নাই, ইমাম আহমাদ (রহঃ) করেন নাই, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) করেন নাই, ইমাম মুসলিম (রহঃ) করেন নাই, ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) করেন নাই, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) করেন নাই, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) করেন নাই। ইমাম ইবনে মাজা (রহঃ) করেন নাই তথা এ ধরনের কোন মুসলিম মনীষী এ কিয়াম করেন নি, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) করেন নাই, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) করেন নাই, আল্লামা শিহাবুদ্দীন সাহওরাওয়ার্দী করেন নাই, মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) প্রমুখ তথা এ ধরনের কোন মুহাক্কিক আলিম এ কিয়াম করেন নাই।

মুহাক্কেক উলামায়ে কেরামের অনেক পরের কোন কোন বুযুর্গ বা আলেম কিয়াম করেছেন বলে যা জানা যায়, তা একটা নাজায়েয জিনিস জায়েয হওয়ার জন্য কিছুতেই যথেষ্ট নয়। পরবর্তী কালের দুই-চার জনের আমল দ্বারা শরীয়তের কোন মাসআলা সাব্যস্ত হতে পারে না। কারো ব্যক্তিগত হাল (বেসামাল অবস্থা) শরীয়তের কোন দলীল নয়।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত মীলাদের কিয়াম আর সম্মানিত আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো আদৌ এক কথা নয়। কোন সম্মানিত ব্যক্তি আসতে থাকলে তাঁর সম্মানে অবস্থা বিশেষে দাঁড়ানো ভাল, এতে কারো দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে, প্রচলিত মীলাদের কিয়ামের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য মাত্র দু-তিন জন ব্যতীত সমস্ত মুহাক্কেক উলামায়েকেরাম এটাকে নাজায়েযই

বলেন। কেননা, তারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম আলোচনা করলেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাশরীফ আনেন না। কেননা, হাদীসে এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে–

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ - قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ فِى شُعَبِ الْاِيْمَانِ -

অর্থ ঃ রাসূলে কারীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে থেকে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে আমি তা নিজেই শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়। (মিশকাত শরীফ–পৃষ্ঠা ঃ ৮৭)

وَعَنْهُ (ابنْ مَسْعُود) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ - فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِّىْ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلَامَ رَوَاهُ النَّسَائِىْ وَالدَّارِمِىْ -

অর্থ ঃ রাসূলে কারীম (স) এরশাদ করেছেন, "জমিনে আল্লাহ তাআলার ভ্রাম্যমান বহু ফেরেশতা আছে যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। (মিশকাত শরীফ–পৃষ্ঠা ঃ ৮৬)

রাসূলুল্লাহ (স) তাশরীফ আনলে কার সাধ্য আছে না দাঁড়াবার। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আলোচনায় দাঁড়ানোর বিধান থাকলে নামাযের আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে দাঁড়াবার কথা আসত। কেননা, সেখানে তো দুরূদ শরীফ আছে। আর হাদীস পড়াবার সময় তো শুধু দাঁড়িয়েই থাকতে হতো। কেননা, হাদীসের দরসে (ক্লাসে) রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে, সেখানে শত শতবার দুরূদ পড়া হয়ে থাকে।

সম্মানিত ব্যক্তি আসতে থাকলে অবস্থা বিশেষে তার সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয ; কোন কোন আলেম, এটা দিয়ে প্রচলিত মীলাদের কিয়ামকে জায়েয বা মুস্তাহাব করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন। এমনিভাবে দুই এক বুযুর্গের 'হাল' দিয়ে একটা নাজায়েযকে জায়েয করার চেষ্টা

করছেন–তাদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন আরো গভীরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন।

◆ আযানের আগে দুরূদ শরীফ পড়া

প্রশ্ন ঃ আযানের আগে এবং জুমআর নামাযের খুৎবার পর একামাতের আগে মহানবী (স)-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েয কি-না ?

উত্তর ঃ রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করা নিঃসন্দেহে বড় ফযিলত ও বরকতের কাজ। যেমনিভাবে শরীয়তের অন্যান্য কাজের জন্য নির্ধারিত বিধান আছে, অনুরূপ দুরূদ শরীফের জন্যও নির্ধারিত বিধান আছে। যেমনিভাবে নামাযের প্রতিটি রুকন, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদিতে কোন সময় কি পাঠ করতে হবে তা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারণ আছে সে মতে শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর ছাড়া নামাযের অন্য কোন স্থানে কেউ দুরূদ শরীফ পাঠ করলে তা অন্যায় হবে। কেননা, সেটা দুরূদ শরীফের ক্ষেত্র নয়। আযানের ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম (স) দুরূদ শরীফ পাঠ করার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা হলো আযানের পর। আযানের আগে নয়। যেমন–প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মুসলিম শরীফের ১ম খণ্ডের ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরুবনুল আছ (রা) হতে বর্ণিত আছে–

اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَايَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَةً ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ الخ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে। এরপর আমার প্রতি দুরূদ পড়বে। যে আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবেন। এরপর আমার জন্য "ওসীলা" প্রার্থনা করবে।

আবু দাউদ শরীফসহ অন্যান্য অনেক হাদীস গ্রন্থেও উক্তরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

এমনিভাবে খুৎবার পর একামত, একামাতের জবাব ও কাতারবন্দী হয়ে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন আমল শরীয়তের কোথায়ও নেই। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, সাহাবায়ে কিরামের যুগ, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনের যুগ ও ইমামগণের যুগ তথা অনুসরণীয় কোন যুগেই আযানের পূর্বে এবং খুৎবার পর একামতের পূর্বে দুরূদ শরীফ পড়ার প্রচলন ছিল না এবং তা প্রমাণিতও নয়। তাই নিঃসন্দেহে তা বিদআত এবং বর্জনীয়।

১. কিফায়াতুল মুফতী–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৬
২. আহসানুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৯

◆ মান্নতের বিধান

প্রশ্ন ঃ মান্নত সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি ?

উত্তর ঃ প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী এমনিতেই সবসময় দান-সদকা করতে থাকা অনেক সাওয়াবের কাজ। এ সম্পর্কে অনেক ফযীলতও এসেছে। এর দ্বারা বালা মুসিবতও দূর হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে اَلصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ "দান-সদকা বিপদ-আপদ দূর করে দেয়।" পক্ষান্তরে, মান্নত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذَرِ وَقَالَ اِنَّهُ لَايَرُدُّ شَيْئًا وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ -

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মান্নত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন মান্নত কোন কিছুকে প্রতিরোধ করতে পারে না, তবে মান্নত দ্বারা কৃপণ ব্যক্তিদের থেকে কিছু মাল খসিয়ে নেওয়া হয়।" (সহীহ বুখারী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯০)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذَرِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيْلِ -

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, তোমাদেরকে কি মান্নত করতে নিষেধ করা হয়নি ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মান্নত কোন কিছুকে আগেও করতে পারে না এবং পরেও করতে পারে না। মান্নত দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণদের থেকে কিছু বের করা হয়।"

* সহীহ বুখারী শরীফ–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯০

* মিশকাত শরীফ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৮

অতএব, মান্নত না করা উচিৎ, বরং বিপদ-আপদ দেখলে আল্লাহকে রাযী-খুশী করার উদ্দেশ্যে এমনিতে কিছু দান-সদকা করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। হাদীসে আছে– فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ "দান-সদকা আল্লাহর রাগকে প্রশমিত করে দেয়।" তবে কেউ যদি মান্নত করে ফেলে তাহলে শরীয়ত তার বিধান দিয়েছে, তা হলো গুনাহের ব্যাপারে মান্নত করা যাবে না। এমনিভাবে মাজার, পীর তথা গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা যাবে না। এরূপ মান্নত করলে মান্নত পুরাও করা যাবে না বরং এর জন্য খালেসভাবে তাওবা করতে হবে।

সাওয়াবের কাজের মান্নত করা যায় এবং শর্ত পাওয়া গেলে পুরা করা ওয়াজিব। মান্নতের টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র ইত্যাদি গরীব, ফকীর ও অসহায়দেরকে দান করতে হয়। ধনীদেরকে মান্নতের জিনিস দেওয়া যায় না।

◆ মান্নত সম্পর্কীয় মাসায়েল

প্রশ্ন ঃ (ক) মনে মনে মান্নত করলে মান্নত হয় কি ?

(খ) মান্নতকৃত বস্তু ধনীরা ব্যবহার করতে পারবে কি ?

(গ) মসজিদের মুসল্লীদের জন্য মান্নত করা হলে তা ধনী মুসল্লীগণ খেতে পারবেন কি-না ?

(ঘ) মসজিদের জন্য মান্নত করলে তার হুকুম কি ?

(ঙ) মসজিদে অনেক মূর্খলোক মোরগ, ছাগল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, এসবের হুকুম কি ?

(চ) মাজারের জন্য মান্নত করলে গুনাহ হবে কি-না ? গুনাহ হলে সে মান্নত আদায় করতে হবে কি-না ?

উত্তর ঃ (ক) মনে মনে মান্নত করলে মান্নত হয় না।

১. বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ১২২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فَرُكْنُ النَّذْرِ وَهُوَ الصِّيْغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِلّٰهِ عَزَّشَانُهُ عَلَيَّ كَذَا

২. শামী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৪৩২ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَالنَّذْرُ عَمَلُ اللِّسَانِ –

৩. জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩

৪. ফাতাওয়া দারুল উলূম (জাদীদ)–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৯

(খ) মান্নতকৃত বস্তু ধনীরা ব্যবহার করতে পারবে না। গরীব মিসকীনরাই মান্নতকৃত বস্তুর একমাত্র হকদার।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৭৩৭ নং পৃষ্ঠায় আছে–

فِى الْقِنْيَةِ نَذْرُ التَّصَدُّقِ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ لَمْ يَصِحَّ مَالَمْ يَنْوِ اَبْنَاءَ السَّبِيْلِ وَفِى الْبَحْرِ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ يَنْبَغِىْ اَنْ لَّايَصِحَّ قُلْتُ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَصِحَّ اِذَا نَوٰى اَبْنَاءَ السَّبِيْلِ لِاَنَّهُمْ مَحَلُّ الزَّكَاةِ .

২. ইমদাদুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫৯

৩. ফাতাওয়া রশীদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ৪৪৭

৪. আহসানুল ফাতাওয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮৯

(গ) মুসল্লীদের খাওয়ানোর জন্য মান্নত করলে (ধনীদের অংশ মান্নত হয় নাই বিধায়) ধনী মুসল্লীরাও তা থেকে খেতে পারবে।

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬০

২. ইমদাদুল মুফতী–পৃষ্ঠা ঃ ৭২৭

৩. ফাতাওয়া দারুল উলূম (জাদীদ)–খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ঃ ১৩১

(ঘ) মসজিদের জন্য মান্নত করলে মান্নত হবে না। তাই পূরণ করাও ওয়াজিব নয়।

১. আদ্দুররুল মুখতার (শামীসহ) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৭৩৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(وَلَمْ يَلْزَمِ النَّاذِرَ مَالَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ كَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعِ جَنَازَةٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ) وَلَوْ مَسْجِدُ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوِ الْاَقْصٰى لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا فَرْضٌ مَقْصُودٌ وَهُوَ الضَّابِطُ .

২. জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩

৩. দারুল উলূম (জাদীদ)–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫

(ঙ) মসজিদে গরু, ছাগল, মুরগী ছেড়ে দেওয়া মস্তবড় অন্যায় ও গুনাহের কাজ এবং তা মান্নত হিসেবে পরিগণিত হবে না। সুতরাং যে ছেড়েছে সেই তার মালিক থাকবে। তবে তার অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদের কাজে বা মুসল্লীগণের স্বার্থে ব্যয় করা যাবে।

* ফাতাওয়া দারুল উলূম জাদীদ–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪

(চ) মাজারের জন্য মান্নত করা হারাম। আর কোন গুনাহের কাজের মান্নত করলে তা পুরা করা যায় না।

১. বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ১২৩ নং পৃষ্ঠায় আছে–

وَفِيهَا اَنْ يَكُونَ قُرْبَةً فَلَاتَصِحُّ النَّذْرُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ رَأْسًا كَالنَّذْرِ بِالْمَعَاصِىْ الخ -

২. শামী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৯

৩. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫

৪. আযীযুল ফাতাওয়া–পৃষ্ঠা ঃ ৫৭২

৫. জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭

◆ লেমিনেশনকৃত কুরআন শরীফ ছোঁয়া

প্রশ্ন ঃ লেমিনেশনকৃত কুরআন শরীফ ওযূ ব্যতিত ছোঁয়া যাবে কি-না ?

উত্তর ঃ লেমিনেশনকৃত কুরআন শরীফ বা কোন আয়াত অযূ ব্যতিত ছোঁয়া যাবে না।

১. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

كَمَا فِى الْهِدَايَةِ (وَلَيْسَ لَهُمْ) (اَىْ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُب) مَسُّ الْمُصْحَفِ الَّابِغِلَافِهِ وَكَذَا الْمُحْدِثُ لَايَمَسُّ الْمُصْحَفَ الَّابِغِلَافِهِ وَغِلَافُهُ مَا يَكُوْنُ مُتَجَافِيًا عَنْهُ دُوْنَ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ كَالْجِلْدِ الْمُشَرَّزِ هُوَ الصَّحِيْحُ ...... -

وَ فِى الْعِنَايَةِ : وَغِلَافُهُ مَا كَانَ مُتَجَافِيًا عَنْهُ) اَىْ مُتَبَاعِدًا بِاَنْيَكُوْنَ شَيْئًا ثَالِثًا بَيْنَ الْمَاسِّ وَالْمَمْسُوسِ وَلَايَكُوْنُ مُتَّصِلًابِه كَالْجِلْدِ الْمُشَرَّزِ فَيَنْبَغِىْ اَن لَّايَكُوْنَ تَابِعًا لِلْمَاسِّ كَا لْكُمِّ وَلَا لِلْمَمْسُوْسِ كَالْجِلْدِ الْمُشَرَّزِ قَالَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ اِخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِى الْغِلَافِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْجِلْدُ الَّذِىْ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْكُمُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْخَرِيْطَةُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْجِلْدَ تَبْعٌ لِلْمُصْحَفِ وَالْكُمُّ تَبْعٌ لِلْحَامِلِ وَالْخَرِيْطَةُ لَيْسَتْ بِتَبْعٍ لِاَحَدِهِمَا -

২. শরহুল ইনায়াহ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৫০

৩. তাফসীরাতে আহমাদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ৬৮৩

৪. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪

◆ বাংলা উচ্চারণে কুরআন শরীফ

প্রশ্ন ঃ কুরআন শরীফের বাংলা উচ্চারণ ও আরবী এবারত ব্যতীত বঙ্গানুবাদ লেখা এবং তা পাঠ করা কেমন ?

উত্তর ঃ কুরআন শরীফের উচ্চারণ বাংলায় লেখা, মুদ্রণ করা এবং তা পাঠ করা কোনটাই জায়েয নয়, হারাম। পুরা কোরআন শরীফ হোক বা আয়াতাংশ হোক।

১. আল ইতকান–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫৪

২. ইমদাদুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬

৩. জাওয়াহেরুল ফিকহ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭২

৪. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮

৫. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩

৬. প্রাগুক্ত–১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২০ ও ৫১

কোরআন শরীফের আরবী এবারত বাদ দিয়ে শুধু বঙ্গানুবাদ লেখা, ছাপানো, ক্রয়-বিক্রয় ও পাঠ করা নাজায়েয ও হারাম।

১. ফাতহুল কাদীর–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮

২. ইমদাদুল ফাতওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯

৩. জাওয়াহেরুল ফিকহ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫

৪. ইমদাদুল মুফতীন–পৃষ্ঠা ঃ ৩২৫

৫. ফাতওয়া মাহমূদিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯

৬. প্রাগুক্ত–১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩১

অবশ্য প্রয়োজনে কোরআন শরীফের ১/২ আয়াতের তরজমা মূল এবারত ব্যতিত লেখার অবকাশ আছে।

১. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৪৮ নং পৃষ্ঠায় আছে–

اِنَّ مَنْ اِعْتَادَ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ اَوْ اَرَادَ اَنْ يَّكْتُبَ مُصْحَفًا بِهَا يُمْنَعُ وَاِنْ فَعَلَ فِىْ اٰيَةٍ اَوْ اٰيَتَيْنِ لَا فَاِنْ كَتَبَ الْقُرْاٰنَ وَتَفْسِيْرَ كُلِّ حَرْفٍ وَتَرْجَمَتُهُ جَازَ -

২. জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬

◆ খুৎবার সময় চেহারা কোন দিকে রাখবে

প্রশ্ন (ক) জুমআর খুৎবার সময় খতীব সাহেব ডানে বামে মুখ ঘুরিয়ে খুৎবা পাঠ করবেন, না-কি শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে পাঠ করবেন ?

(খ) খুৎবার সময় মুসল্লীদের দৃষ্টি খতীব সাহেবের চেহারার দিকে থাকবে না-কি কেবলার দিকে না নিচের দিকে ?

উত্তর ঃ (ক) জুমআর খুৎবার সময় ইমাম ডানে বামে চেহারা ফিরাবেন না। ফিরালে তা খেলাফে সুন্নত হবে।

১. শামী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় আছে–

(تَنْبِيْهٌ) مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْخُطَبَاءِ مِنْ تَحْوِيْلِ الْوَجْهِ جِهَةَ الْيَمِيْنِ وَجِهَةَ الْيَسَارِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... ثُمَّ رَأَيْتُ فِى مِنْهَاجِ النَّوَوِىْ قَالَ وَلَايَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فِىْ شَيْءٍ مِّنْهَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِىْ شَرْحِهِ لِاَنَّ ذٰلِكَ بِدْعَةٌ وَيُوخَذُ ذٰلِكَ عِنْدَ نَامِنْ قَوْلِ الْبَدَائِعِ وَمِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ الخ –

২. রহীমিয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৪

(খ) খুৎবার সময় মুসল্লীদের চেহারা খতীব সাহেবের দিকে থাকবে। ডানে ও বামের মুসল্লীগণ কাতার না ভেঙ্গে যতটুকু সম্ভব খতীব সাহেবের দিকে চেহারা ফিরাবে আর তা মুশকিল হলে চেহারা কেবলার দিকে রাখা উত্তম।

১. তাহতাবী আলাল মারাকী গ্রন্থের ২৮০ নং পৃষ্ঠায় আছে–

قَالَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ مَنْ كَانَ اَمَامَ الْاِمَامِ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَمَنْ كَانَ عَنْ يَّمِيْنِ الْاِمَامِ اَوْيَسَارِهِ اِنْحَرَفَ اِلَى الْاِمَامِ قَالَ السَّرَخْسِىُ الرَّسْمُ فِىْ زَمَانِنَا اِسْتِقْبَالُ الْقَوْمِ الْقِبْلَةَ وَتَرْكُ اِسْتِقْبَالِهِمُ الْخَطِيْبَ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْحَرَجِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ بَعْدَ فَرَاغِ الْخَطِيْبِ مِنْ خُطْبَتِهِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ قَالَ وَهٰذَا اَحْسَنُ –

২. আল বাহরুর রায়েক–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮
৩. এ'লাউস সুনান–৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮
৪. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৬২

◆ চাদরে আয়াত লেখা

প্রশ্ন ঃ চাদরের মধ্যে আয়াত বা কালেমা লেখা কেমন ? বিশেষ করে জানাযার খাটের উপর যে চাদর ব্যবহার করা হয়, তাতে এসব লেখা কেমন?

উত্তর ঃ চাদরের মধ্যে কুরআনের আয়াত বা কালিমা লেখা, বিশেষ করে যে চাদর জানাযার খাটের উপর ব্যবহার করা হয়, তাতে কুরআনের

আয়াত বা কালিমা লেখা মাকরূহে তাহরীমী এবং তা জানাযার খাটের উপর ব্যবহার করা নাজায়েয।

১. শামী ২য় খণ্ডের ২৪৬ নং পৃষ্ঠায় আছে–

اَنَّهُ تُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَحَارِيْبِ - وَالْجُدْرَانِ وَمَا يُفْرَشُ - وَمَاذَاكَ اِلَّا لِاحْتِرَامِهِ وَخَشْيَةِ وَطْئِهِ وَنَحْوُهُ مِمَّافِيْهِ اِهَانَةٌ الخ -

২. আহসানুল ফাতাওয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২

৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৪০৭

◆ জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ কি-না ?

উত্তর ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বর্তমান সমাজে যা বুঝায়, তা সম্পূর্ণই ইসলাম বিরোধী এবং আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী। কেননা, এর উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি মহান আল্লাহ তায়ালার রাবুবিয়্যাত (প্রতিপালন) নীতির পরিপন্থী। আল্লাহর দুশমন মেলথাস ও তার থিউরীতে বিশ্বাসী লোকদের যে ধ্যান-ধারণা থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্ম হয়েছে, তা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, জন্মনিয়ন্ত্রণ যা খাদ্য সংকট বা অভাব-অনটনের ভয়ে করা হয়ে থাকে তার যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তবে নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবস্থাবিশেষে যেমন স্ত্রীর স্বাস্থ্য যদি নেহায়েত দুর্বল হয় এবং গর্ভধারণে বিরাট ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে ওযর থাকা পর্যন্ত সাময়িকভাবে গর্ভরোধ করা জায়েয। তবে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা যার ফলে বেপর্দার সাথে অন্যের সাহায্য নিতে হয়, তা নাজায়েয।

যদি স্ত্রী স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে গর্ভধারণে অক্ষম হয় এবং গর্ভধারণে মৃত্যুর আশংকা থাকে এবং স্থায়ীভাবে গর্ভরোধ ব্যতিত আর কোন উপায় না থাকে, সে ক্ষেত্রে দ্বীনদার বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে গর্ভরোধ করা জায়েয হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে অমুসলিম ডাক্তারের রায় শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত অবস্থা বিশেষে শরীয়তের দেয়া অবকাশকে হাতিয়ার

বানিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল ঢালাওভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণকে জায়েয করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যা শরীয়তকে বিকৃত করার নামান্তর। তাদের অপপ্রচার থেকে মুসলমানদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন। আমীন।

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩১
২. সূরা আন-আম আয়াত নং ১৫১
৩. বুখারী শরীফ–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫৭
৪. উমদাতুল কারী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭২
৫. ফাতাওয়া রাহীমিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩৩–৩৬
৬. প্রাগুক্ত–৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১৫ ও ২২০
৭. ফাতাওয়া দারুল উলূম (কাদীম)–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৪৩
৮. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৪
৯. প্রাগুক্ত–১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩১
১০. ইমদাদুল ফাতাওয়া–৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০২
১১. কিফায়াতুল মুফতী–৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭৭
১২. আহসানুল ফাতাওয়া–৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪৫

◆ মসজিদে শোরগোল করা

প্রশ্ন : কোন মসজিদের ইমাম জামাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ২/৩ মিনিট দেরিতে নামাযে দাঁড়ালে এ নিয়ে মসজিদের ভিতরে হৈ-চৈ শোরগোল করলে গুনাহ হবে কি-না ? ইমাম সাহেবের জন্য ২/৩ মিনিট দেরি করা জায়েয কি-না ?

উত্তর : মসজিদের ভিতরে শোরগোল করা মারাত্মক গুনাহ। এ ব্যাপারে ইমাম মুসল্লী সবাইকেই খুব খেয়াল রাখতে হবে যেন মসজিদের ভিতরে কোন রকম শোরগোল না হয়। আর ইমাম সাহেবের জন্য উচিত হবে নিতান্ত জরুরত ছাড়া অযথা দেরি না করা। আর দেরি হয়ে গেলে মুসল্লীদের জন্য উচিত ধৈর্য্যধারণ করা। কারণ, নামাযের অপেক্ষায় থাকলেও নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়।

১. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪৩
২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৭৩
৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৭৮–৪৭৯

আকাইদ অধ্যায়

◆ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাযির-নাযির প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) "হাযির-নাযির বা সর্বত্র বিরাজমান" এ ধরনের আকীদা পোষণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন ?

উত্তর ঃ হাযির-নাযির "حَاضِرٌ. نَاظِرٌ" এর আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী। পরিভাষায় হাযির-নাযির বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি সর্বক্ষণ সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান এবং সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। এমন সত্তা একমাত্র তিনিই হবেন যিনি আলেমুল গায়েব তথা নশ্বর ও অবিনশ্বর জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। অর্থাৎ যিনি হাযির-নাযির হবেন তিনি আলেমুলগায়েবও হবেন। কেননা, যিনি সর্বদা সব জায়গায় সমভাবে বিরাজমান এবং সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হবেন, সবকিছু সম্পর্কে তার ইলম থাকবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি হাযির-নাযির হন, তাহলে তিনি আলেমুল গায়েবও হবেন। আর যদি আলেমুল গায়েব না হন, তাহলে হাযির-নাযিরও হবেন না।

এবার দেখুন এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কি বলে–

(١) قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ -

(১) হে রাসূল (সাঃ) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। আমি গায়েব সম্পর্কে অবগতও নই। –সূরা আন্‌আম

(٢) تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

(২) হে আল্লাহ, আপনি জানেন যা আমার অন্তরে রয়েছে, আমি জানি না যা আপনার অন্তরে আছে। নিশ্চয় একমাত্র আপনিই গায়েব জানেন। –সূরা মায়েদা

(٣) اِنِّیْ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

(৩) (আল্লাহ বলেন) আমিই আসমান ও জমিনের গায়েব জানি। –সূরা বাকারা

(٤) قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ

(৪) কিয়ামত দিবসে রাসূলগণ বলবেন, আমাদের কোন ইলম নেই। একমাত্র আপনিই গায়েব জানেন। –সূরা মায়েদা

(٥) عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ -

(৫) তিনি (আল্লাহ) দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়াদী সম্পর্কে জানেন। তিনি প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী। –সূরা আন্আম

(٦) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِیْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا یَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتَابٍ مُّبِیْنٍ -

(৬) আল্লাহর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। জলে ও স্থলে যা আছে, তিনিই তা জানেন। কোন পাতা ঝরে না কিন্তু আল্লাহ তা জানেন। কোন শস্যকণা অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। –সূরা আন্-আম।

(٧) اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ

(৭) আল্লাহ তায়ালা তাদের রহস্য ও শলাপরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সমস্ত গায়েব জানেন। – সূরা তাওবা

(٨) ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰی عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

(৮) অতপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হতে দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত সেই সত্তার নিকট, তিনিই তোমাদেরকে বাতলে দিবেন যা তোমরা করেছিলে। –সূরা তাওবা

(٩) فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ

(৯) হে রাসুল (সাঃ) আপনি বলে দিন অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অধিকারেই। –সূরা ইউনুস

(١٠) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ –

(১০) আর আসমান এবং জমিনের গায়েব একমাত্র আল্লাহর জন্যই, আর সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তন তারই দিকে। –সূরা হুদ

(١١) اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ –

(১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান এবং জমিনের গায়েব জানেন, তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। –সূরা ফাতির

لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

(১২) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের গায়েব একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। –সূরা কাহ্ফ

(١٣) عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ – وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ –

(১৩) তিনিই গায়েব জানেন। আসমান এবং জমিনে তার অগোচরে অণু পরিমাণও কিছু নেই। তার (অণু) চেয়ে ছোট বা বড় সব কিছুই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। –সূরা সাবা

(١٤) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ –

(১৪) ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের গায়েব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। –সূরা হুজুরাত

(١٥) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا - قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ -

(১৫) (হে রাসূল) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে ? আপনি বলে দিন এর খবর তো একমাত্র আমার প্রতিপালকের কাছেই। –সূরা আরাফ

(١٦) قُلْ اِنْ اَدْرِىْ اَقَرِيْبٌ مَا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّىْ اَمَدًا عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا -

(১৬) হে নবী (সাঃ) আপনি বলে দিন, আমি জানি না প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন, না আমার সৃষ্টিকর্তা এর কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন ? আল্লাহই গায়েব জানেন। তিনি তা কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

–সূরা জিন

পবিত্র কোরআনে কারীমের ৪৯ জায়গায় "গায়েব" শব্দ এসেছে, প্রত্যেক জায়গায় গায়েবকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর সমস্ত মাখলুক এমনকি রাসূল (সাঃ)-ও যে গায়েব জানেন না একথা বলা হয়েছে।

এ সম্পর্কে রাসূলের (সাঃ) হাদীস

(১) পিয়ারা নবী (সাঃ)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, রাসূল (সাঃ) আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন অথবা তার নিকট যে সব ওহী এসেছে তার মধ্যে হতে কিছু গোপন রেখেছেন অথবা ঐ সব বিষয়াদী সম্পর্কে জানতেন যা আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত এই আয়াতে বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الخ .... তাহলে সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি জঘন্যতম মিথ্যা আরোপ করল। –মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ঃ ৫০১

(২) সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কোরআনের ন্যায় সব বিষয়ে ইস্তিখারার তালীম দিতেন।

উক্ত ইসতিখারার দোয়াতে এ বাক্যও আছে ঃ

فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -

হে আল্লাহ একমাত্র আপনিই ক্ষমতাবান, আমার ক্ষমতা নেই। আপনি জানেন, আমি জানিনা এবং একমাত্র আপনিই সমস্ত গায়েব জানেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে সকাল বিকাল পাঠ করার জন্য যে দোয়া শিখিয়েছেন তার মধ্যে এ বাক্যও আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكِهِ -

হে আল্লাহ আপনিই আসমান এবং জমিন সৃষ্টিকারী এবং আপনিই গায়েব ও উপস্থিত বিষয় সম্পর্কে জানেন এবং প্রতিটি বিষয়ের রব ও অধিপতি। (সুনানে আবূ দাউদ ৩৩৫, জামে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–১৭৫)

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পিয়ারা রাসূল (সাঃ) সালাতুল লাইল পড়ার শুরুতে এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

হে আল্লাহ, আপনিই জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিল (আঃ)-এর প্রভু, আসমান এবং জমিন সৃষ্টিকারী, গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদী সম্পর্কে অবগত। (জামে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৮)

(৫) সাহাবী হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউছ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) আমাকে একটি দোয়া লিখিয়েছেন যার মাঝে এ বাক্যও আছে ঃ

وَاَعُوْذُ بِكَ مَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -

হে আল্লাহ ! আপনার পবিত্র সত্তার উছিলায় আমি ঐ সব বিষয়ের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে বিষয়গুলো আপনি জানেন। কেননা, সমস্ত গায়েবের খবর একমাত্র আপনিই জানেন। (মুসতাদরাক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫০৮)

(٦) عَنْ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِىْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَاءِقِ فَلَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِىْ بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ -

(৬) সাহাবী হযরত আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার রওজার জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত সৃষ্টিকুলের কথা শুনার শক্তি দান করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে ফেরেশতা তাঁর নাম ও তার পিতার নামসহ আমার নিকট তা পৌঁছাবে যে, অমুকের সন্তান অমুক আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করেছে। (বাইহাকী)

(٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِّىْ عَنْ اُمَّتِى السَّلَامَ -

(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ পৃথিবীতে বিচরণকারী অগণিত ফেরেশেতা রয়েছে। যারা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত।
-(সুনানে নাসায়ী)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ -

(৮) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার রওজা মোবারকের পাশে দুরূদ পাঠ করে তা আমি নিজ কানে শুনতে পাই, আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে তা ফেরেশতার মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছানো হয়।
- (মিশকাত, বাইহাকী)

(৯) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِّىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَاتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ -

(৯) সাহাবী হযরত সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি হাউজে কাউছারের তীরে থাকব। যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউজে কাউছারের পানি পান করতে পারবে। যে একবার পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। আর সে দিন আমার সামনে কিছু লোক উপস্থিত হবে, তাদেরকে আমি চিনতে পারবো, তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর তাদের এবং আমার মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে, ফলে তারা পানি পান করতে পারবে না। আমি বলব, তারাও তো আমার উম্মত ! তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে "আপনি জানেন না আপনার ইন্তেকালের পর দ্বীনের মধ্যে তারা কিরূপ নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করেছে" এটা শুনার পর আমি বলব "দূর হও, দূর হও" যারা আমি আসার পর দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয়ের উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করেছো।

– (সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৯৭৪, মিশকাত শরীফ, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

উপরের হাদীসে বলা হয়েছে اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ অর্থাৎ আপনি চলে আসার পর তারা দ্বীনের মাঝে কিরূপ নতুন বিষয় সংযোগ করেছে তা আপনি জানেন না। হুজুর (সাঃ) যদি আলেমুল গায়েব ও হাযের-নাযের হতেন তাহলে হুজুর (সাঃ) জানতেন দেখতেন তারা কি ধরনের পরিবর্তন সাধন করেছে, আর তাদেরকে উম্মত বলে হাউজে কাউছারের পানি পান করানোর জন্য ডাকতেন না এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে "আপনি জানেন না" এ বাক্য বলা হতো না, যার দরুন হুজুর (সাঃ) سُحْقًا سُحْقًا দূর হও দূর হও, বলে তাদেরকে তাড়িয়েও দিতেন না।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে নজ্‌দ নামক এলাকার ইসলাম বিদ্বেষীরা সাহাবাগণকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের মধ্যে হতে আবু বারা আমের ইবনে মালেক নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে আরজ করলো–হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের নজ্‌দ এলাকায় মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্যে আপনার কিছু সাহাবী (রাঃ) প্রেরণ করুন। তার কথানুযায়ী রাসূল (সাঃ) ৭০ জন হাফেজ সাহাবী প্রেরণ করেন।

সাহাবাগণ উক্ত এলাকায় পৌঁছা মাত্রই পিছন থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা অতর্কিত আক্রমণ করে ৭০ জন থেকে ৬৯ জন সাহাবীকে শহীদ করে ফেলে। রাসূল (সাঃ) এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন, অতঃপর নজ্‌দবাসীদের বিরুদ্ধে একমাস যাবৎ বদ দোয়া করেন–যা কুনুতে নাযেলা নামে হাদীসের কিতাবসমুহে প্রসিদ্ধ।

রাসূল (সাঃ) যদি আলেমুল গায়েব হতেন তাহলে নাজ্‌দবাসীদের ষড়যন্ত্র স্বচক্ষে দেখতেন এবং এ সম্পর্কে অবগত থাকতেন, এতে করে আবু বারা আমের ইবনে মালেকের কথানুযায়ী ৭০ জন সাহাবাকে পাঠাতেন না আর এভাবে তাদেরকে প্রাণ দিতে হতো না এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ্‌ দোয়াও করতে হতো না।

রাসূল (সাঃ) এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সাথে করে নিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বাহন হিসেবে একটা উট ছিল, উটের উপর পালকির ন্যায় একটা হাওদা বসানো ছিল, এর ভিতর আয়েশা (রাঃ) বসা ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার সময় বিশ্রামের জন্য মদিনার নিকটবর্তী একস্থানে অবস্থান করার জন্য রাসূল (সাঃ) সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন। উক্ত স্থানে রাসূল (সাঃ)-সহ প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে সবাই রওয়ানা হলেন।

আয়েশা (রাঃ) তাঁর উটের উপর বসানো হাওদার ভিতর আছেন মনে করে সাহাবাগণ সে উটটিকেও হাঁকিয়ে নিয়ে এলেন। আয়েশা (রাঃ) হালকা-পাতলা ছিলেন বিধায় সাহাবাগণ তাঁর অনুপস্থিতি টের পাননি। অথচ মা আয়েশা (রাঃ) বিশ্রামের জায়গা হতে সামান্য দূরে একস্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলে সেখানে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। ফলে হার খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় অতিবাহিত হলে তিনি মূল কাফেলা

হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত কাফেলার পিছনে থাকা এক সাহাবী মা আয়েশাকে এমনভাবে পর্দার সাথে এনে পৌঁছে দেন যে, পথিমধ্যে আয়েশাকে (রাঃ) উক্ত সাহাবী দেখতে পাননি, এমনকি একটু কথাও হয়নি। এ সময় মুনাফিকরা এবং তাদের প্ররোচনায় দু'একজন সাহাবী মা আয়েশার (রাঃ) পুতঃপবিত্র চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দেয়। এ সংবাদ শুনে মা আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান এবং কয়েকদিন যাবৎ রাতদিন অবিরত কাঁদতে থাকেন ও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেন।

পিয়ারা নবী (সাঃ)-ও পেরেশান হয়ে যান যে, এ সংবাদ সত্য না-কি মিথ্যা। তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে এ ব্যাপারে ওহী আসার অপেক্ষায় থাকেন। কিছুদিন পর আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পুতঃপবিত্র চরিত্র সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আয়েশা (রাঃ) সম্পূর্ণ পবিত্র, নিষ্কলুষ ও সতী। সাথে সাথে মিথ্যা প্রচারণাকারীদের শাস্তি সম্পর্কীয় আয়াতও অবতীর্ণ হয়।

– (সূরা নূর, সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭৩)

রাসূল (সাঃ) যদি আলেমুল গায়েব, হাযির-নাযির হতেন, তাহলে এ যুদ্ধে আয়েশা (রাঃ)-কে সাথে নিতেন না আর এ ঘটনাও ঘটতো না।

দ্বিতীয়ত, যখন আয়েশার (রাঃ) গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (সাঃ) দূর থেকেও দেখতেন, জানতেন আর সে অনুযায়ী বলে দিতেন হার ওমুক স্থানে পড়ে আছে।

তৃতীয়ত, মা আয়েশা (রা) হাওদার ভিতর বসা আছেন ধারণা করে তার বাহন উটটিকে নিয়ে আসা হলো। অথচ তিনি হার খুঁজতে ব্যস্ত রয়েছেন। তখন তো রাসূল (সাঃ) বললেন না যে, আয়েশা (রাঃ) ভিতরে নেই। আর পরে যখন আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা শুরু হলো তখন রাসূল (সাঃ) পেরেশান না হয়ে বলেনি যে, আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্র সম্পূর্ণ পুতঃপবিত্র এবং এ প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। রাসূল তো এসব কিছুই করেন নি বরং ওহী আসার অপেক্ষায় ছিলেন।

(১২) পিয়ারা নবী (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছিলেন, এমতাবস্থায় সংবাদ এলো কুরাইশ সর্দারদের নিকট প্রেরিত হযরত ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে। পিয়ারা রাসূল (সাঃ) সংবাদটি শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। সাথে সাথেই সাহাবাগণকে জড়ো করে যুদ্ধের জন্যে বাইআত নিতে শুরু করলেন। একে একে তিনবার বাইআত নিলেন। যা বাইআতে শাজারা নামে পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতাহ এবং কুতুবে সিত্তায় উল্লেখ রয়েছে। বাইআত গ্রহণের পর পরই হযরত ওসমান (রাঃ) সুস্থ ও স্বশরীরে হুজুরের (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলেন। হুজুর (সাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-কে দেখে অবাক হলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে হুজুর (সাঃ) যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ বাইআত গ্রহণ করলেন, অথচ ওসমান (রাঃ) অক্ষত রয়েছেন। হুজুর (সাঃ) যদি গায়েব জানতেন আর হাযির-নাযির হতেন তাহলে তিনি জানতেন ও দেখতেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) জীবিত আছেন। সংবাদ শুনার পর হুজুর (সাঃ) ব্যথিত হতেন না এবং সাহাবাগণ থেকে বাইআতও গ্রহণ করতেন না। অথচ রাসূল (সাঃ) মর্মাহত হলেন এবং পরপর তিনবার বাইআত নিলেন।

(১৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর রাহবারীতে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করলেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। উর্ধ্বজগতের অবস্থাদি দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে তার হাবীবকে নিজ সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। যা মিরাজের ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ।

দু'জাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি গায়েব জানতেন এবং হাযির-নাযির হতেন তাহলে, উল্লিখিত স্থানসমূহসহ অসংখ্য জায়গায় সফর করার কোন অর্থই থাকত না। অথচ সে সম্পর্কে অনেক আয়াত ও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাযির-নাযির ছিলেন না।

এ সম্পর্কে কিয়াস ও যুক্তি

দু'জাহানের সর্দার পিয়ারা রাসূল (সাঃ) এত অধিক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন ও কাফের মুনাফিক কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন, যা কোন মাখলুক এমনকি অন্য কোন নবী-রাসূলগণ (আঃ)-ও এত অধিক দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হননি।

রাসূল (সাঃ) যদি সত্যিই গায়েব জানতেন এবং হাযির-নাযির হতেন, তাহলে শত্রুদের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক কোনভাবেই লাঞ্ছিত হতেন না, বরং পূর্ব থেকেই সাবধানতার সাথে চলতেন। যেমন কোরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ

হে রাসূল (সাঃ), আপনি ঘোষণা দিয়ে দিন ; আমি আমার কল্যাণ সাধনের বা অকল্যাণ দূরীকরণের মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কল্যাণ অর্জন করতে পারতাম, ফলে কোন অমঙ্গল আমাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারতো না।

অতএব, রাসূল (সাঃ) আলেমুল গায়েব এবং হাযির-নাযির এ ধরনের আকিদা কোরআন, হাদীস ও যুক্তির পরিপন্থী। তাই কোন মুসলমান এ ধরনের আকিদা পোষণ করতে পারে না।

ইজমা

মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলেমুল গায়েব ও হাযির-নাযির নন। এ গুণের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা।

এ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্র

(১) ফাতাওয়া আলমগীরীতে আছে ঃ

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَحْضُرِ الشُّهُوْدُ وَقَالَ خُدَاے رَاوَرَسُوْلِ رَا گواه كَرْدم كُفِّر -

"কোন ব্যক্তি যদি বিবাহতে কোন মানুষকে সাক্ষী না বানিয়ে বলে আমি আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-কে সাক্ষী রাখলাম, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।"

* আলমগীরী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৬

(২) ফাতাওয়া বায্যাযিয়াতে আছে ঃ

تَزَوَّجَ بِلَا شُهُوْدٍ وَقَالَ "رَسُوْلِ خُدَا رَا وَ فِرِشْتِگَانْ رَا گواه كَرْدَم" يُكَفَّرُ - لِاَنَّهُ اعْتَقَدَ اَنَّ الرَّسُوْلَ وَالْمَلَكَ يَعْلَمَانِ الْغَيْبَ -

"যে ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করল, আর বলল আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও ফেরেশতাগণকে সাক্ষী বানালাম, সে কাফের হয়ে যাবে। এজন্য যে, সে এ আকিদা পোষণ করছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ফেরেশতাগণ গায়েব জানেন। (ফাতাওয়া বায্যাযিয়া–৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৫)

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রের সু-প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শরহে ফিকহে আকবার"-এ বলা হয়েছেঃ

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَبِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِلٰى اَنْ قَالَ ثُمَّ اِعْلَمْ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمُوا الْمُغِيْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا مَا اَعْلَمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحْيَانًا - وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.كَذَا فِى الْمُسَايَرَةِ -

অর্থাৎ, মোট কথা "গায়েব" এমন একটি বিষয় যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথেই খাস। পরে বলা হয়েছে, জেনে রাখা উচিত যে, নবীগণ (আঃ) গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সময় সময় আল্লাহ তায়ালা যা জানিয়েছেন তাই জানেন। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ সুস্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করেছেন, যে ব্যক্তি এ আকিদা পোষণ করবে যে, "রাসূল (সাঃ) গায়েব জানেন" সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, এ আকিদা কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপন্থী।

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -

"হে রাসূল আপনি ঘোষণা করে দিন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আসমান ও জমিনের কেউই গায়েব জানেনা।"

(৪) আল্লামা সদরুদ্দীন ইস্পাহানী বলেন ঃ

مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ الدِّيْنِ اَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ مُخْتَصٌّ بِاللّٰهِ تَعَالٰى -

দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদীর মধ্য হতে অন্যতম বিষয় হলো ঃ

"ইলমে গায়েব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথেই খাস" এ বিশ্বাস পোষণ করা। (ইলমুল গায়েব, ৫৬ নং পৃষ্ঠা)

(৫) আল্লামা সায়্যিদ মাহমূদ আলূছী হানাফী (রহঃ) বলেন–

بِا لْجُمْلَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ بِلَاوَاسِطَةٍ كُلًّا اَوْبَعْضًا مَخْصُوْصٌ بِاللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا لَايَعْلَمُهُ اَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ اَصْلًا -

"সারকথা ইলমে গায়েব কোন মাধ্যম ব্যতীত কম হোক বা বেশি হোক একমাত্র আল্লাহর সাথেই খাস, কোন মাখলুক কখনো ইলমে গায়েব জানেনা।" (ইলমুল গায়েব, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬)

উল্লেখ্য যে, কিছু সংখ্যক লোক সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে এই বলে বিভ্রান্ত করছে যে, আমরা অনেক কিছু জানি না দেখি না কিন্তু হুজুর (সাঃ) সে ধরনের অনেক কিছুই জেনেছেন দেখেছেন। উদাহরণতঃ আমরা জান্নাত-জাহান্নাম দেখি না, কিন্তু হুজুর (সাঃ) দেখেছেন ভালভাবে জেনেছেন। আমরা দেখিনা বিধায় সেটা গায়েব আর রাসূল (সাঃ) দেখেছেন ভালভাবে জেনেছেন বিধায় তিনি আলেমুল গায়েব।

বস্তুতঃ যারা "গায়েব" শব্দের অর্থই বুঝেনা একমাত্র তারাই পারে এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। কেননা, ওহীর মাধ্যমে বা ইন্দ্রিয় শক্তিতে কোন কিছু সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলে সেটা আর "গায়েব" থাকে না সেটাকে "গায়েব" বলা যায় না। যেমন তাফসীরে মাদারেকে গায়েবের সংজ্ঞা এরূপ দেয়া হয়েছে ঃ

اَلْغَيْبُ - هُوَ عِلْمُ مَالَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَلَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوْقٌ -

"গায়েব এমন বিষয়াদীর নাম যা জানার কোন মাধ্যম নেই এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে কোন মাখলুকই অবগত নয়।"

* ইখতিলাফে উম্মত-পৃষ্ঠা ঃ ৪০

অতএব, রাসূল (সাঃ) আলেমুল গায়েব বা হাযির-নাযির নন, তথাপি তার ইলমের পরিধি এত ব্যাপক ছিল যা কোন সৃষ্টিকুলের ছিল না। রাসূল (সাঃ)-কে মহান আল্লাহ তায়ালা ইহজগত ও পরজগতের অবস্থার এত অধিক ইল্‌ম দান করেছেন যা কোন মাখলুক এমনকি কোন নবী রাসূল (আঃ) ফেরেশতাগণকেও দান করেননি।

সৃষ্টিকুলের সব ইলম এক পাল্লায় আর শুধু হুজুর (সাঃ)-এর ইলম এক পাল্লায় রাখা হলে হুজুর (সাঃ)-এর ইলমের পাল্লাই অধিক ভারী হবে। এতদসত্ত্বেও হুজুর (সাঃ) আলেমুল গায়েব বা হাযির-নাযির নন।

◆ প্রচলিত মিলাদে কিয়াম করা

প্রশ্ন ঃ "যেখানে মীলাদ বা সম্মিলিতভাবে দুরূদ শরীফ পড়া হয় সেখানে হুজুর (সাঃ) এসে হাজির হন, তাই ইয়ানবী সালামু আলাইকা' পড়ার সময় তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো জরুরী, না দাঁড়ালে বেয়াদবী হয়। যারা দাঁড়ায় না তারা নবী (সাঃ)-কে অসম্মান করে"-এমন আকীদা পোষণ করা কি ?

উত্তর ঃ কোরআন-হাদীসের ভাষ্য মতে মীলাদ বা দুরূদ পড়ার স্থানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজির হন না। তাই "ইয়া নাবী সালামু আলাইকা" পড়ার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয় এবং না দাঁড়ালে বেয়াদবী হয়না বরং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শের প্রতি সম্মান দেখানো হয়। কেননা, রাসূল (সাঃ)-এর আলোচনা পূণ্যের কাজ এবং তার প্রতি মহব্বতের দাবীও বটে। কিন্তু প্রচলিত মিলাদ মাহফিল কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে রাসূলের (সাঃ) প্রতি অধিক মহব্বত প্রকাশকারী দুনিয়াতে আর কেউ হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন কেউ প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম দ্বারা রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতসমূহ নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করে তাদের মুহাব্বত প্রকাশ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন না। যেমন ঃ রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

(١) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِىْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلاَئِقِ وَلاَ يُصَلِّىْ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ اَبْلَغَنِىْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ -

(১) সাহাবী হযরত আম্মার থেকে বর্ণিত। "রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার রওজার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের কথা শুনার শক্তি দান করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে ফেরেশতা তার নাম ও তার পিতার নামসহ আমার নিকট তা পৌঁছিয়ে দিবে যে, ওমুকের সন্তান ওমুক আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করেছে। (বায়হাকী)

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِىْ عَنْ اُمَّتِىْ السَّلاَمَ -

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন। পৃথিবীতে বিচরণকারী আল্লাহ তায়ালার অগণিত ফেরেশতা রয়েছে যারা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত। (সুনানে নাসায়ী, মিশকাত–পৃষ্ঠা ঃ ৮৬)

রাসূল (সাঃ) যদি মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন তাহলে উম্মতের দুরূদ পৌঁছানোর জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত থাকা অহেতুক বলে গণ্য হবে। (নাউযুবিল্লাহ্)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবদ্দশায় স্বশরীরে তাশরিফ আনলে তাঁর সম্মানে সাহাবীগণ দাঁড়াতেন না। কেননা, রাসূল (সাঃ) তা পছন্দ করতেন না।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ - (تِرْمِذِى ص ١٠٠ ج٢)

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূল সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। যখন ছাহাবাগণ (রাঃ) নবীজী (সাঃ)-কে দেখতেন তখন তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, দাঁড়ানো নবীজী (সাঃ) পছন্দ করতেন না। (তিরিমিযী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০০)

عَنْ مُعَاوِيَةَ .... قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কারো সম্মানে মানুষ দাঁড়ালে সে যদি খুশী হয় তাহলে সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (তিরমিযী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০০)

রাসূল (সাঃ) মিলাদ মাহফিলে তাশরীফ আনলে কার সাধ্য আছে না দাঁড়াবার ! রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আলোচনায় দাঁড়ানোর বিধান থাকলে নামাযের আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যেও দাঁড়াবার কথা আসত। আর হাদীস পড়াবার সময় তো শুধু দাঁড়িয়েই থাকতে হত। কেননা, হাদীসের দরসে রাসূল (সাঃ)-এর আলোচনা খুব হয়ে থাকে। শত শত বার দুরূদ পড়া হয়ে থাকে। অতএব, রাসূল (সাঃ) মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার আকীদা পোষণ করা কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী।

◆ সূরা কাহাফের শেষ আয়াতের তরজমা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ সূরা কাহাফের শেষ আয়াতের অংশ বিশেষের বাংলা সরল অনুবাদ করতে গিয়ে "আমি (মুহাম্মদ) তোমাদের মত (রক্ত-মাংসের) মানুষ, তবে আমার কাছে ওয়াহী নাজিল করা হয়। (তোমাদের কাছে ওয়াহী আসেনা)" এরূপ বলা ছহী কি-না ?

উত্তর ঃ এরূপ বলা ছহী আছে, কেননা, আরবী ভাষায় সাধারণত مَثَلٌ (মাছালুন) শব্দ দ্বারা জাতের সাথে জাতের সাদৃশ্য বুঝানো হয়। আর 'কাফে তাশবীহ' (সামঞ্জস্য জ্ঞাপক কাফ) দ্বারা গুণের সাথে গুণের সামঞ্জস্য বুঝানো হয়। এই সুবাদে اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ আমি তোমাদের মত মানুষ, তথা তোমরা যেই জাতের (রক্ত-মাংসের) আমিও সেই জাতের এরূপ ভাবার্থ করা যায়।

ছফ্ওয়াতুত তাফাছীরে লিখিত আছে–

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَلْاٰيَةَ اَىْ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اِنَّمَا اَنَا اِنْسَانٌ اَكْرَمَنِىَ اللّٰهُ بِالْوَحْىِ وَاَكْرَمَنِىْ اَنْ اُخْبِرَ كُمْ اَنَّهُ وَاحِدٌ اَحَدٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ

(صَفْوَةُ التَّفَاسِيْر ص١٩١/١٩٠ ج٢)

"হে মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের মত মানুষ। তবে আল্লাহ আমাকে ওহী দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাকে আরো মর্যাদা দিয়েছেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে এই সংবাদ দিব যে, তিনি এক ও একক তার কোন শরীক নেই।"

– (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০–১৯১)

হুজুর (সাঃ) রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। তবে আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়ার মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর হুজুর (সাঃ)-কে জান্নাতের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন আল্লাহর পরেই তাঁর (সাঃ) স্থান। যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হতো না।

তবে তার শরীর মুবারকে যে, রক্ত-মাংসের ছিল তার প্রমাণ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়।

১. হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِىِّ اللّٰهِ - بُخَارِىْ ص٥٨٣ ج٢

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (সাঃ) যুদ্ধের ময়দানে যাকে হত্যা করেছেন তার উপর আল্লাহ ক্রোধ অধিক হোক। আল্লাহর ক্রোধ ঐ জাতির উপর অধিক হোক যারা আল্লাহর নবীর চেহারা মুবারক রক্তে রঞ্জিত করেছে। (সহীহ বুখারী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫৮৩) এতে বুঝা গেল যে, হুজুরের (সাঃ) শরীর মুবারক রক্ত-মাংসের ছিল। এ ধরনের আরো অনেক হাদীস পাওয়া যায়।

◆ হুজুর (সাঃ) নবুওয়াতের নূরে আলোকিত কিন্তু পৃথিবীতে মাটির মানুষ হিসেবে জন্মেছেন এরূপ বিশ্বাস

প্রশ্ন ঃ "হুজুর (সাঃ) নবুয়তের নূরে আলোকিত ছিলেন এবং এ পৃথিবীতে আদম সন্তান তথা মাটির মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এরূপ বিশ্বাস করা ঠিক কি-না ? এর সাথে কুরআন-হাদীসের কোন সংঘাত আছে কি ?

উত্তর ঃ এরূপ বিশ্বাস করা কোরআন-হাদীস সম্মত। এর সাথে কোরআন-হাদীসের কোন সংঘাত নেই। কেননা, হুজুর (সাঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর হেদায়েতের বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, হুজুর (সাঃ) মহামানব এবং নবুয়তের নূরে আলোকিত ছিলেন। তিনি মানুষ হয়েও আল্লাহর পক্ষ হতে হেদায়েতের নূর নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ (القران)

আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর তথা হেদায়েতের আলোকবর্তিকা এবং স্পষ্ট কিতাব (কোরআন) এসেছে। (সূরা আল মায়েদা)

রাসূলগণ (সাঃ) যে মানুষ এই মর্মে আল্লাহ বলেন–

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنْ يَّمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

রাসূলগণ (সাঃ) তাদেরকে বললেন, আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে থেকে যার উপর ইচ্ছা (নবুয়ত দিয়ে বা অলী বানিয়ে) অনুগ্রহ করেন। (সূরা ইবরাহীম)

হুজুর (সাঃ) বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضِبُ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ (مسلم صـ٣٢٤ جـ٢)

অর্থ ঃ "মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন মানুষ মাত্র, সে রাগান্বিত হয় যে রূপ অন্য মানুষরা রাগান্বিত হয়।" (মুসলিম শরীফ–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৪)

মোট কথা ঃ হুজুর (সাঃ) নূর (আলোকবর্তিক) এবং মানুষও। যে ব্যক্তি হুজুর (সাঃ) মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করল সে কোরআনের বিরোধিতা করল। আর হুজুর (সাঃ)-কে মানুষ মনে না করা তাঁর (সাঃ) মর্যাদার পরিপন্থী যা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। – (আহসানুল ফাতাওয়া–১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭)

◆ হুজুর (সাঃ) আল্লাহর জাতী নূরের তৈরি বিশ্বাস করা

প্রশ্ন ঃ "হুজুর (সাঃ) আল্লাহর জাতী নূরের তৈরি" এরূপ বিশ্বাস করা বা প্রচার করা শিরকের মধ্যে পড়ে কি-না ?

উত্তর ঃ "হুজুর (সাঃ) আল্লাহর জাতি নূরের তৈরি" এরূপ বলা বা প্রচার করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, জাত হলেন আল্লাহ তায়ালা। আর জাতের অংশকে জাতি বলে। আল্লাহর যেহেতু কোন অংশ বা শরীক নেই তাই হুজুর (সাঃ)-কে আল্লাহর জাতি নূরের সৃষ্টি বলা যাবে না। তবে হুজুর (সাঃ) আল্লাহর সৃষ্ট নূরের সৃষ্টি। এই কথা বলা যেতে পারে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর "রূহ মুবারক" আল্লাহর সৃষ্ট নূরের তৈরি।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - (اخلاص)

"আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই। তিনি কারো থেকে জন্ম নেন নাই।"

অর্থাৎ, তার কোন অংশ নেই। আর তিনিও কারো অংশ নন।

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর অংশ মনে করার কারণে তারা মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

অতএব, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। যে ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)-কে "আল্লাহর জাতি নূরের" তৈরি বলবে শরীয়তে তার পর্যায় কোথায় গিয়ে পৌছবে?

◆ আল্লাহ্ তায়ালা সাকার না নিরাকার

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালা কি সাকার না নিরাকার ? কেউ কেউ বলে আল্লাহ তায়ালাকে যদি নিরাকার বলা হয় তাহলে নাকি আল্লাহর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সঠিক ইসলামী সিদ্ধান্ত কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালার কোন আকার নেই, তিনি নিরাকার। আল্লাহ তায়ালা তার জাতের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "তার মত কিছুই নেই"। (আল কুরআন)

আর তিনি নিরাকার হলে তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, একথা কেবলমাত্র পাগলরাই বলতে পারে। কেননা, রূহের কোন আকার নেই কিন্তু তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই তার অস্তিত্ব আছে সবাই তা স্বীকার করে। তেমনি বাতাসেরও আকার নেই। তাই বলে কি বাতাসের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে গেছে ? অতএব, কোন কিছুর আকার না থাকার দ্বারা তার অস্তিত্বহীন হওয়া আবশ্যক নয়। তাই, যারা বলে আল্লাহ তায়ালা নিরাকার হলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় তারা পাগল ছাড়া কিছুই নয়।

◆ আল্লাহ্ তায়ালার জাতের পরিচয় ও তাঁর ইবাদত

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলেন, আগে আল্লাহর জাতের পরিচয় পেতে হবে তারপর ইবাদত করলে গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের এ বক্তব্য সঠিক কি-না ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "আল্লাহ তায়ালার মত কিছুই নেই" তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। অতএব, মানুষের মত আল্লাহ পাকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণ করার অর্থ কোরআনে উপরোক্ত অংশকে অস্বীকার করা, যার পরিণতি ভয়াবহ। এ সম্পর্কে শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থের ভাষ্য হলো–

(قَوْلُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) أَيْ كَذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ...... وَفِيْ شَرْحِ الْقَرْنَوِيْ قَالَ نَجْمُ بْنُ حَمَّاءٍ مَنْ شَبَّهَ اللّٰهَ بِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللّٰهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيَهْ

مَنْ وَصَفَ اللّٰهَ فَشَبَّهَ صِفَاتَهُ بِصِفَاتِ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর অসীম ও অফুরন্ত ইলমের ভান্ডার থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইলম দিয়েছেন। কোরআনে কারীমে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ "তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে"। (সূরা বনী ইসরাইল–আয়াত ৮৫)

মানুষ তার এই সীমিত ইলম দ্বারা অসীম সত্ত্বা ও অফুরন্ত ইলমের অধিকারী মহান আল্লাহর জাত সম্পর্কে চিন্তা করে পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে ও হাদীস শরীফে আল্লাহর সৃষ্টিকুলের ও তার গুণাবলির মাঝে চিন্তা-ফিকির করার কথা বলা হয়েছে এবং তার জাত বা সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে নিষেধ করা হয়েছে।

নিম্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اِنَّ قَوْمًا تَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَكَّرُوا فِى خَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوْا قَدْرَهُ -

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা কোন এক দল সাহাবী আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর, তাঁর সত্ত্বা নিয়ে চিন্তা করো না। কারণ, তোমরা কোন দিন তার শানের আন্দাজ করতে পারবে না"। আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা নিয়ে চিন্তা করার ভয়াবহ পরিণতির আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ জিজ্ঞেস করতে থাকবে যে এটা কি ? ওটা কি ? অতঃপর বলবে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন ? বুখারী শরীফ। মুসলিম শরীফেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ

হাদীসে কুদসী

وَلِمُسْلِم قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَاكَذَا مَاكَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনার উম্মত প্রশ্ন করতে থাকবে যে, এটা কি ? ওটা কি ? পরে বলবে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন ?

– (মিশকাত শরীফ–পৃষ্ঠা ঃ ১৯)

অতএব, আল্লাহ তায়ালার জাত সম্পর্কে চিন্তা করা যাবে না, বরং তার গুণাবলি মহান কুদরতি ও সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা করতে হবে।

◆ দুনিয়ায় আল্লাহকে চর্মচোখে দেখা

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ তায়ালাকে কি দুনিয়াতে চর্ম চোখে দেখা সম্ভব?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন ঃ "لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ" "পৃথিবীর কোন চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সকল চক্ষুকে দেখতে পান এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী সম্যক পরিজ্ঞাত।" – (সূরা আনআম, আয়াত–১০৩)

এই পৃথিবীতে চর্মচোখে আল্লাহর জাতকে দেখা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে অসম্ভব। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে মেরাজে গিয়ে স্বীয় চোখ দ্বারা দেখেছেন কি-না এ ব্যাপারে সাহাবীদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মতানৈক্য রয়েছে।

যেমন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন–

مَنْ اَخْبَرَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهٗ ..... اَوْكَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اُمِرَبِهٖ - اَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ -

"যে বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন অথবা তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে যে সব ওহী এসেছে, তন্মধ্যে হতে কিছু গোপন রেখেছেন অথবা ঐ পাঁচ জিনিস সম্পর্কে জানেন যা আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে বলেছেন, তাহলে সে আল্লাহর প্রতি বড় ধরনের মিথ্যা আরোপ করল"। – (মিশকাত শরীফ–পৃষ্ঠা ঃ ৫০১)

অতএব, কেউ যদি দাবী করে যে, সে চর্ম চোখে আল্লাহকে দেখেছে তাহলে সে কোরআনের উপরোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করল। তাই এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে করে কোন মুসলমানকে ঈমানহারা করতে না পারে। এটা সকলের দায়িত্ব।

◆ মুরীদ হওয়া

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত নিয়মে মুরীদ হওয়া কি ফরয ?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানী এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যথাযথ আমলকারী তথা হক্কানী ও কামেল পীরের হাতে মুরীদ হওয়া মুস্তাহাব মতান্তরে সুন্নাত, তবে ফরয নয়।

১. আলকাওলুল জামীল–পৃষ্ঠা ঃ ১৮

২. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া–১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯

৩. ফাতাওয়া রশিদিয়া–পৃষ্ঠা ঃ ১৯৮

৪. কিফায়াতুল মুফতী–২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭২–৭৭

◆ এক প্রকার মোরাকাবা ও খতম

প্রশ্ন ঃ কোন এলাকায় কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, মোরাকাবার নিয়ম হলো আল্লাহকে স্মরণ রেখে সূফী সম্রাটের কদম মোবারকে নেছার হয়ে মোরাকাবা করতে হয়। খতমের নিয়মের মধ্যে লিখেছেন, আল্লাহ পাকের আরশের দুটি পায়া ধরে এবং সূফী সম্রাটের কদম মোবারক ধরে নিম্নলিখিত দুরূদ খানা একশতবার পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مُحْيِ السُّنَّةِ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ مُجَدِّدِ الزَّمَانِ سَيِّدِ اَبِى الْفَضْلِ سُلْطَانْ اَحْمَدْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ -

যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন আমল বের করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মোরাকাবা, খতম ও দুরূদ কুরআন, হাদীস, ইজমা কিয়াস কোথাও নেই। অতএব, নিঃসন্দেহে তা বেদআত। কোন জিনিস বেদআত হওয়ার সব চেয়ে বড় দলিল হলো তা কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসে না থাকা। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নে উল্লিখিত দুরূদের প্রথমাংশ (অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ) হাদীসে আছে। অতএব, শুধু সে অংশ পড়া যাবে, বাকি অংশ পড়া যাবে না।

◆ আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে মুসলমান হওয়া জরুরী

প্রশ্ন ঃ কোন এলাকায় কিছু সংখ্যক লোক বলছেন, আল্লাহর নিকট আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন নেই, (যে কোন ধর্মাবলম্বীই আল্লাহর নিকট মুক্তি পাবে) এবং তারা এ ব্যাপারে কোরআন শরীফ থেকে একটি আয়াতও প্রচার করে যাচ্ছে। এটা কতটুকু সমর্থনযোগ্য?

উত্তর ঃ মুসলমানদের মৌলিক আকীদাসমূহের মধ্য হতে অন্যতম আকীদা হলো, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পর যে কোন ব্যক্তির জন্য পরকালে আল্লাহর নিকট মুক্তি পাওয়ার প্রথম শর্ত মুসলমান হওয়া। মুসলমান হওয়া ব্যতীত কেউই নাজাত পাবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام। "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র

ইসলাম।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৯)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

“যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কখনও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ৮৫)

অতএব, যারা এ ধরনের আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহর নিকট আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহে তারা কাফের।

যে সকল কিতাবের সাহায্য নেয়া হয়েছে

কিতাবের নাম	লেখকের নাম	প্রকাশক
◗ আল কুরআনুল কারীম		
◗ বুখারী শরীফ	ইমাম মুহাঃ ইবনে ইসমাঈল	কুতুব খানায়ে রশীদিয়া, দিল্লী
◗ মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ	মুখতার এন্ড কোং, দেওবন্দ, ভারত
◗ তিরমিযী শরীফ	ইমাম মুহাঃ ইবনে ঈসা	কুতুব খানায়ে রশীদিয়া, দিল্লী
◗ আবু দাউদ শরীফ	সুলাইমান ইবনে আশআছ	এম, বশির হুসাইন এন্ড সন্স, কলিকাতা
◗ নাসাঈ শরীফ	আহমদ ইবনে শুয়াইব	মাকতাবায়ে থানুভী, সাহারানপুর
◗ ইবনে মাজাহ শরীফ	মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ	এইচ, এম, সাঈদ এন্ড কোং, করাচী,
◗ বাইহাকী শরীফ	আহমদ ইবনে হাসান	অজ্ঞাত
◗ মুসনাদে আহমদ	আহমদ ইবনে হাম্বল	অজ্ঞাত
◗ মুস্তাদরাকে হাকিম	আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী	অজ্ঞাত
◗ ইলাউস সুনান	যফর আহমদ উসমানী	ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান
◗ মাআরেফুস সুনান	শাইখ ইউসূফ বিন্নুরী	এইচ, এম, সাঈদ কোং, করাচী, পাকিস্তান
◗ মিশকাত শরীফ	মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ	এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার ঢাকা
◗ আদ-দুররুল মুখতার	মুহাম্মদ ইবনে আলী	এইচ, এম, সাঈদ কোং, করাচী, পাকিস্তান
◗ রদ্দুল মুহতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর	এইচ, এম, সাঈদ কোং, করাচী, পাকিস্তান
◗ তাহ্তাবী আলাদ্দুর	সাইয়্যেদ আহমদ তাহতাবী	মাকতাবায়ে আরাবিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
◗ আলমগীরী	উলামা বোর্ড	মাকতাবায়ে আরাবিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
◗ আল মাবসূত	শামছুদ্দীন আস্সরাখসী	দারুল মা'রেফাহ্, বৈরুত, লেবানন
◗ বাদায়েউস সানায়ে'	আলাউদ্দীন আবু বকর	ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান
◗ তাতার খানিয়া	আলেম ইবনুল আলা	মাকতাবায়ে আরাবিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
◗ তাহতাবী আলাল মারাকী	সাইয়্যেদ আহমদ তাহতাবী	অজ্ঞাত
◗ ফাতাওয়া কাযীখান (আলমগীরী সংযোজিত)	হাফীজুদ্দীন মুহাঃ ইবনে মুহাম্মদ	মাকতাবায়ে মাজেদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
◗ ফতহুল কাদীর	আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম	মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া, পেশোয়ার, পাকিস্তান
◗ আল-হিদায়া	আবুল হাসান ইবনে আলী	কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ
◗ আল বাহরুর রায়েক	যাইনুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম	এইচ, এম, সাঈদ এন্ড কোং, করাচী, পাকিস্তান
◗ তাবয়ীনুল হাকায়েক	উসমান ইবনে আলী	মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, পাকিস্তান
◗ কাশফুল হাকায়েক	আব্দুল হাকীম আফগানী	ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান
◗ রমযুল হাকায়েক	বদরুদ্দীন আইনী	ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান
◗ খুলাসাতুল ফাতাওয়া	তাহের ইবনে আহমদ	অজ্ঞাত
◗ মাজমাউল আনহুর	আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ	দারু ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরুত, লেবানন
◗ আল জাওহারাতুন্ নাইয়্যিরাহ	আবু বকর ইবনে আলী	মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান
◗ শরহুন্ নুকায়া	আলী ইবনে মুহাম্মদ	এইচ, এম, সাঈদ এন্ড কোং, করাচী, পাকিস্তান
◗ তানকীহুল হামীদিয়া	মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর	মাকতাবায়ে হক্কানিয়া, পেশোয়ার, পাকিস্তান

কিতাবের নাম	লেখকের নাম	প্রকাশক
◗ আল ফিকহুল ইসলামী	ড. ওহবাতুজ্জুহাইলী	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন
◗ কিতাবুল এখতিয়ার	খালেদ আব্দুর রহমান	দারুল মা'রেফা, বৈরুত, লেবানন
◗ আন্‌ নুতাফ ফিল ফাতাওয়া	আবুল হাসান আলী	এইচ, এম, সাঈদ এন্ড কোং, করাচী, পাকিস্তান
◗ কুর্‌রাতুল আইন	আব্দুল আযীয ইবনে দরবেশ	মাকতাবাতুল কুদ্‌স্‌ কোয়েটা, পাকিস্তান
◗ আলহীলাতুন্‌ নাজেযাহ	আশরাফ আলী থানভী	মাকতাবায়ে রাযী দেওবন্দ
◗ মানাসেক	মোল্লা আলী ক্বারী	ইদারাতুল কুরআন করাচী
◗ গুনইয়াতুন্নাসেক	হাসান শাহ	ইদারাতুল কুরআন করাচী
◗ ইযাহুল মানাসেক	শাব্বীর আহমদ কাসেমী	কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, সাহারানপুর ভারত
◗ ফাতাওয়া নেযামিয়া	মুফতী নেযামুদ্দীন	সাজেদা বুক ডিপো, দেওবন্দ
◗ লিসানুল আরব	জামালুদ্দীন মুহাঃ ইবনে মুকাররম	দারুছ ছাদের বৈরুত
◗ আল কামূসুল মুহীত	মুহাঃ ইবনে ইয়াকুব	ইহইয়াউততুরাছ বৈরুত, লেবানন
◗ আল মু'যামুল ওসীত	উলামা বোর্ড	সিটি প্রিন্ট দিল্লি
◗ ইমদাদুল ফাতাওয়া	আশরাফ আলী থানভী	মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী
◗ কিফায়াতুল মুফতী	মুফতী কিফায়াতুল্লাহ	মাকতাবায়ে হক্কানিয়া ভারত
◗ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া	মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী	মাকতাবায়ে মাহমুদিয়া
◗ ফাতাওয়া রাহীমিয়া	সাইয়্যেদ আব্দুর রহীম	মাকতাবায়ে রাহীমিয়া, ভারত
◗ ইমদাদুল আহকাম	যফর আহমদ উসমানী	মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী
◗ ইমদাদুল মুফতীয়্যিন	মুফতী শফী	দারুল এশারাত করাচী
◗ আযীযুল ফাতাওয়া	মুফতী আযীযুর রহমান	দারুল এশায়াত করাচী
◗ ফাতাওয়া আযীযী	শাইখ আব্দুল আযীয	এইচ, এম, সাঈদ এন্ড কোং, করাচী
◗ ফাতাওয়া দারুল উলূম (জাদীদ)	মুফতী আযীযুর রহমান	যাকারিয়া বুক ডিপো
◗ ফাতাওয়া আব্দুল হাই	মুফতী আব্দুল হাই	মাকতাবায়ে থানভী
◗ আহসানুল ফাতাওয়া	মুফতী রশীদ আহমদ	যাকারিয়া বুক ডিপো
◗ ফাতাওয়া রশীদিয়া	রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী	ইদারায়ে ইসলামিয়াত লাহোর
◗ ফাতাওয়া খলীলিয়া	খলীল আহমদ সাহারানপুরী	মাকতাবাতুশ শাইখ সাহারানপুর ভারত
◗ জাওয়াহেরুল ফিক্‌হ	মুফতী মুহাম্মদ শফী	মাকতাবায়ে তাফসীরুল কুরআন
◗ জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া	মুফতী আব্দুস সালাম	মাকতাবায়ে তাফসীরুল কুরআন
◗ ইলমুল ফিক্‌হ	আব্দুশ শাকুর	মাকতাবায়ে সিদ্দীকিয়া
◗ আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল	ইউসূফ লুধিয়ান্‌ভী	নু'মানিয়া বুক ডিপো
◗ বেহেস্তী জেওর	আশরাফ আলী থানবী	ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
◗ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম	আল্লামা তকী উসমানী	মাকাতাবা দারুল উলূম করাচী
◗ ফিকহী মাকালাত	আল্লামা তকী উসমানী	মাকাতাবা দারুল উলূম করাচী
◗ জাদীদ ফিক্‌হী মাসায়েল	খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী	কাযী পাবলিশার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স

আরো অসংখ্য ইসলামী, ধর্মীয় ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থরাজী।

দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
[গবেষণামূলক উচ্চতর দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান]
অস্থায়ী কার্যালয়, সি-৫৪, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ০২ ৭৪৪৫৯১৭, মোবাইল : ০১৮১৮ ৫৩০৬৩৮